উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৪৫০.৯৬ (+১৭৩.৮১)

নিফটি : ২৫,৭২৫.৪০ (+৪২.৬৫)

বিহারে প্রকাশ্যে মাংস বিক্রিতে ‘কোপ’ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন

ম্যাক্রোঁর সফরে নতুন অধ্যায় ৭

আইসিইউ-তে ভর্তি সেলিম খান
মস্তিষ্কে রক্ত জমাট ৮

শিলিগুড়ি ৫ ফাল্গুন ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 18 February 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 270

তারা সুন্দরী

আকাশের তারা নয়,
এই তারা মাটির... এই তারা মঞ্চের

শিলিগুড়ি ও বালুরঘাটের আকাশে সেই নক্ষত্রোদয় শীঘ্রই

গলায় তুলসীর মালা, কপালে চন্দনের তিলক। বাকি ভক্তদের সঙ্গে মিশে বিরুষ্কা। বৃন্দাবনে মঙ্গলবার।

কমিশনের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধঘোষণা

সংঘাতে মমতা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : কার্যত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরকারের যুদ্ধ ঘোষণা। নির্বাচন কমিশন যাঁদের সাসপেন্ড করেছে, তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি কমিশন কারও ডিমোশন করে দিলে সরকার তাঁকে প্রমোশন দেবে বলেও তিনি ঘোষণা করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ‘কমিশনের সঙ্গে ভদ্রতা করে আমরা সাসপেন্ড করে দিয়েছি।’ কিন্তু ব্যস, ওই পর্যন্তই।

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মঙ্গলবার তিনি বলেন, ‘সাসপেন্ড করা হলেও কেউ চাকরিচ্যুত হবেন না। তাঁরা নির্বাচনের কাজ করবেন না বটে, কিন্তু তাঁরা অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন। হিটলারি আচরণ চলছে। সরকার ওই অফিসারদের পাশে রয়েছে। তাঁরা জেলাতেই কাজ করবেন।’ কমিশন যে ৭ অফিসারকে সরাসরি সাসপেন্ড করেছিল, তাঁদের অধিকাংশকে সোমবার তাঁদের দপ্তরে দেখা গিয়েছে। সেখানে তাঁরা স্বাভাবিক কাজও করেছিলেন।

> **হিটলারি আচরণ চলছে। সরকার ওই অফিসারদের পাশে রয়েছে। তাঁরা জেলাতেই কাজ করবেন।**
>
> **-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এতে সাসপেনশনের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আলোচনা চলছে যে, কমিশনের নির্দেশ হাস্যকর হয়ে গেল। কিন্তু কমিশন সেব্যাপারে তত কড়া নয়। বরং বিষয়টিকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, ‘আমি এবিষয়ে কিছু বলব না। মুখ্যসচিব আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, ওই ৭ অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।’ যদিও সাসপেন্ড অফিসারদের পদে থেকে সরানো নিয়মের মধ্যে পড়ে বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন কমিশনের আধিকারিকরা।

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যত যুদ্ধ ঘোষণার মধ্যে কমিশন ঢুকতে চাইছে না বলে এতে মনে করা হচ্ছে। কমিশন শুধু দেখছে, নবান্ন তাদের নির্দেশ মানছে কি না। নির্দেশ মানার লক্ষণ ইতিমধ্যে স্পষ্ট। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে মঙ্গলবার ৪ আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে রাজ্য সরকার। *এরপর দশের পাতায়*

মুখ ঢেকে যায় ধুলোর ঝড়ে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী বার্তায় যখন প্রকৃতির ক্যানভাস শিমুল-পলাশের লাল রঙে মাতোয়ারা হওয়ার কথা, তখন উত্তরবঙ্গের ব্যস্ততম শহর শিলিগুড়ি ঢাকা পড়েছে ধুলোর চাদরে।

ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে, বসন্ত এসে গেছে। কিন্তু শিলিগুড়ির রাজপথ বলছে অন্য কথা। এখানে দখিনা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ছে সিমেন্ট, বালি আর ছাইয়ের কণা। একসময়ের ঝকঝকে শহরটা এখন যেন এক বিশাল নির্মাণক্ষেত্র, যেখানে উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে ঠিকই, কিন্তু তার ধুলোয় সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। শহরের আনাচে-কানাচে তাকালে এখন আর নীল আকাশ বা সবুজ গাছপালা তেমন নজরে পড়ে না।

মাটিগাড়ার বালাসন সেতু থেকে শালুগাড়া পর্যন্ত মাথা তুলছে বিশালাকার এলিভেটেড করিডর। শহরের ভেতরে আবার একদিকে যেমন মাটির বুক চিরে চলছে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের কেবল পাতার কাজ, অন্যদিকে বর্ধমান রোডের উড়ালপুল তৈরির ব্যস্ততাও সমানতালে। সব মিলিয়ে শহরজুড়ে এক এলাহি কাণ্ড। কিন্তু এই কর্মযজ্ঞের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ‘উপহার’ মিলছে স্তূপীকৃত বালি আর নির্মাণসামগ্রী, যা শুষ্ক বাতাসে মিশে তৈরি করছে এক কৃত্রিম কুয়াশা।

দার্জিলিং মোড় থেকে মাটিগাড়ার দিকে তাকালে মনে হয়, সামনের রাস্তা বুঝি ঝাপসা কোনও অজানার দিকে চলে

পথে যেতে যেতে মানুষের নাভিশ্বাস

গিয়েছে। অজয় সরকারের মতো বাইক আরোহীরা মাঝেমধ্যেই সেই পথে থমকে দাঁড়াচ্ছেন ঘনঘন হাঁচির দাপটে।

ধুলোর প্রকোপে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন মহিলারা। রিম্পা চক্রবর্তীর কথাই ধরা যাক। পেশার তাগিদে প্রতিদিন আশ্রমপাড়া থেকে মাটিগাড়ার শপিং মলে যেতে হয় তাঁকে। আউটলেটের কড়া নিয়ম মেনে ফিটফাট মেকআপ করে বেরোলেও গন্তব্যে পৌঁছানোর *এরপর দশের পাতায়*

কাঁটার মুকুট

সেভেন সিস্টার্স নিয়ে চাপ ইউনূসের

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দায়িত্ব থেকে চলে যাওয়ার মুহূর্তেও ভারতবিরোধী অবস্থানে অনড় অন্তর্বর্তী সরকারের সদ্য প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। নতুন করে তাঁর মুখে উঠে এসেছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যের (সেভেন সিস্টার্স) ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের প্রসঙ্গ।

তাঁর কথায়, ‘আমাদের খোলা সমুদ্র কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, এটি বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার খোলা দরজা। নেপাল, ভুটান এবং সেভেন সিস্টার্সকে নিয়ে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।’ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও কৌশলগত গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি ভারতের ‘সেভেন সিস্টার্স’ রাজ্যকে কার্যত নেপাল ও ভুটানের মতো সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

১৮ মাসের অন্তর্বর্তী সরকারের অবসানের আগ মুহূর্তে সোমবার রাতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ইউনূসের টেলিভিশন ভাষণে এই বক্তব্য নিয়ে তারেক আনোয়ারের নেতৃত্বে সদ্যগঠিত বাংলাদেশ সরকার মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেনি। তবে সেভেন সিস্টার্স নিয়ে নিজের পুরোনো অবস্থান গ্রহণে ইউনূস কৌশলে নতুন সরকারকে চাপে রাখলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

বিএনপি’র সরকার তৈরি হওয়ার ঠিক আগের দিন তাঁর এই মন্তব্য ভারতের সঙ্গে এখনকার শীতল সম্পর্কে নতুন করে টানাপোড়েন তৈরি করতে পারে। কেন না, ভাষণে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, বাংলাদেশ আর কোনও দেশের নির্দেশে চলবে না। প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টার ভাষায়, ‘আমরা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় মর্যাদা দৃঢ়ভাবে পুনরুদ্ধার করেছি। *এরপর দশের পাতায়*

তারেকের শপথে নেই জামায়াতে-এনসিপি

এএইচ খদ্দিমান

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আঠারো মাসে পালাবদল পদ্মাপারে।

শেখ হাসিনার পতনের পর আবার সংসদীয় প্রক্রিয়ায় এই প্রথম সরকার শপথ নিল। অবসান হল মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের। প্রত্যাশিতভাবে বাংলাদেশের একাদশতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তারেক রহমান। এর ফলে ২০ বছর বাদে বাংলাদেশের ক্ষমতার রাশ ফিরে গেল জিয়া পরিবারের হাতে। অন্যদিকে, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা জমানার প্রায় তিন দশক পর বাংলাদেশের শীর্ষ ক্ষমতায় আবার পুরুষ-রাজ প্রতিষ্ঠিত হল।

নির্বাচনে জিতে সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা দিয়েছিলেন খালেদা-পুত্র তারেক। তিনি বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছিলেন জামায়াতে ইসলামির আমির শরিফুর রহমান ও ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) সর্বোচ্চ নেতা নাহিদ ইসলামির সঙ্গে। কিন্তু এই দুই দল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট করে। বিএনপি’র সংসদ সদস্যদের সংবিধান

শপথবাক্য পাঠ করছেন তারেক রহমান। মঙ্গলবার ঢাকায়।

সংস্কার পরিষদের শপথ না নেওয়ার প্রতিবাদে এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে জামায়াতে ও এনসিপি।

শফিকুর বলেন, সরকারি দল সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ না নিয়ে জুলাই সনদকে অবজ্ঞা করেছে। এনসিপি’র সারজিস আলমের অভিযোগ, জুলাই সনদ ও অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিএনপি সরকারের যাত্রা শুরু হল। গণভোটের রায় অনুযায়ী নতুন সরকার সংস্কারের পথে না হাঁটলে তারা ফের রাস্তায় নামবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে এই দুই দল।

ক্ষমতায় আসতেই সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ না নেওয়া নিয়ে জামায়াতের সঙ্গে বিএনপি’র দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসায় আগামীদিনে তারেকের পথ চলা মসৃণ নাও হতে পারে। মন্ত্রীসভার শপথ বয়কট করলেও এই দুই দলের নির্বাচিতরা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন মঙ্গলবার। জাতীয় সংসদের বিরোধী দলনেতা হয়েছেন জামায়াতের আমির। এনসিপি নেতা নাহিদকে বিরোধী জোটের চিফ হুইপ মনোনীত করা হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

কাটেনি অচলাবস্থা, ক্লাস না নেওয়ার হুঁশিয়ারি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বেতন না পেয়ে দ্বিতীয় দিনও কাজ থেকে অস্থায়ী কর্মীরা হাত গুটিয়ে নেওয়ায় মঙ্গলবারও শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকের দুই ক্যাম্পাসে শিক্ষকরা রাতে পাহারা দিলেন। তবে বুধবারের মধ্যে কর্মীদের বেতন সমস্যা না মিটলে পলিটেকনিকের পঠনপাঠন বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ শুভাশিস মুখোপাধ্যায়। সোমবার রাত জেগে পাহারা দিয়ে মঙ্গলবার শিক্ষকরা পরীক্ষা পরিচালনার পাশাপাশি ক্লাস নিয়েছেন। বুধবারও একইভাবে শিক্ষকদের কাজ করতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে বেতন সমস্যা মেটাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ এদিনও কারিগরি শিক্ষা দপ্তরে কথা বলেছে। অধ্যক্ষ

- শিলিগুড়িতে পলিটেকনিকের দুটি ক্যাম্পাসে ২৫ জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন
- তিন মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় তাঁরা কাজ বন্ধ করেছেন
- তাঁরা কাজ না করায় রাত জেগে ক্যাম্পাস পাহারা দিচ্ছেন শিক্ষকরা
- তারপর দিনে পরীক্ষা ও ক্লাস নিচ্ছেন তাঁরা

এদিন বলেন, ‘সারাদিন পড়ানোর পর রাতে পাহারাদারের কাজ করা সম্ভব নয়। পঠনপাঠন বন্ধ করে ক্যাম্পাসের শিক্ষক হিসাবে নয়, পাহারাদার হিসাবে আমরা কাজ করব। ক্যাম্পাসের দায়িত্বের কারণে আমরা সকলে এই জায়গা ছেড়ে যেতে পারছি না।’

তিন মাস ধরে বেতন না পেয়ে শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকের নিরাপত্তা, সাফাই ও ইলেক্ট্রিকের দায়িত্বে থাকা ২৫ জন অস্থায়ী কর্মী সোমবার থেকে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। এদিকে, পলিটেকনিক ক্যাম্পাসে বিভিন্ন বিভাগে দামি যন্ত্র রয়েছে। সেগুলি চুরি হয়ে গেলে পড়ুয়াদের ভবিষ্যতে পড়াশোনায় সমস্যা তৈরি হবে। এমন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে দু’দিন ধরে রাতে পলিটেকনিকের ডাবগ্রাম ও জাবরাভিটা ক্যাম্পাসে শিক্ষকরা পাহারা দিচ্ছেন। দুই ক্যাম্পাস মিলিয়ে প্রায় ৯০০ জন পড়ুয়া রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন ৩৫ জন। মঙ্গলবার রাতে ডাবগ্রাম ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা গেল, অন্তত আটজন শিক্ষক পাহারা দিচ্ছেন। কিছুটা ভয় নিয়ে শিক্ষকরা যে রাত জাগছেন তা তাঁদের বক্তব্যেই স্পষ্ট। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক শতরু মৈত্র বলেন, ‘আর কতদিন এভাবে রাত জাগতে হবে জানি না। ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে রাতে পাহারা দিয়ে ক্লাস নিতে বাধ্য হচ্ছি। পালা করে শিক্ষকরা পাহারা দিচ্ছি।’ *এরপর দশের পাতায়*

ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে কভার ড্রাইভ

প্রকৃতির এই রুক্ষ, বিবর্ণ ক্যানভাসের ঠিক মাঝখানেই এক টুকরো বিস্ময়। ধু-ধু বালুচরের বুকে সযত্নে তৈরি করা হয়েছে ক্রিকেটের ‘মাঠ’। যা বার্তা দেয়, সব শেষ হয়েও আসলে কিছুই শেষ হয় না।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

রণজিৎ ঘোষ

তিস্তাবাজার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : প্রকৃতির ধ্বংসলীলার ক্ষতচিহ্ন আছে, রয়েছে বঞ্চনার অভিযোগও। কিন্তু এসব কিছুই যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে ঘুরে দাঁড়ানোর সদিচ্ছার কাছে।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সর্পিল পিচ রাস্তাটি যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখান থেকে নীচের দিকে তাকালে এখন আর চেনা তিস্তাকে খুঁজে পাওয়া ভার। একপাশে খাড়া পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকা জনবসতি, যার আনাচে-কানাচে আজও উঁকি দেয় ভাঙা দেওয়াল আর উপড়ে যাওয়া কংক্রিটের কঙ্কাল। অন্যপাশে, যেখানে একসময় নদীর গভীরতা ছিল, সেখানে এখন শুধুই পলি আর বালি দিগন্তবিস্তৃত। ওপর থেকে দেখলে মনে হয়, চারদিক ঘেরা সবুজ পাহাড়ের মাঝে কেউ যেন এক পোঁচ ধূসররঙা তুলি বুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির এই রুক্ষ, বিবর্ণ ক্যানভাসের ঠিক মাঝখানেই এক টুকরো বিস্ময়। ধু-ধু বালুচরের বুকে সযত্নে তৈরি করা হয়েছে ক্রিকেটের ‘মাঠ’।

চারধারে সবুজ নেটের বাউন্ডারি, মাঝখানে পিচ আর একপাশে খেলোয়াড়দের জিরিয়ে নেওয়ার জন্য তৈরি ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া ঘর। পাশ দিয়ে বয়ে চলা তিস্তার শীর্ণ নীল জলধারা আর পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা ধ্বংসের ক্ষতের মাঝখানে এই মাঠটি যেন এক বার্তা... সব শেষ হয়েও আসলে কিছুই শেষ হয় না।

২০২৩ সালের ভয়াবহ হড়পায় তিস্তাবাজার ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

তিস্তার পাড়ে ক্রিকেটের ‘মাঠ’। ছবি : রণজিৎ ঘোষ

সেখানেই আশার আলো দেখাচ্ছেন স্থানীয় কিছু কিশোর আর তরুণ। হড়পার কারণে যে পলি জমেছিল চরে, গিলেছিল ঘরবাড়ি, সেই পলির কিছুটা অংশ সরিয়ে নদীর চরকে সমান করে মাঠটি বানিয়েছেন ওঁরা। কথা হচ্ছিল অমিত মোখতানের সঙ্গে। বললেন, ‘অনেক ঘরবাড়িই ভেসে গিয়েছে। কোনওদিন হয়তো আবারও হড়পা আসবে। তিস্তায় এমন জল বাড়বে যে, আমরাও ভেসে যাব। তাই যতদিন বেঁচে আছি, একটু আনন্দ করে বাঁচতে চাই।’

সিকিমে লোনাক লেক বিস্ফোরণের জেরে তিস্তায় বিশাল জলস্ফীতি দেখা দিয়েছিল। তাতে সিকিমের যেমন ক্ষতি হয়েছে, একইভাবে কালিম্পং জেলার তিস্তাবাজার, ত্রিবেণিতেও প্রচুর ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছে। জলের তোড়ে ভেসে আসা পলি জমতে জমতে চর ও তার আশপাশে ১৫-২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তিস্তাবাজারেই শতাধিক বাড়ি, দোকান, গ্যারাজ নদীগর্ভে চলে যায়। আড়াই বছর পরেও পুনর্গঠনের কাজ শুরু করতে পারেনি প্রশাসন।

সেই জায়গায় জীবনের সুর যে এত সুন্দরভাবে বেজে উঠতে পারে, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। নদীর বুকে জেগে ওঠা চরের ওপর এখন আর শুধু হাহাকার নেই, আছে ব্যাট-বলের ঠুকঠাক শব্দ। বোলার যখন দৌড়ে আসছেন, *এরপর দশের পাতায়*

জয়ন্তীতে বন দপ্তরের গেটে ভিড়। মঙ্গলবার।

মহাকালের পথে গেট ভেঙে যাওয়ার চেষ্টা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শিবরাত্রির রেশ কাটেনি এখনও। এই পুণ্যতিথিকে কেন্দ্র করে জয়ন্তী মহাকাল দর্শনে মঙ্গলবারও অনেক পর্যটক ও দর্শনার্থীদের ভিড় লক্ষ করা যায়। আর এই ভিড় থেকেই শুরু বন দপ্তরের বিধিনিষেধ উড়িয়ে মহাকালে যাওয়ার চেষ্টাও। এমনকি এদিন বন দপ্তরের গেট ভেঙেও মহাকালে যাওয়ার চেষ্টায় অব্যাহত ছিলেন কয়েকজন দর্শনার্থী। বন দপ্তর বাধা দিলে তা বিক্ষোভে পরিণত হয়। শেষে পুলিশ ও বনকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বন দপ্তরের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে কেন মহাকালে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে সেই প্রশ্নও উঠছে। ঘটনাটি নিয়ে কড়া ভূমিকায় বন দপ্তরও। জয়ন্তীতে বন দপ্তরের গেটে আরও বনকর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পূর্ব) দেবাশিস শর্মা বলেন, 'সোমবার পর্যন্ত বিধিনিষেধ ছিল না। তবে মঙ্গলবার থেকে আবার পুরোনো নিয়ম জারি করা হয়েছে। রাজাভাতখাওয়া এবং জয়ন্তী দুটি গেটেও বিধিনিষেধ থাকছে। গাড়ি নিয়ে জয়ন্তী নদীতে নামা যাবে না।' বক্সা টাইগার রিজার্ভের নিয়ম, রাজাভাতখাওয়া থেকে ছাড়পত্র নিয়ে সেখানের গেট দিয়ে জঙ্গলের রাস্তায় প্রবেশ করতে হয়। আবার সেই ছাড়পত্র দিয়ে জয়ন্তী পর্যন্ত যাওয়া গেলেও নদীবক্ষে গাড়ি নিয়ে নামা যায় না। নদীর উপর দিয়ে ছোট মহাকাল বা বড় মহাকাল মন্দিরে যেতে হলে জঙ্গল সাফারির গাড়িতে যেতে হবে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এবং গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্যই এই নিয়ম।

> **মঙ্গলবার থেকে আবার পুরোনো নিয়ম জারি হয়েছে। রাজাভাতখাওয়া ও জয়ন্তী দুটি গেটেই বিধিনিষেধ থাকছে। গাড়ি নিয়ে জয়ন্তী নদীতে নামা যাবে না।**
>
> **– দেবাশিস শর্মা** উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পূর্ব), বক্সা টাইগার রিজার্ভ

তবে শিবরাত্রির জন্য শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত বন দপ্তরের এই বিধিনিষেধ ছিল না। পুণ্যার্থীরা ও পর্যটকরা নিজেদের গাড়ি নিয়েও নদী দিয়ে যাতায়াত করতে পেরেছেন। সেই বিধিনিষেধ মঙ্গলবার সকাল থেকে আবার কার্যকর করা হয়েছে। অভিযোগ, এদিন দুপুরে প্রায় শতাধিক পুণ্যার্থী ও পর্যটক জয়ন্তী গেটের সামনে জমা হয়ে গেট খুলে দেওয়ার দাবি জানান। সেটা মানা না হলে গেট ভাঙার চেষ্টা করা হয়। শুরু হয় বনকর্মীদের সঙ্গে বচসাও। পর্যটকদের মধ্যে মানিক সেন বলেন, 'রাজাভাতখাওয়া গেটে তো বলেনি যে গাড়ি নিয়ে মহাকালে যাওয়া যাবে না। এইভাবে কেন হয়রানি করা হচ্ছে। একবার নিজেদের গাড়ি নিয়ে জয়ন্তী আসতে হবে। আবার মহাকালে যেতে হলে অন্য গাড়ি ভাড়া করতে হবে, এই রকম কেন হবে?'

অন্যদিকে চৈতি বসু নামে আরেক পুণ্যার্থী জানান, শিবরাত্রির ভিড় থাকায় মঙ্গলবার মহাকাল দর্শনের জন্য তাঁরা এসেছেন। বন দপ্তর অবশ্য জানাচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী শুধু সাফারির গাড়ি ছাড়া হচ্ছে। আর যে ভাণ্ডারাগুলি এখনও ছোট মহাকালের পাশে রয়েছে সেগুলি বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে ফিরছে। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'অনেক পুণ্যার্থী আমাকেও এই বিষয়টি জানিয়েছেন। আমি বন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলি এবং পুণ্যার্থীদের পরামর্শ দিই যেন সবাই বন দপ্তরের নিয়ম মেনে চলেন।'

ভারত সরকার
বস্ত্র মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন কমিশনের কার্যালয় (হস্তশিল্প)
হস্তশিল্প পুরস্কার ২০২৫

উন্নয়ন কমিশনারের (হস্তশিল্প) কার্যালয় হস্তশিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ যোগ্য কারিগরদের এই সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রদান করছে। ২০২৫ সালের হস্তশিল্প পুরস্কারের জন্য নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে অনলাইন/ অফলাইনে যোগ্য কারিগরদের আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে।

শিল্প গুরু পুরস্কার :

শ্রেণিবিভাগ	শিল্পের শ্রেণি	পুরস্কারের সংখ্যা
শিল্প গুরু পুরস্কার	শিল্প শ্রেণিবিভাগ	০৫
	শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য	০১
	মোট	০৬

জাতীয় পুরস্কার :

ক্রমিক নং	শ্রেণিবিভাগ	উপবিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা প্রতিটি শ্রেণি/ উপবিভাগের অন্তর্গত
১	শিল্পের শ্রেণিবিভাগ	ধাতু শিল্প (ধাতু, বিদরি কার্য ইত্যাদি)	০১
		কাঠের কার্য	০১
		বেত ও বাঁশের শিল্প এবং প্রাকৃতিক তন্তুর পণ্য	০১
		পাথর শিল্প	০১
		মৃৎশিল্প, সেরামিক ও টেরাকোটা	০১
		চিত্রকলা	০১
		অলংকার শিল্প এবং নকল মুক্তাখচিত গহনা	০১
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

41103/11/0012/2526

পড়ুয়াদের পুষ্টিতে দেবে ফলও

মিড-ডে মিলে আরও ডিম

শুভজিৎ দত্ত ও জসিমুদ্দিন আহমেদ

নাগরাকাটা ও মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত ফের পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের পাতে পড়বে অতিরিক্ত ডিম অথবা মরশুমি ফল। এমনিতে এখন সপ্তাহে একদিন ডিম দেওয়া হয়। তবে নতুন নির্দেশে মার্চ পর্যন্ত সপ্তাহে দুদিন ডিম দেওয়া হবে। ওইদিনগুলির জন্য ছাত্র পিছু অতিরিক্ত ৮ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে জেলাগুলিকে মিড-ডে মিলের ফ্লেক্সি ফান্ড থেকে ওই বাবদ আর্থিক বরাদ্দ মঞ্জুর করার কথা বলা হয়েছে। সবমিলিয়ে গোটা রাজ্যের ৮১ লক্ষের বেশি পড়ুয়া পরিপূরক পুষ্টি বা সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশনের আওতায় আসবে। জলপাইগুড়ির ওসি (মিড-ডে মিল) সঞ্জীব দাস বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা এসেছে এবং স্কুলগুলিকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' একটি করে ডিম অথবা দুটি করে ফল দেওয়া হবে বলে জানান মালদার অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) সেখ আনসার আহমেদ। সরকারি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষকরা। মালদা ধীরেন্দ্রনাথ সাহা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওয়াসিমুল বারি বলেন, 'নির্দেশিকা পেয়েছি। তবে এখন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য স্কুলে মিড-ডে মিল বন্ধ রয়েছে। স্কুল চালু হলে ১২ দিন পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলে মরশুমি ফল দেব।'

বর্তমানে স্কুলগুলিতে যে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা রয়েছে, তা তৈরি করে দেওয়া দৈনন্দিন মেনু অনুযায়ী চলছে। এতে সপ্তাহে একদিন করে ডিম দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। মার্চ মাস পর্যন্ত ১২ দিন যে বিশেষ খাবার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাতে অতিরিক্ত আরও একদিন ডিম অথবা ফল যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে মিড-ডে মিলে ছাত্র পিছু বরাদ্দ প্রাথমিকের ক্ষেত্রে ৬.১৯ টাকা ও উচ্চপ্রাথমিকে ৯.২৯ টাকা। যা ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে চলছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং জিটিএ এলাকা, জলপাইগুড়ি, মালদা, শিলিগুড়ি ও কালিম্পং জিটিএ এলাকায় মিড-ডে মিলের আওতায় রয়েছে যথাক্রমে ১,১০,২৬৭, ২,৮০,৩০৪, ১,৫৩,৭০৬, ৩,৮৫,৭১৯, ১৯,৯৯২, ১,৭৬,১৩২, ৫,১০,২০৯, ৭০,৬৮০ ও ১৬,১১১ জন পড়ুয়া। গোটা রাজ্য মিলিয়ে ১২ দিনের অতিরিক্ত মেনু বাবদ মোট ব্যয় বরাদ্দ ৭৭ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮৪০ টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারেরই অংশ রয়েছে। এর আগেও ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত মিড-ডে মিলে অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়েছিল। সেসময় ছাত্র পিছু প্রতি সপ্তাহে ২০ টাকা করে

- মার্চ মাস পর্যন্ত মিড-ডে মিলে পাতে অতিরিক্ত ডিম অথবা ফলের ব্যবস্থা
- এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবে প্রাকপ্রাথমিক ও প্রাথমিকের ৮১ লক্ষের বেশি পড়ুয়া
- এর জন্য ৭৭ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮৪০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে
- সমান অংশীদারিত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যের

বরাদ্দ করা হয়। তখনও নানা ধরনের মরশুমি ফল, মাংস, ডিমের মতো খাবার পড়ুয়াদের দেওয়া হয়েছিল।

বর্তমানে অনেক স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। যে কারণে বন্ধ রয়েছে মিড-ডে মিল। পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিতে যাতে অতিরিক্ত ডিম বা ফলের ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর।

অ্যাফিডেভিট

আমি Viswadeb Roy পিতা Late Ramen Roy, নতুনপাড়া, জলদাপাড়া, পোঃ জলদাপাড়া, মাদারিহাট, জলপাইগুড়ি। ভুল সংশোধনে গত 10/02/2026 তারিখে কোচবিহার N.P কোর্টে অ্যাফিডেভিটে জানাই ভুলবশত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিতে আমার নাম Bishmodib Roy হয়। সঠিক নাম হবে Viswadeb Roy. (C/120754)

Notice inviting e-Tender N.I.e.T. No.
ET/17(3rd Call)/2025-26 dt-24.11.25, ET/22(3rd Call)/2025-26 dt-18.12.25, ET 24(2nd Call)/2025-26 dt-10.01.26, ET 25(2nd Call)/2025-26 dt-22.01.26 (APAS) Last date and time for bid submission-24/02/2026 at 18:00 hours.
For more information please visit **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer, Kumargram Development Block Kumargram :: Alipurduar

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No.-41 (2025-26) Memo No- 165/ PS, of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 20.02.2026. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://tenders.wb.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
E.O
Blg.P.S

জল যোগান ফিল্টার প্ল্যান্টের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৩৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৩-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৩৩-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ ফকিরাগ্রাম জংশনে- নিউ বঙাইগাঁও এ এডিইএন/ ফকিরাগ্রাম জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে ২৪ মাসের (চৌবিশ মাহ) এক সময়সীমার জন্যে ইলেক্ট্রো ক্লোরিনেটরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং জল যোগান ফিল্টার প্ল্যান্টের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশিঃ ৯৪,৫৭,০২৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৯৯,২০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবেঃ ০৯-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের প্রসন্ন পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং - WB-63 20080944472, ভুলবশত পিতার নাম Nayeb Ali Mia উল্লেখ আছে। 17/2/26 তারিখ তুফানগঞ্জ E.M. কোর্টে 1052 নং অ্যাফিডেভিট করে জানাচ্ছি আমার পিতা Nayeb Ali Miah ও Nayeb Ali Mia এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। Majidul Haque, উত্তর মরাডাঙ্গা, পো- মারুগঞ্জ, থানা - তুফানগঞ্জ, জেলা - কোচবিহার। (D/S)

●

I, Rajesh Rahaman, aged 28 years, S/o Manik Rahaman, Vill- Barobisha, P.S- Kumargram, Dist- Alipurduar, State West Bengal, Pin- 736207. My Birth Certificate Vide Regn No. 275, dated 09.04.1998. mistakenly shows Rajesh Miha. My Aadhaar Card, has Rajesh Rahaman on it. 14.08.2025 I hereby declare in an affidavit in the Executive Magistrate Court, Alipurduar that Rajesh Rahaman and Rajesh Miha both are same and identical person. (P/S)

হলদিবাড়িতে তাৎক্ষণিক জল যোগান পদ্ধতির ব্যবস্থা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২৩-ডিউডব্লিউএস-এইচডিবি-২৫-২৬ তারিখঃ ১৩-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: কাজের নামঃ হলদিবাড়িতে প্ল্যাটফর্ম ১ এবং ২ এর জন্যে তাৎক্ষণিক জলযোগান পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ১,৩৭,০৯,৭৮৭.৭৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৩,৬০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবেঃ ০৯-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের প্রসন্ন পরিষেবায়"

:: বিজ্ঞপ্তি ::
এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে নিম্ন তপশীল ভুক্ত জমি ও বাড়ির বর্তমান মালিক **শ্রী চিত্তরঞ্জন ভৌমিক**, পিতা-মৃত **নিশিকান্ত ভৌমিক** এবং **শ্রীমতি শেফালী ভৌমিক** স্বামী-শ্রী **চিত্তরঞ্জন ভৌমিক**, বর্তমান সাকিন 161/15 Raybahadur Road Pranjal Apartment-1, Behala, S.24 Pargana-700034, উক্ত সম্পত্তি বিক্রিয় প্রস্তাব করায় আমার মক্কেল তাহা কিনিতে ইচ্ছুক। যদি কাহারো আপত্তি থাকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর আবেদন করা হচ্ছে, নতুবা কাহারো কোনো আপত্তি নেই বলিয়া ধরা হইবে।

:: তপশীল ::
মৌজা-খড়িয়া, সীট নং ২৫ (আর.এস), ৯৬ (এল.আর), জে.এল নং-০৭, খতিয়ান নং-৫৫৫১ (আর.এস), ৪১৪১, ৪১৪২ (এল.আর), দাগ নং-১৬১৭ (আর.এস), ৮৫ (এল.আর), জমির পরিমাণ-০৮ ডি: ৭৫০ বর্গফুট, পান্ডা পাড়া, বঙ্কিম সরণি, ওয়ার্ড নং-১৫, থানা-কোতোয়ালী, পোস্ট+জেলা-জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১ এবং তদৌপরিস্থ বাড়ি।

-: সীমানা :-
উত্তর :- ১২' পাকা রাস্তা
দক্ষিণ :- নিতাই রায়
পূর্ব :- রতন দাস ও বাবুলাল দাস
পশ্চিম :- গৌতম ভৌমিক

Ajoy Das
Advocate
Jalpaiguri District Court

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৮০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৮১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ARMY PRIMARY SCHOOL MILITARY STATION N. N . ROAD GWALA PATTI COOCH BEHAR (WEST BENGAL)-736101
(Recognised by Directorate of School Education, Government of West Bengal)
REQUIREMENT OF TEACHING STAFF ON CONTRACTUAL BASIS
1. Vacancies available in Army Primary School, Cooch Behar :-

Post	Qualification
Pre/Primary School Teachers	Graduate with B.Ed/Two Years Diploma in Elementary Education (D.El.Ed)/NTT/ Montessori trg from recognized institution.
Sports/Activity Teacher	Degree/Post Graduate in Phy edu i.e. B.P.Ed/M.P.Ed. (a course prescribed by NCTE) from a recognized university. Certification in Yoga & Martial Arts of any form.
Head Clerk cum Acct Clerk	Preferably an Ex-serviceman clerk up to the age of 55 years, with minimum 5-10 years of experience in office management, account handling as Head Clerk and drafting experience.

Preference will be given to experienced, highly motivated & creative candidate with good communication skills with adequate flair of music knowledge.

Note.
(I) Computer literacy is mandatory for the post of Teacher.
(ii) Selection Process. Through Interview by the Board of Officers, only for short listed candidate will be informed telephonically about date & time of interview.
(iii) No TA/DA admissible for interview.
(iv) Age. Minimum 25 years at the time of joining.
(v) Interested Candidate to send their application alongwith their Resume/CV and self-attested supporting documents and also sports regarding certificate to the Principal Office.
Application will be forwarded by hand/speed post at following address by 05 Mar 2026 :-
Army Primary School
Military Station, N. N. Road, Gwalapatti,
Cooch Behar, West Bengal-736101
E-mail at appscoochbehar@awesindia.edu.in.

কর্মখালি

পেট্রোল পাম্পে তেল দেওয়ার জন্যে কর্মী দরকার ৮ ঘণ্টা ডিউটি. বেতন শুরুতে ৬০০০ টাকা। আগামী ২৩ তারিখ ১১টায় রেলঘুমটি R.C. Banik পাম্পে যোগাযোগ করতে হবে।

স্মরণে

মীরা চক্রবর্ত্তী-মা, আজকের এই নিষ্ঠুর দিনে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো। তোমার আশীর্বাদ আমার পাথেয়। হতভাগ্য গোপাল। (C/120283)

ভাড়া

Rent for Godown 4200 sq.ft 2 1/2 Mile Checkpost. Call 9434049894, 9851414992. (C/120745)

ব্যবসা/বাণিজ্য

শিলিগুড়িতে বিনাভাড়ায় বাড়িতে বসে সিমেন্ট ও রড নিন। কে.পি. উদ্যোগ, ইস্টার্ন বাইপাস রোড। (M) :- 7699002803/5 (শর্ত প্রযোজ্য)। (C/120433)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mehemud Alam, S/o- Nijamuddin Md vill-Teligachh P.O.-Chathat Dist-Darjeeling আমার মেয়ের নাম Rahat Nawshin যার জন্ম তারিখ 25/03/2010 আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্র যার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার Reg No. 2139/2010 তার পিতার নাম অর্থাৎ আমার নাম ভুলবশত Mehemud Alam এর জায়গায় Md Mehemud Alam থাকায় গত 05/08/2025 তারিখে আমি শিলিগুড়ি 1st class JM কোর্টে affidavit (no.30AA 605334) দ্বারা ভুল সংশোধন করে Mehemud Alam করেছি। আমার আসল ও সঠিক নাম হল Mehemud Alam যা আমার আধার কার্ড নাম্বার 70770394 7898 এবং ভোটার কার্ড নাম্বার BQT3762424- এ উল্লেখ আছে। (C/120749)

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/27/2025-2026 & WB/APD-I/BDO-ET/21/2025-2026 (2nd Call)
Dt. 16/02/2026, Last
date and time for bid submission-24/02/2026 at 18.00 hours.
For more information please visit : www.wbetenders. gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block
Panchkolguri :: Alipurduar

অ্যাফিডেভিট

I Sanjeeb Rabidas, son of Shri Kishori Lal Rabidas, r/o- Telipara, Vill- Barachak, Asansol M. Corp, Dist- Paschim Burdwan, hereby declare that Parthib Rabidas and Parthib Das, is the same, one and identical minor boy i.e, my son vide affidavit sworn before the Chief Judicial Magistrate (1st Class) Asansol Court on 08.01.2024, No. 90AB191659. (C/120752)

●

আমি Sk Nazrul Islam, Vill- Salabatganj, PO Chowki Mirdadpur, PS- Manikchak, Dist. Malda (WB) আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg no 1437/15, dt 02/02/2015. আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 11/11/25 এ প্রথম শ্রেণি JM কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Mst Afshana Parveen থেকে Afshana Parveen করা হল। (M/115465)

●

আমি Sk Nazrul Islam, Vill- Salabatganj, PO Chowki Mirdadpur, PS- Manikchak, Dist. Malda (WB) আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg no 3251, dt 16/03/2006. আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 10/12/2025 এ প্রথম শ্রেণি JM কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Mst Nasifa Khatun থেকে Nasifa Sultana করা হল। (M/115465)

●

আমি Abdul Maruf, S/o - Mohd Humayun Sekh, P.O.- Saiyedpur, P.S.- Kaliachak, Dist- Malda আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No. 16725 Dt. 28/11/2016 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 10/2/26 এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে MA. Adip Rahat থেকে MD.Adip Rahat করা হলো। (C/120750)

●

আমি Abdul Marut S/o. Mohd Humayum Sekh P.O. Saiyedpur, P.S. Kaliachak, Dist Malda, আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No - 8182 Dt. 22-9-2007 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 10.2.26-এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Misbabul Hoque থেকে MD Misbaul Hoque করা হলো। (C/120750)

আজ টিভিতে

শুধু তোমারই জন্য প্রতিদিন বিকেল ৫.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ মন যে করে উড়ু উড়ু, দুপুর ১.১৫ ভিলেন, বিকেল ৪.০০ পাগলু, সন্ধে ৭.১৫ আলো, রাত ১০.১৫ কেলোর কীর্তি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ পরিবার, দুপুর ১.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৩.৩০ ওয়ান্টেড, সন্ধে ৭.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.০০ মন মানে না
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মনে মনে, বেলা ১১.৩০ আক্রোশ, দুপুর ২.৩০ টক্কর, বিকেল ৫.০০ প্রাণের স্বামী, সন্ধে ৭.৩০ আজকের সন্তান, রাত ১০.৩০ অঞ্জলি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দেবী পূজা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ১০.১০ ক্রিয়েচার, দুপুর ১.০০ বিনাশক, বিকেল ৩.৫০ ঘর সংসার, সন্ধে ৬.৫০ বেটা, রাত ১০.২০ মুজরিম
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৫০ ঈশ্বর, দুপুর ২.১৫ নাজায়েজ, বিকেল ৫.২৪ শোলা অওর শবনম, রাত ৮.৪৮ ময়দান-এ-জঙ্গ
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : সকাল ১০.৩০ হঙ্গামা-টু, দুপুর ১.০৬ আইয়ারি, বিকেল ৩.৪৬ পটনা শুক্লা, ৫.৫৬ ছপাক, সন্ধে

ছপাক বিকেল ৫.৫৬
স্টার গোল্ড সিলেক্ট

আলো সন্ধে ৭.১৫
জলসা মুভিজ

৭.৫৭ জিগড়া, রাত ১০.৩৮ শিদ্দত
জি বলিউড : বেলা ১১.৩৩ দিল কা কেয়া কসুর, দুপুর ২.৩০ কুলি, সন্ধে ৬.০৭ গ্যাম্বলার, রাত ৯.০০ জাল-দ্য ট্র্যাপ
স্টার গোল্ড থ্রিলস : বেলা ১১.৩৪ হ্যারি পটার অ্যান্ড ফিনিক্স কি ফৌজ, বিকেল ৫.০৫ অ্যাভেঞ্জার্স এন্ডগেম, রাত ৮.৪৫ দ্য মারমেইড, ১০.৪০ জুমানজি

ওয়ান্টেড বিকেল ৩.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্ত্রীর প্রচেষ্টায় ব্যবসায় ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন। সন্তানের পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তা কেটে যাবে। আর্থিক শুভ। বৃষ : আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। বাড়ির কোনও কাজে খরচ বেশি হবে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে বদলির খবর পেতে পারেন। বাবার পরামর্শে সংসারের অচলাবস্থা কেটে যাবে। সামান্য কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। কর্কট : দূরের কোনও আত্মীয়ের সুপারিশে ভালো সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ। সিংহ : পুরোনো কোনও সমস্যার জেরে ভুগতে হতে পারে। রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। ব্যবসায়ে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হওয়ায় মানসিক চাপ বাড়বে। কন্যা : সামান্য বিষয় নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হতে পারে। জমি কেনাবেচার লাভবান হবেন। বন্ধুর কারণে কিছু টাকা গচ্চা যেতে পারে। তুলা : শিল্পী ও কলাকুশলীরা নতুন কাজের বরাত পাবেন। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। অনিদ্রাজনিত রোগকে অবহেলা করবেন না। বৃশ্চিক : উচ্চশিক্ষার পড়ুয়ারা ভিনরাজ্যে ভালো সুযোগ পেতে চলেছেন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। ব্যবসায় আজ বিনিয়োগ করতে পারেন। ধনু : ব্যবসায় কর সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মানসিক চাপ বাড়বে। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের দিন আজ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। মকর : পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিবাদে সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হবে। অতিরিক্ত বিলাসিতায় খরচ বাড়বে। বিদ্যার্থীদের শুভ। কুম্ভ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মীন : কোনও কারণে মানসিক অস্থিরতা বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ মাঘ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৫ ফাগুন, সংবৎ ১ ফাল্গুন সুদি, ২৯ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৩, অঃ ৫।৩০। বুধবার, প্রতিপদ সন্ধ্যা ৫।২৯। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ১০।৬। শিবযোগ রাত্রি ১১। ৪৮। ববকরণ সন্ধ্যা ৫।২৯ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ৫।৬ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১০।৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পত্তির দশা। মৃতে- দোষ নাই, সন্ধ্যা ৫।২৯ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১০।৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, সন্ধ্যা ৫।২৯ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৯।৩ গতে ১০।২৭ মধ্যে ও ১১।৫২ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৩ গতে ৪।৩৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- সাধভক্ষণ নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন বীজসংগ্রহ ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব দিবস। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৩১ মধ্যে ও ৯।৫১ গতে ১১।২৪ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৫১ গতে ৬।১৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৪ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।৩৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফিরবে সুদিন! আশায় শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীরা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। নতুন সরকারের পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে দুই দেশের সম্পর্ক আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর তাই যদি হয়, তবে এর সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও হোটেল ব্যবসায়।

২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর পদ্মাপারে চরম অস্থিরতা তৈরি হয়। পরবর্তীতে সেদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনকালে একশ্রেণির বাংলাদেশির তীব্র ভারতবিদ্বেষী মন্তব্যের জেরে শিলিগুড়ির হোটেল ব্যবসায়ী মহল ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। গত বছরের শেষদিকে শিলিগুড়ির হোটেল ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে সিদ্ধান্ত নেন, একজন বাংলাদেশিকেও হোটেলে ঠাঁই দেওয়া হবে না। এখনও সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর রয়েছে। তবে মঙ্গলবার বাংলাদেশে নয়া সরকার গঠনের পর স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ীরা দুই দেশের সম্পর্ক ভালো হওয়ার আশায় রয়েছেন।

যদিও সকলেই চাইছেন, প্রথমে সেদেশের সরকারের তরফে নিশ্চিত করা হোক যেন আগামীতে ভারতকে অবমাননা করে আর কোনও মন্তব্য করা না হয়। বাংলাদেশে তীব্র ভারতবিদ্বেষ,

সেদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনার পর শহর শিলিগুড়িতে একাধিক প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে। হোটেল ব্যবসায়ীদের কথায়, বছরের অন্যান্য সময় প্রতি মাসে কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ হাজার বাংলাদেশি শহরের বিভিন্ন হোটেলে আশ্রয় নেন। পর্যটনের মরশুমে সেই সংখ্যা অবশ্য কিছুটা হলেও বেড়ে যায়। তবে, সেই ক্ষতি স্বীকার করেও নাগরিক কর্তব্য পালন করেছেন সকলেই।

শিলিগুড়ির এসএফ রোড এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী নির্মল সাহা বললেন, 'নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। আমরাও চাই সম্পর্ক আবার ভালো হোক।' প্রধাননগর এলাকার হোটেল মালিক তথা গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সন্দীপকুমার দাঁ-র কথায়, 'আপাতত আমরা দুই দেশের সম্পর্ক উন্নতির অপেক্ষায় রয়েছি। এরপরই আমরা সংগঠনগতভাবে সিদ্ধান্ত নেব। তবে, এক্ষেত্রে ভারতবিদ্বেষী মনোভাব থেকে বাংলাদেশকে বিরত থাকতে হবে।' একই মত আরেক ব্যবসায়ী উজ্জ্বল ঘোষের।

একইভাবে পর্যটন ব্যবসায়ীরাও একই দিকে মুখিয়ে রয়েছেন। তাঁদের কথায়, সাধারণত বাংলাদেশ থেকে বছরে গড়ে দেড় লক্ষ পর্যটক ভারতে আসেন। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'পদ্মাপারে নতুন সরকার এসেছে এটা ভালো বিষয়। তবে নতুন সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তারা কীভাবে রাখবে। সেইসঙ্গে ভারতবিদ্বেষী বক্তব্য কীভাবে আটকাবে, তার উপরই সবকিছু নির্ভর করছে। তবে আমরা চাই সম্পর্ক ভালো হোক।'

মিলল দুটো ট্রেনের স্টপ

খড়িবাড়ি ও নকশালবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার থেকে অধিকারী স্টেশনে বালুরঘাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং রাধিকাপুর ইন্টারসিটি এক্সপেস ট্রেন দুটির স্টপ দেওয়া হল। বাতাসি স্টেশনে এদিন থেকে রাধিকাপুর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের স্টপ দেওয়া হল। এনজেপি-র এরিয়া ম্যানেজার এ বর্মা এই কথা জানিয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে অধিকারী স্টেশনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও রাধিকাপুর ইন্টারসিটি ট্রেনটি লেট থাকার কারণে রাত ৮টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও ট্রেন লেট থাকায় সাংসদ রাজু বিস্ট এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

দাবি পূরণে খুশি

উপস্থিত ছিলেন ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, এনজেপি-র এরিয়া ম্যানেজার এ বর্মা, এসিএম পি চৌধুরী, এডিআরএম অজয়কুমার সিং, কমার্সিয়াল ইনস্পেকটর রোশন কুমার, অধিকারী স্টেশন ম্যানেজার অমরনাথ সিং প্রমুখ। দুর্গা এদিন পতাকা দেখিয়ে অধিকারী স্টেশন থেকে রাধিকাপুর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করেন। তিনি বলেন, 'মানুষের দাবি পূরণ হওয়ায় আমরা খুশি।'

মঙ্গলবার থেকে মহানন্দা এক্সপ্রেসের স্টপ পেল নকশালবাড়ি স্টেশন। নকশালবাড়ি স্টেশন থেকে মহানন্দা এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করেন সাংসদ রাজু বিস্ট এবং বিধায়ক আনন্দময় বর্মন।

রাজু বলেন, 'খুব দ্রুত নকশালবাড়ি স্টেশন রাজধানী এক্সপ্রেসের স্টপ পাবে।'

উত্তর থেকে ছুটবে বিজেপির রথ

শিবশংকর সূত্রধর ও নীতেশ বর্মন

কোচবিহার ও শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোটের আগে পরিবর্তন যাত্রার মাধ্যমে শুরু হচ্ছে বিজেপির প্রচার অভিযান। রাজ্যজুড়ে নয়টি স্থান থেকে এই অভিযান শুরু হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে প্রচার শুরু হবে ১ মার্চ কোচবিহার এবং ২ মার্চ ইসলামপুর থেকে। মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপির বৈঠকের পরে তা ঘোষণা করেছেন নেতারা। সেই উপলক্ষ্যে আসতে পারেন মোদি-শা। তবে আদালতের অনুমতি না পাওয়ায় ২০১৮ সালে কোচবিহারে বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা করা যায়নি। শেষমুহূর্তে বাতিল হয়ে গিয়েছিল অমিত শা-র কর্মসূচি। এবার বিধানসভা নির্বাচনের আগে কি কোচবিহার থেকে সেই কর্মসূচি শুরু করা যাবে? প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলের।

কেমন হবে এই রথযাত্রা? একটি বিলাসবহুল বাসকে রথের আদলে সাজানো হবে। সেই গাড়িতে শৌচাগার, থাকার ব্যবস্থা এবং অন্য পরিষেবা থাকার কথা। সেখানে বসেই বক্তব্য দিতে পারবেন নেতারা। সঙ্গে আরও চারটি ছোট গাড়ি থাকবে। প্রত্যেক বিধানসভায় ঘুরবে সেই রথ। শুরুর দিনে কোচবিহার এবং ইসলামপুরে দুটি বড় জনসভা হবে। কোচবিহারে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে রথযাত্রার সূচনা করার কথা প্রধানমন্ত্রী মোদির। থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। প্রত্যেক বিধানসভায় একটি করে জনসভা হবে বলে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে। রাজ্যের আরও সাতটি স্থান থেকে এই যাত্রা শুরু হবে। বিজেপি সূত্রে খবর, বাস ও গাড়িগুলি উত্তরপ্রদেশ থেকে যাত্রা শুরু করেছে। চলতি মাসের শেষে শিলিগুড়ি হয়ে কোচবিহারের পৌঁছাবে। মার্চের শুরুতে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এই কর্মসূচি শুরু হবে। এরপর তা

- একটি বিলাসবহুল বাসকে রথের আদলে সাজানো হবে
- সেই গাড়িতে শৌচাগার, থাকার ব্যবস্থা এবং অন্য পরিষেবা থাকার কথা, সেখানে বসেই বক্তব্য দিতে পারবেন নেতারা
- প্রত্যেক বিধানসভায় ঘুরবে সেই রথ

দিনহাটা, সিতাই, শীতলকুচি হয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় যাবে।

তবে এই কর্মসূচির অনুমতি মিলবে কি না, তা নিয়ে দলের অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'বিজেপির কোনও কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয় না। এবার তার বাইরে হলেও পরিবর্তন যাত্রা থামবে না। রথ চলবে তাঁর গন্তব্যে। প্রত্যেক বিধানসভায় একটি করে জনসভা হবে। সেগুলিতে কোনও না কোনও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থাকবে। কোচবিহারে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচি শুরু হবে।'

বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তীর আত্মবিশ্বাসী উক্তি, 'কোচবিহার থেকেই বিজেপির জয়যাত্রা শুরু হবে।' এদিকে, বিজেপির এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'বিজেপিকে পরামর্শ দেব তারা যেন তাদের রথে অতিরিক্ত চাকার ব্যবস্থা রাখে। কারণ সেই চাকা পাংচার বা বার্স্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' অভিজিতের সংযোজন, 'কোচবিহারের মানুষ রথযাত্রা বলতে মদনমোহনের রথযাত্রাকেই চেনে। সেখানে বিজেপির এসব কর্মসূচি মানুষ কখনোই ভালোভাবে নেবে না।' এদিকে, রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি দীপক বর্মন বলেন, 'রথযাত্রা নিয়ে বিজেপির মধ্যে আবেগ রয়েছে। কোথাও রথ আটকালে মানুষ তার জবাব দেবে।'

বিজেপি বিধানসভা নির্বাচনের আগে নানা রণকৌশল নিয়েছে। পরিবর্তন রথযাত্রা তারই একটি অঙ্গ। তবে পাহাড়ে এই রথযাত্রা হবে কি না, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন নেতারা। তবে রথ না গেলেও পাহাড়ের তিন আসনেও পরিবর্তন যাত্রার সভা হবে বলে জেলার নেতারা জানিয়েছেন।

পরিষেবায় ক্ষোভ

বাগডোগরা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার বালাসন উন্নয়ন নাগরিক মঞ্চের তরফে মাটিগাড়া বিডিও অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। মঞ্চের সভাপতি লক্ষ্মী দাস বসাক বলেন, 'বালাসন নদীর পাড় বরাবর আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তার বেহাল দশা হয়েছে, জলনিকাশির ব্যবস্থা নেই। ২০২৪-এর মধ্যে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির পরেও তার সিকিভাগও কাজ হয়নি। জমির পাট্টা দেওয়ার কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে।'

বালাসনের ভাঙন রোধে বাঁধ না দেওয়ায় নদীপাড়ের বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন। সংগঠনের তরফে চন্দন বসাক বলেন, 'এদিন আমরা বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাই। পরে বিডিও-কে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।' বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'ইতিমধ্যে কিছু রাস্তার কাজ চলছে। কিছু রাস্তার কাজ টেন্ডার পর্যায়ে রয়েছে। পানীয় জলের জন্য কাজ চলছে।'

চোলাই নষ্ট

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ চোলাই এবং মদ তৈরির সামগ্রী নষ্ট করা হল। মঙ্গলবার ঘোষপুকুর ফাঁড়ি ও নকশালবাড়ি আবগারি দপ্তর যৌথভাবে অভিযান চালায়। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কমলা চা বাগানের বোমরা লাইনে একাধিক বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় ১৩০০ লিটার চোলাই নষ্ট করা হয়। ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধভাবে চোলাই তৈরি এবং বিক্রির অভিযোগ আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন আবগারি দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে এই অভিযান চালানো হয়।

ভারী ডাম্পার রুখতে বিক্ষোভ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ি বাজারে খেঁচগাঁজা খালের ওপর তৈরি সেতুর ওপর দিয়ে ১৫ টনের বেশি ওজনের যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করেছে পূর্ত দপ্তর। ১২ ফুটের বেশি উঁচু যানবাহন চলাচল বন্ধের জন্য লাগানো হয়েছে হাইটবার। কিন্তু রাত হলেই ওই সেতুর ওপর দিয়ে অতিরিক্ত ভারী বালি, পাথরবোঝাই ডাম্পার চলাচল করে। এর প্রতিবাদে সোমবার রাতে খড়িবাড়ি পূর্ব হাওদাভিটা এলাকায় খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কে ডাম্পার সহ ভারী গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। রাত ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

খড়িবাড়ি থানার ওসি মনতোষ সরকার জানান, ভালুকগাড়ার হাইটবার ভেঙে যাওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। বিষয়টি পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে একাধিকবার জানানো হয়েছে। ভালুকগড়া মোড়ে রোড ব্যারিকেড লাগিয়ে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করার আশ্বাস দেন তিনি।

পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সনিউল ইসলাম বলেন, 'নজরদারির অভাবে ভালুকগাড়ার হাইটবারটি কোনও পণ্যবাহী ট্রাক ভেঙে দিয়েছে। নতুনভাবে ওখানে

খেঁচগাঁজা খালের উপর দুর্বল সেতু।

হাইটবার লাগানোর জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে। খেঁচগাঁজার সেতুটি অত্যন্ত দুর্বল। ১৫ টনের বেশি ভারী যানবাহন ওই সেতু দিয়ে যাতায়াত করলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

সেতুটি দুর্বল হয়ে যাওয়ায় পূর্ত দপ্তরের তরফে মাস ছয়েক আগে সতর্কতামূলক বোর্ড লাগানো হয়েছিল। খড়িবাড়ির পূর্ব হাওদাভিটা, ভালুকগড়া মোড় ও অধিকারী পিডব্লিউডি মোড়ে লাগানো হয়েছে ১২ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট তিনটি হাইটবার। সম্প্রতি ভালুকগাড়ার হাইটবারটি ভেঙে যাওয়ায় অধিক উচ্চতার ভারী গাড়ি খড়িবাড়ি বাজারে ঢুকে পড়ছে। রাত হলেই ৩০ থেকে ৬০ টনের বালি-পাথরবোঝাই ডাম্পার ভালুকগাড়া হয়ে বিহারে ছুটছে। সোমবার রাতে পূর্ব হাওদাভিটার হাইটবারে অধিক উচ্চতার একটি পণ্যবাহী ট্রাক আটকে যানজটের সৃষ্টি হয়। যানজটের জেরে একটি অ্যাম্বুল্যান্স আটকে যায়। প্রতিবাদে সরব হন স্থানীয়রা। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি বিপ্লব দে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'ভালুকগাড়ার হাইটবারটি ভেঙে যাওয়ায় উঁচু গাড়িগুলি ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু পূর্ব হাওদাভিটার এই হাইটবার থেকে বেরোতে না পারায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। বিষয়টি পূর্ত দপ্তরকে জানিয়েও কাজ হচ্ছে না।'

স্থানীয় নীলরতন রায় বলেন, 'এই দুর্বল সেতু দিয়ে ১৫ টনের বেশি ওজনের পণ্যবাহী ট্রাক বা ডাম্পার চলাচল নিষিদ্ধ। কিন্তু একেকটি ডাম্পারে ৩০ থেকে ৬০ টন বালি-পাথর বিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

পদ্মের নয়া চা শ্রমিক ইউনিয়ন শীঘ্রই

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট! প্রবাদটি গেরুয়া শিবিরের চা শ্রমিক সংগঠন নিয়ে বলাই যায়। নানা নামে উত্তরবঙ্গে বেশ কয়েকটি বিজেপি-ঘনিষ্ঠ শ্রমিক ইউনিয়ন আছে। কিন্তু একটি সংগঠনেরও তেমন প্রভাব নেই বলে চর্চা চলছে বিজেপিতেই। যে কারণে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরেকটি ইউনিয়ন তৈরির পরিকল্পনা শুরু হয়েছে।

সংগঠনটির নাম হতে পারে নর্থবেঙ্গল টি অ্যান্ড প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার তপশিলি উপজাতি মোর্চার নেতা সরবণ চিকবড়াইক স্বীকার করলেন, 'বিজেপির কোনও শ্রমিক সংগঠনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না।' কেন? সরবণের কথায়, 'যেগুলি রয়েছে, সেগুলিতে নেতাদের তীব্র কোন্দল। ফলে নতুন সংগঠন জরুরি হয়ে পড়ছে।'

উত্তরের চা বলয় থেকে কিন্তু ভালোই ভোট পায় বিজেপি। চা বাগান অধ্যুষিত বিধানসভা ও লোকসভা কেন্দ্রগুলির অধিকাংশ পদ্মের দখলে। তা সত্ত্বেও শ্রমিক সংগঠন শক্তিশালী হচ্ছে না। অথচ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রমিক সংগঠন 'ভারতীয় মজদুর সংঘ'-এর অস্তিত্ব আছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। যেগুলির মাধ্যমে আরএসএস চা শ্রমিকদের

বাগানে সাংগঠনিক দুর্বলতায় ভোট নিয়ে শঙ্কা

মধ্যে প্রভাব বিস্তারও করে। কিন্তু সংঘের সেই শ্রমিক সংগঠনের বিরুদ্ধেও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছে। ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (বিটিডব্লিউইউ) প্রধান নেতা ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জন বারলা। কিন্তু প্রথম থেকেই সংগঠনের আরেক শীর্ষ নেতা যুগল ঝা'র সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল বলে অভিযোগ।

সেই কারণে বিটিডব্লিউইউ চা শ্রমিকদের মধ্যে সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি বলে মানছে বিজেপি নেতৃত্ব। জন পরে তৃণমূলে যোগ দেন। তাতে সংগঠন আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ইউনিয়ন শক্তিশালী না হলে শুধু হাওয়ায় ভোট ইভিএমে পদ্মের বোতামে পড়বে না বলে দলের নেতাদের আশঙ্কা।

যদিও বিটিডব্লিউইউ-এর সভাপতি যুগল ঝা'র বক্তব্য, 'বিটিডব্লিউইউ বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। আমরা দলের হয়ে ভোটের প্রচার করছি। দু'-একজন না থাকলেও সমস্যা হবে না।' এর আগে অবশ্য এনএফআইটিইউ, ভারতীয় মজদুর সংঘ সহ ৫-৭টি সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল বিজেপি। যদিও এককভাবে কোনওটি চা বাগানে তেমন শক্তিশালী ছিল না। বিজেপি প্রভাবিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে একত্রিত করতে 'ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেল' নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়েছিল একসময়। শিলিগুড়ির দাগাপুরে সংগঠনটির উদ্যোগে চা মজদুর সভাও হয়েছিল। তার ওপর ভারতীয় মজদুর সংঘও (বিএমএস) সংগঠন সাজাতে পারেনি।

ভারতীয় মজদুর সংঘের রাজ্য শাখার আহ্বায়ক বিশ্বজিৎ গুহ বলেন, 'বেশ কিছু বাগানে সংগঠন দুর্বল থাকলেও অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলিকে নিয়ে আমরা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করছি। তাছাড়া একল বিদ্যালয় এবং আরও একাধিক সংগঠনকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে।' সংঘের আরেক নেতার অভিযোগের আঙুল আবার বিজেপির দিকে।

তিনি বলেন, 'কোনও রাজনৈতিক দল শ্রমিক সংগঠন গঠন করলে তার দায় আমাদের নয়। মজদুর সংঘ দুর্বল নয়। চা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে বঙ্গীয় মজদুর সংঘ কাজ করছে।' এত সংগঠন, বিশৃঙ্খলা ও দলের নেতাদের মধ্যে বিরোধে ভোটের আগে চা বাগান নিয়ে তাই শঙ্কায় বিজেপি।

দখলমুক্ত ফুলেশ্বরী বাজারের ফুটপাথ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : খবর প্রকাশ হতেই টনক নড়ল পুলিশের। মঙ্গলবার সকাল থেকে নিউ জলপাইগুড়ি ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা ফুলেশ্বরী বাজারে ফুটপাথ দখল করে বসা ব্যবসায়ীদের পসরা সরিয়ে দিলেন। সেইসঙ্গে তাঁদের সতর্ক করা হল যাতে তাঁরা আর এভাবে ফুটপাথ দখল করে দোকান না বসান।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'ট্রাফিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতেই এদিন ফুলেশ্বরী বাজার এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছে। ফুটপাথ দখল করে সাজিয়ে রাখা পসরা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শহরজুড়েই অভিযান চলছে। আমাদের লক্ষ্য দুর্ঘটনায় রাশ টানা।'

ফুলেশ্বরী বাজারে দোকান খালি রেখে ফুটপাথ দখল করে পসরা সাজানোর অভিযোগ দীর্ঘদিনের। অভিযোগ, ব্যবসায়ীরা ফুটপাথ আঁকড়ে দোকানের পসরা সাজানোয়

খবরের জের

সাধারণ মানুষ ওই পথ ধরে চলতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন। বিশেষত সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ফুলেশ্বরী বাজারের পথ ধরে এনটিএস মোড়ের দিকে যাওয়া রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

সাধারণ মানুষের সমস্যার খবর মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই তৎপর হয় পুলিশ। মঙ্গলবার প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অভিযান চালিয়ে ফুটপাথ দখলমুক্ত করা হয়।

পুলিশের এমন অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ পথচলতি মানুষ। তাঁদের মধ্যে অনেকের বক্তব্য, পুলিশের তরফে মাঝেমধ্যেই এই বাজার এলাকায় নজরদারি চালানো প্রয়োজন। অন্যথায় পুনরায় ফুটপাথ দখল হতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

ওই এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ দাস বলেন, 'প্রতিদিন ফুলেশ্বরী বাজার এলাকা হয়ে কাজে যেতে হয়। প্রতিদিনই যানজটে আটকে পড়তে হত। তবে আজ যানজট নেই। রাস্তাও বেশ চওড়া মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় পুলিশের তরফে নিয়মিত নজরদারি চালানো হলে নতুন করে ফুটপাথ দখলের ঘটনা ঘটবে না।'

শিলিগুড়ির ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ ভারতনগরের ফুলেশ্বরী বাজার এলাকায় রাস্তার দু'পাশে সবজির দোকান রয়েছে। গুটিকয়েক দোকানের স্থায়ী ঠিকানা ফুটপাথ। তবে সিংহভাগ ব্যবসায়ীরই অবশ্য স্থায়ী দোকান রয়েছে। অভিযোগ, তাঁরাও দোকান খালি রেখে রীতিমতো ফুটপাথ দখল করে দোকানের পসরা সাজিয়ে বসছেন।

ধৃত ২

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে অসমে পাচারের আগেই ১১টি গোরু উদ্ধার করল পুলিশ। পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম হাবিবুর রহমান ও স্বাধীন আলি শেখ। হাবিবুরের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলায়। স্বাধীনের বাড়ি অসমের গোঁসাইগাঁওয়ে। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর গান্ধি মোড়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সন্দেহজনক চার চাকা পণ্যবাহী গাড়িটি আটক করে পুলিশ। সেটিতে তল্লাশি চালিয়ে গোরুগুলি উদ্ধার হয়। চালকের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ কোনও নথি ছিল না। এরপরেই গোরুবোঝাই গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

নাম ঘোষণা

খড়িবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা মাইনরিটি সেলের উদ্যোগে খড়িবাড়ি কমিউনিটি হল ক্যাম্পাসে মঙ্গলবার এক সাংগঠনিক সভা হয়। সভায় সংগঠনের খড়িবাড়ি ব্লক কমিটি সহ পাঁচটি অঞ্চল কমিটির সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেন তৃণমূলের দার্জিলিং জেলার কোর কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল। সংখ্যালঘু সেলের খড়িবাড়ি ব্লক কমিটিতে ৩০ জনের কমিটিতে সভাপতি করা হয়েছে সাদ্দাম হুসেনকে। এছাড়া রানিগঞ্জ-১, রানিগঞ্জ-২, বুড়াগঞ্জ, খড়িবাড়ি ও বিন্নাবাড়ি অঞ্চলের সভাপতি করা হয়েছে যথাক্রমে মহম্মদ আহমদ রাজা, মহম্মদ আহমদ হুসেন, মহম্মদ সার্তুল আনসারি, মহম্মদ জাগির আলম ও মহম্মদ আলমাসকে। ছিলেন দলের ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর কাজল ঘোষ, সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি মহম্মদ ইমতিয়াজ আলি, দলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ প্রমুখ।

তোলাবাজির চাপেই বেশি ভাড়া

এনজেপিতে সিন্ডিকেটরাজ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার এনজেপি স্টেশন চত্বরে ফের টোটোচালকদের দৌরাত্ম্য চরমে। ট্রেন থেকে নামলেই যাত্রীদের ঘিরে ধরছেন টোটোচালকরা। গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আকাশছোঁয়া ভাড়া হাঁকছেন। অভিযোগ, এই জুলুমবাজির নেপথ্যে রয়েছে স্থানীয় টোটো সিন্ডিকেট। শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র নাম ভাঙিয়েই চলছে এই 'লুঠতরাজ'। সিন্ডিকেটের দাপটে কার্যত অসহায় সাধারণ যাত্রী থেকে পর্যটকরা। যদিও তাঁদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত টোটোচালকরা এই ধরনের কাজ করছেন না বলে দাবি করেছেন সংগঠনের মাথারা। বাইরের টোটোচালকরা বেশি ভাড়া নিচ্ছেন বলে তাঁদের পালটা অভিযোগ। কিন্তু স্টেশনে গেলে দেখা মিলবে অন্য ছবি। বাইরের টোটো আদতে স্টেশনে যাত্রী তোলার জন্যে ঢুকতেই পারে না। তাই তারা কীভাবে সমস্যা তৈরি করবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আইএনটিটিইউসি'র এনজেপি ইউনিট সভাপতি সুজয় সরকারের বক্তব্য, 'এখন তো বেশি জায়গা নেই স্টেশন চত্বরে। তাই অল্প কিছু টোটো আমাদের সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। আর ওঁরা এই ধরনের কাজ করেন না।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, এনজেপি স্ট্যান্ডে টোটো চালাতে গেলে দিতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের 'এন্ট্রি ফি'। এখানেই শেষ নয়, প্রতিদিন চালকদের থেকে নির্দিষ্ট হারে টাকা আদায়ের অভিযোগও রয়েছে স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে। চালকদের একাংশের দাবি, সিন্ডিকেটের এই তোলা মেটাতে বাধ্য হয়ে যাত্রীদের থেকে চড়া ভাড়া চাইতে হচ্ছে তাঁদের। কেউ প্রতিবাদ করলে তাঁকে ওই স্ট্যান্ড থেকে বের করে দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। যে কারণে এই জুলুম আরও বাড়ছে বলেই অভিযোগ।

কেন এত বেশি ভাড়া চাইছেন তাঁরা। সিন্ডিকেটের সদস্য এক টোটোচালক গত পাঁচ বছর ধরে টোটো চালাচ্ছেন। তাঁর বাড়ি এনজেপি রাজাহাওলি এলাকায়। তাঁর বক্তব্য, আমি ভাড়ার টোটো

- সিন্ডিকেটের দাপটে কার্যত অসহায় সাধারণ যাত্রী থেকে পর্যটকরা
- ট্রেন থেকে নামলেই যাত্রীদের ঘিরে ধরছেন টোটোচালকরা
- গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আকাশছোঁয়া ভাড়া হাঁকছেন

চালাই। ভাড়া হোক আর না হোক মালিককে আমায় ৪০০ টাকা দিতে হয়। সিন্ডিকেটে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট টাকা দিতে হয়। এরপর আমার সংসার রয়েছে। টোটোর কিছু খারাপ হলে ছোটখাটো কাজ আমাকেই করাতে হয়। তাই ভাড়া তো একটু বেশি নিতে হয়।' একই বক্তব্য ফুলেশ্বরীর বাসিন্দা অপর এক চালকেরও। তিনি দুই বছর ধরে এই সংগঠনের সদস্য। তাঁর যুক্তি, 'সংগঠনের টাকা তো দিতেই হয়। এই নিয়ম সবার জন্যেই। এদিকে সংগঠনে অনেক গাড়ি রয়েছে। আমাদের লাইনে আসতে হয়। দিনে খুব বেশি হলে তিন থেকে চারটে ভাড়া হয়। এর মধ্যেই আমাদের খরচ তুলতে হয়। তাই কিছুটা ভাড়া বেশি নিতেই হয়।'

বাম আমলে সিটুর দুই নেতার হাতে ছিল এনজেপির ব্যাটন। তখন থেকেই স্ট্যান্ডের নামে তোলাবাজি চলত ওই এলাকায়। রাজ্যে ক্ষমতার পালা বদলের পর সিটুর ওই দুই নেতার খুব কাছের জন নন্দীর হাতে রাজপাট যায়। বাম শ্রমিক সংগঠনের হাত ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন জন। ওই সময় থেকে দীর্ঘদিন এনজেপিতে তাঁরই প্রভাব ছিল। কিন্তু জনের মৃত্যুর পরেই সিন্ডিকেট দুটি ভাগ হয়ে যায়। একটি অংশ জনের ভাই জয়দীপ এবং অপরটি জনেরই ডান হাত প্রসেনজিতের নিয়ন্ত্রণে থাকে। পরবর্তীতে প্রসেনজিৎ আইএনটিটিইউসি'র এনজেপি ইউনিট সভাপতি হলেও এনজেপির ক্ষমতা দখল নিয়ে জয়দীপের অনুগামীদের সঙ্গে তাঁর দলবলের লড়াই লেগেই থাকত। কিন্তু প্রসেনজিৎ দলের চক্ষুশূল হতেই ক্ষমতার ব্যাটন যায় সুজয় সরকারের হাতে। এই সুজয় সরকার আবার জয়দীপ নন্দীর আত্মীয়। এখন তিনিই এলাকার হর্তাকর্তা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এনজেপি টোটোস্ট্যান্ডটি বর্তমানে আইএনটিটিইউসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন। সংগঠনের নাম ভাঙিয়েই তৈরি হয়েছে একটি অঘোষিত সিন্ডিকেট। রিজার্ভ ছাড়া বাইরের কোনও টোটো স্টেশনে ঢুকলে তাদের বাধা দেওয়া হয়। রিজার্ভ ছাড়া কোনও টোটো স্টেশন থেকে যাত্রী তুলতে পারবেন না। শুধু নামিয়ে দিয়েই চলে যেতে হবে। যাত্রীদের সিন্ডিকেট থেকেই টোটো নিতে হবে।

ভোট নিয়ে শর্ত অজয়ের

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫০০ টাকা করা হলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন অজয় এডওয়ার্ড। ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয়ের নেতৃত্বে মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের ম্যালের চৌরাস্তা থেকে চা শ্রমিকদের নিয়ে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে শ্রম দপ্তরে গিয়ে শেষ হয়। সেখানেই অজয় বলেন, 'ভোটের আরও প্রায় দু'মাস রয়েছে। এর মধ্যে রাজ্য সরকার নতুন নির্দেশিকা দিয়ে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা করার কথা ঘোষণা করুক। তাহলে গোটা পাহাড় তৃণমূলকে ভোট দেবে।' ভোট নিয়ে বিজেপিকেও তিনি শর্ত দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বিজেপি ভোটের আগেই ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করার পাশাপাশি ১১টি জনগোষ্ঠীকে তপশিলি উপজাতির মান্যতা দিক তাহলে আমরা বিজেপিকেই বিধানসভা ভোটে সমর্থন করব।'

এদিন অজয়ের নেতৃত্বে শ্রমিকরা দার্জিলিংয়ের উপ শ্রম আধিকারিকের অফিসে স্মারকলিপি দিয়ে দ্রুত ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করা, দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করার দাবি জানিয়েছেন।

ক্যানেলে লাশ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার দুপুরে মহানন্দা ক্যানাল থেকে উদ্ধার হল শিলিগুড়ির মিলনপল্লির বাসিন্দা নিখোঁজ ব্যবসায়ী মনোজকুমার ডালমিয়ার নিথর দেহ। এদিন ক্যানালের জল কমানোর পর, তাঁর দেহটি ভেসে ওঠে এবং লক গেটে আটকে যায়। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার দিনই ওই ব্যবসায়ীর স্কুটার থেকে উদ্ধার হয়েছিল একটি চিরকুট, মোবাইল এবং একটি চাবি। পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া চিরকুটে লেখা ছিল 'জাস্টিস ফর সিস্টার'। সেই কথাটি নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং উদ্ধার হওয়া মোবাইলের তথ্য খতিয়ে দেখে পুলিশ এই মৃত্যুরহস্য সমাধানের চেষ্টা করছে।

আসবাবপত্রের দোকানে আগুন

ইসলামপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সোমবার রাতে ইসলামপুর শহরের তিনপুল সংলগ্ন এলাকায় একটি আসবাবপত্রের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নেভাতে ছুটে আসেন। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিনও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘিঞ্জি দোকান থাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দমকল আধিকারিকরা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

একাকী আনমনে।। *দিনহাটায় ছবিটি তুলেছেন অমিত সরকার।*

চড়া রোদে লাইনে অসুস্থ তরুণী

দেড় ঘণ্টা সার্ভার ডাউনে ভোগান্তি

নীতেশ বর্মন ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : লাইনে দাঁড়িয়ে গলদঘর্ম অবস্থা শতাধিক তরুণ-তরুণীর। মঙ্গলবার তার মধ্যেই বাঘা যতীন পার্কে 'যুবসাথী'র ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার শিবিরের সরকারি কর্মীরা হঠাৎ জানালেন সার্ভার ডাউনের কথা। আর এর ফলে প্রায় দেড় ঘণ্টা বন্ধ থাকে ওয়েবসাইটে ফর্ম আপলোড। রোদে এতক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে সে সময় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন এক তরুণী। আর এদিকে দেরি হতে থাকায় ধৈর্য হারিয়ে 'যুবসাথী'র ফর্ম সংগ্রহ করে বাড়ি না গিয়ে তা পূরণ করে তাড়াতাড়ি জমা দেওয়ার জন্য বাঘা যতীন পার্কের মাঠেই বসে পড়লেন পল্লবী বসু, রাকেশ সরকার, তন্ময় পাইনরা। লাইনের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও সেটি জমা দিতে না পারায় রঞ্জন মাইতি, রাজু সরকারদের মতো অস্থির হয়ে ওঠেন অনেকেই। পরে অবশ্য সার্ভার ঠিক হয়ে যায়।

শিলিগুড়ি পুরনিগম সূত্রে খবর, মিনি মণ্ডল নামে ওই তরুণী ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। চড়া রোদে দাঁড়িয়ে থাকার সময় হঠাৎ পড়ে যান তিনি। পুরসভার চিকিৎসককে ডেকে সেখানেই মিনির প্রাথমিক চিকিৎসা হয়েছে। তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে তিন নম্বর পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর রক্ত পরীক্ষা হয়েছে। তরুণী ভর্তি হতে চাননি বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। পুরনিগমের স্বাস্থ্য আধিকারিক সঞ্জীব মজুমদার জানিয়েছেন, তরুণী মাথা ঘুরে পড়ে যান। তবে ওঁর অ্যানিমিয়া ছিল। বুধবার রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পেলে আরও স্পষ্ট হবে। শিলিগুড়ি ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'দেড় ঘণ্টা সার্ভার ডাউন ছিল। বুধবার থেকে মাঠের যেদিকে ছায়া, সেদিকেই শিবির করা হবে। তাহলে রোদ থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে।'

এদিন এই শিবিরে একদিকে যেমন ডাক্তারি পড়ুয়াকে ফর্ম ফিলআপ করতে দেখা গিয়েছে, তেমনই বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছেলেমেয়েরাও জমা দিয়েছেন ফর্ম। মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র বাঘা যতীন পার্কে ফর্ম নেওয়ার সময় বলেন, 'আমাদের মতো যেসব ছাত্ররা বাড়ির বাইরে থেকে পড়াশোনা করে তাঁদের জন্য এই ১৫০০ টাকায় অনেকটা সাহায্য হবে। তবে রাজ্যের শিক্ষা পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন হলে ভালো হয়।' বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত রাকেশ সরকারের বক্তব্য, 'আবেদন করে দেখি, যদি দেড় হাজার টাকা পাই, তা দিয়ে বাইকের তেলের খরচ তো উঠে আসবে।' তবে এদিন সার্ভার ডাউন থাকায় সর্বত্র আবেদনকারীদের সমস্যায় পড়তে হয়।

বাঘা যতীন পার্কে রেজিস্ট্রেশন করাতে লম্বা লাইন। ছবি : সূত্রধর

পাহাড়ে লড়ার প্রস্তুতি কংগ্রেসের

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে সিপিএমের সঙ্গে জোট না করার কথা আগেই কংগ্রেস জানিয়ে দিয়েছে। তবে শুধু সিপিএম নয়, পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গেও বিধানসভা নির্বাচনে হাত মেলাতে চাইছে না কংগ্রেস নেতৃত্ব। পাহাড়ে দলের কতটা শক্তি অবশিষ্ট রয়েছে, তা যাচাই করতে চাইছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। বুধবার শিলিগুড়ির বিধান ভবনে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশি। বিধানসভা নির্বাচনে দল কীভাবে লড়াই করবে, কোন বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলে। তিনি বলেন, 'একা লড়াই করার কথা শুনে দলের নেতা-কর্মীরা সকলে খুশি। নেতা-কর্মীরা এবার সব আসনে নিজের দলের প্রার্থীর জন্য ভোট চাইবেন। সেকারণে সকলে খুবই উৎসাহী।' এদিনের বৈঠকে উপস্থিত মুনীশ ছাড়াও ছিলেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক, জীবন মজুমদার। সুবীন বলেন, 'পাহাড়ে দলের শক্তি কতটা রয়েছে, তা যাচাই করার উপায় একমাত্র একা ভোটে লড়াই করা। ভোটের নিরিখে শক্তি বোঝা যাবে। পাহাড়ের নেতা-কর্মীরা একা ভোটে লড়তে করতে চাইছেন। সেকারণে পাহাড়ে কোনও দলের সঙ্গেই আমরা এখনও কথা বলিনি।'

আটক তিন

চোপড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চাঁদা তুলতে গিয়ে মোবাইল চুরির অভিযোগ উঠল তিন তরুণের বিরুদ্ধে। গ্রামবাসীর একাংশ ওই তরুণদের আটকে মঙ্গলবার বিকালে চোপড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চোপড়া থানার বৈশাগুগছ এলাকার তিন তরুণ নুকনিবাড়ি গ্রামে চাঁদা তুলতে গেলে এই ঘটনা ঘটে।

প্রৌঢ় উদ্ধার

চোপড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : নিখোঁজ উত্তরপ্রদেশের বছর পঞ্চাশের এক প্রৌঢ়কে উদ্ধারের পর মঙ্গলবার পরিবারের হাতে তুলে দিল চোপড়া থানার পুলিশ। ভবঘুরে ওই ব্যক্তিকে চোপড়া থানার সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখে বিএসএফ আটক করে পুলিশে দেয়। এদিন ওই ব্যক্তিকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

শিলান্যাস

খড়িবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের আর্থিক আনুকূল্যে কংক্রিটের রাস্তার কাজের শিলান্যাস করল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নাগুড়ি গ্রামে কাজের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ।

আজ বিজেপির বৈঠকে মঙ্গল

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দলের সাংগঠনিক হাল খতিয়ে দেখতে বুধবার শিলিগুড়িতে বৈঠক করবেন রাজ্য বিজেপির নির্বাচনি পর্যবেক্ষক তথা বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে। দলীয় সূত্রে খবর, বুধবার শিলিগুড়ির বিজেপি কার্যালয়ে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে তাঁর।

বুধবারের বৈঠকে বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা, অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান এবং আগামীদিনের নির্বাচনি রণকৌশল নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি রাজু সাহা বলছেন, 'মঙ্গল পান্ডেজি বুধবার পরিবর্তন যাত্রা নিয়ে বৈঠক করবেন।'

বিগত পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের প্রভাব বিস্তারে অনেকটাই সফল হয়েছে। এই অবস্থায় পুরোনো গড় রক্ষা করা এবং নতুন ভোটব্যাংক তৈরি করা বিজেপির কাছে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের বলে দলীয় সূত্রের খবর। প্রতিটি মণ্ডলে কমিটি গঠনের কাজ কত দূর, বুথে কমিটি তৈরি হয়েছে কি না, সেই সব বিষয় নিয়ে খোঁজ নিতে পারেন মঙ্গল। দলের কর্মীরা কতটা সক্রিয় এবং জনসংযোগ কর্মসূচি ঠিকঠাক পালিত হচ্ছে কি না, সেই বিষয়টিও দেখবেন তিনি।

এই বৈঠকে শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া, মাটিগাড়া নকশালবাড়ি এবং চোপড়া বিধানসভার বিজেপি নেতৃত্বের থাকার কথা রয়েছে।

ওসিকে ধমক দিলেন সাংসদ

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অপরাধীরা এখনও কেন ধরা পড়েনি, নিগৃহীতের বাড়িতে বসে ফাঁসিদেওয়ার ওসি সুদীপ বিশ্বাসকে ফোন করে ধমকালেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। সাংসদের এই আচরণে বিজেপিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে তৃণমূল।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঝমকলালজোত সংলগ্ন মুন্ডা বস্তিতে জমি বিবাদ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুইপক্ষের মধ্যে বচসা এবং হাতাহাতি হয় বলে অভিযোগ। সেখানে ফাঁসিদেওয়া থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ার অপরপক্ষের এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে আঘাত করেন বলে অভিযোগ ওঠে। পরে, ওই অন্তঃসত্ত্বার সন্তান মারা যায়। মঙ্গলবার ওই নিগৃহীত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজু।

সেখানে বসেই স্থানীয় থানার ওসিকে ফোন করেন বিজেপি সাংসদ। ওসির সঙ্গে সাংসদের ফোনালাপের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, রাজু বলছেন, 'আপনি কি তৃণমূল কংগ্রেসের দালাল? আপনাকে এখানে কেন চাকরিতে রাখা হয়েছে?' যদিও ওই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ঘটনার এতদিন কেটে গেলেও পুলিশ কেন অপরাধীদের ধরতে পারেনি তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজু। তাঁর কথায়, 'বাকি চারজনকে তো এখনও ধরা হয়নি। দুজন তো এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিগৃহীতদের বাড়িতে এসে হুমকি দিচ্ছে। আপনারা তাহলে কী করবেন?' গত ২৩ ডিসেম্বর ঘটনার পর প্রায় ২ মাস কেটে গেলেও, থানা থেকে ২ কিলোমিটার দূরের গ্রামের অপরাধীদের এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। রাজুকে ফোনে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আর যত গুন্ডা আছে, সবাইকে বলে দেবেন, আমি সবথেকে বড় গুন্ডা। এই বিষয়টি নিয়ে দ্রুত তদন্ত করে অপরাধীদের জেলের ভিতর ঢোকাতে হবে।'

চাপানউতোর

তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, 'ওই মহিলার পাশে আমরা সবসময় ছিলাম। সাংসদ এতদিন কোথায় ছিলেন? ২ মাস পরে এসে এখন রাজনৈতিক কথা বলছেন। রাজু যা বলেছেন এটাই আমরা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চাইছি যে, বিজেপি মানেই গুন্ডাগর্দি। একজন সাংসদের মুখে কি এই ভাষা শোভা পায়?' এসডিপিও (নকশালবাড়ি) সৌম্যজিৎ রায় এই ব্যাপারে বলেন, 'সাংসদ যা-ই বলুন না কেন, উনি রাজনীতির মানুষ, আর আমরা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। রাজনীতি করার জন্য উনি পুলিশের উপরে চাপ দিচ্ছেন। তদন্ত করে যেটা সঠিক হবে, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ অবশ্য করা হবে।'

'নদীর ঘাটের কাছে...' কোচবিহারের ঘরঘরিয়া নদীতে। মঙ্গলবার অর্পণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

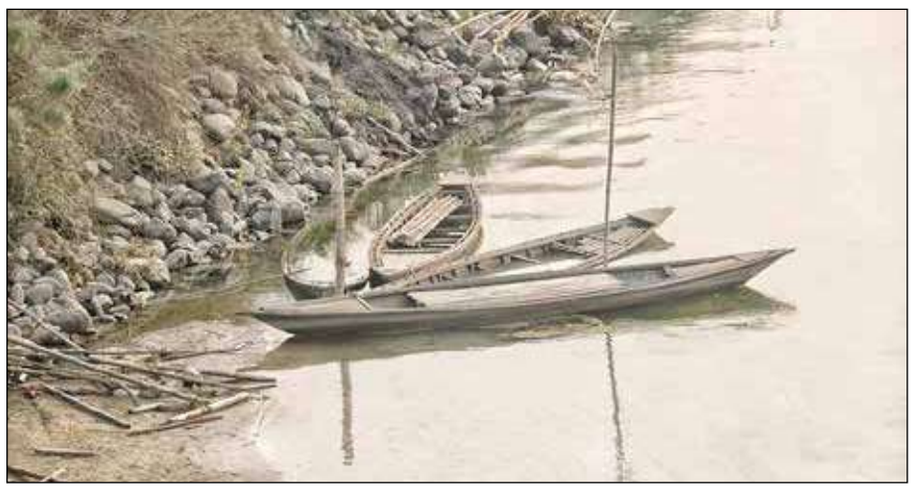

সঙ্গিনী দখলের তুমুল লড়াইয়ে দাঁতাল ও মাকনা

বন্ধ ব্যাংডুবি যাতায়াতের রাস্তা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সঙ্গিনী দখলের জন্য বাগডোগরার জঙ্গলে একটি দাঁতাল এবং একটি মাকনা হাতির মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বাগডোগরা-নকশালবাড়ি এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়ক থেকে বাগডোগরার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ব্যাংডুবি যাতায়াতের রাস্তা মঙ্গলবার বিকেল থেকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দূর থেকে গাড়ি নিয়ে মাকনা ও দাঁতালের ওপর নজরদারি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা। বছর দেড়েক আগেও একটি মাকনা ও দাঁতালের লড়াইয়ে মাকনার মৃত্যু হয়েছিল। ফলে এবারের পরিস্থিতি উদ্বেগ বাড়াচ্ছে বন দপ্তরের। কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'বাগডোগরা জঙ্গলের মধ্যে জংলিবাবা মন্দিরের পিছনে রাস্তার পাশে একটি দাঁতাল এবং একটি মাকনা হাতির মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়েছে। জঙ্গলে সঙ্গিনী দখলের জন্য এমন লড়াই হয় হাতিদের মধ্যে।'

বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলছেন, 'রবিবার এবং সোমবার দুইদিন শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মন্দিরে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। পুজোর সামগ্রী এবং উচ্ছিষ্ট বনের ভিতর পড়ে ছিল। এসব হাতিদের আকৃষ্ট করে। এজন্য মঙ্গলবার সকাল থেকে বন বিভাগের কর্মী এবং জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের নিয়ে মন্দির চত্বরের আবর্জনা, রাস্তার পাশের আবর্জনা, ঝোরার মধ্যে যেসব আবর্জনা ফেলে রাখা হয়েছিল, সেইসব পরিষ্কার করার কাজ শুরু করি। কিন্তু সেই কাজ মাঝপথেই বন্ধ করে দিতে হয়। কারণ ওই এলাকার পাশেই জঙ্গলে দুই হাতির লড়াই শুরু হয়ে যায়। তবে যেসব আবর্জনা তোলা হয়েছিল, সেগুলো ট্রাকে তুলে ডহরা ফরেস্ট বস্তিতে বন বিভাগের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলার জায়গায় নিয়ে গিয়ে নষ্ট করা হয়। বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া পূর্ত বিভাগের সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় ট্রাফিক পুলিশকে বলে। কারণ এই রাস্তার পাশেই দুই হাতির সঙ্গিনী দখলের লড়াই চলছে।'

- জংলিবাবা মন্দিরের পিছনে রাস্তার পাশে একটি দাঁতাল এবং একটি মাকনার লড়াই শুরু হয়েছে
- গাড়ি নিয়ে মাকনা ও দাঁতালের ওপর নজরদারি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা
- বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া পূর্ত বিভাগের সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে

পাকা রাস্তায় সহজ গ্রামবাসীর জীবন

এক সময়ে বেহাল রাস্তার জন্য গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স, এমনকি হাতি হানা দিলে বন দপ্তরের গাড়িও ঢুকতে পারত না।
এখন রাস্তা পাকা হওয়ায় সুবিধা হয়েছে লিম্বুভিটা, লছমনজোত, গেদলাজোত, মদনজোতের প্রায় হাজারখানেক বাসিন্দার।

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রাস্তার বেহাল দশার জন্য গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারত না। পড়ুয়াদের স্কুলে যেতে হলে দীর্ঘ পথ হাঁটতে হত। চা বাগানের কাজেও যেতে দেরি হত শ্রমিকদের। এমনকি হাতি হানা দিলেও বন দপ্তরের গাড়ি ঢুকতে পারত না বেহাল রাস্তার জন্য। বছরের পর বছর এমন সমস্যাকে সঙ্গে নিয়েই দিন গুজরান করছিলেন নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের লিম্বুভিটা, লছমনজোত, গেদলাজোত, মদনজোতের প্রায় হাজারখানেক বাসিন্দা। বিজয়নগর মোড় থেকে লিম্বুভিটা পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা একেবারেই বেহাল হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে লছমনজোত থেকে লিম্বুভিটা পর্যন্ত রাস্তাটির খুবই করুণ দশা হয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি এমন হয়ে গিয়েছিল যে যানবাহন তো দূরের কথা সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করাও চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তার ওপর পথবাতি না থাকায় অন্ধকার নামলে বাড়িতেই ভয়ে বন্দি হয়ে থাকতেন এলাকার বাসিন্দারা। এখন গ্রামে পাকা রাস্তা হয়েছে। বসেছে পথবাতিও। এই রাস্তা এবং পথবাতিই বদলে দিয়েছে গ্রামবাসীর জীবনযাপন। বর্তমানে গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারছে। বাগানের স্কুলের গাড়ি, পুলিশ ও বন দপ্তরের গাড়িও অনায়াসে ঢুকে যাচ্ছে গ্রামের ভিতরে।

মদনজোতের বাসিন্দা ফিটুস ওরাওঁ বলছেন, 'আমার ছোটবেলা থেকেই গ্রামের রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় দেখেছি। অন্ধকার পথ এবং হাতি, চিতাবাঘের ভয়ে আমরা ঘরবন্দি হয়ে থাকতাম। কোনও গাড়ি এলাকায় আসত না। ফলে আমরা নিজেরাই সাইকেলে করে ধানের বস্তা নকশালবাড়ি বাজারে নিয়ে যেতাম। এই প্রথম গ্রামের রাস্তা পাকা হয়েছে। আমরা সকলেই খুশি।'

হাসছে গ্রাম

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তর হাতিঘিসার বিজয়নগর মোড়, গেদলাজোত, মদনজোত, লিম্বুভিটার ৫ কিলোমিটার রাস্তার জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসেই রাস্তার পিচের কাজ শেষ হয়।

সমস্যা যে ছিল, তা স্বীকার করে নিয়ে টুকরিয়া ঝাড় রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সুরজ মুখিয়া বলেন, 'ওই গ্রামগুলি অনেক ভেতরে অবস্থিত। হাতি ও চিতাবাঘ প্রায়ই হানা দেয়। রাস্তার জন্য বন দপ্তরের গাড়ি সেখানে পৌঁছাতে পারত না। হাতির দল গ্রামে পৌঁছালেও আমরা হাঁটাপথেই উদ্ধার করতে যেতাম। ততক্ষণে অনেক সময়ই দেরি হয়ে যেত। ফলে গ্রামবাসীর ক্ষোভের মুখে আমাদের পড়তে হত। এখন রাস্তা অনেকটাই চওড়া এবং চকচকে হয়েছে। ফলে এখন প্রতিদিন টহলদারি চালাতেও সুবিধা হয়।'

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের কথায়, 'স্বাধীনতার পর মদনজোত এলাকার রাস্তাটি প্রথমবার পাকা হয়। এই উন্নয়নের ধারা আগামীদিনেও চলবে।' গ্রামবাসীদের যে সুবিধা হয়েছে তা মানছে সিপিএমও। সিপিএমের হাতিঘিসা অঞ্চলের এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান মল্লিক বলছেন, 'ওই এলাকায় উন্নয়ন হয়েছে। মানুষের যোগাযোগের সুবিধা হয়েছে।'

অভিযুক্ত সোহম

টাকা নিয়ে ঋণ শোধ করতে না পারার অভিযোগ অভিনেতা তথা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। পুলিশ পদক্ষেপ না করায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শেখ সাহিদ ইমাম।

শিক্ষিকার মৃত্যু

উচ্চমাধ্যমিকের ডিউটি সেরে ফেরার পথে মৃত্যু হল এক শিক্ষিকার। পশ্চিম মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানা এলাকার রাজ্য সড়কে ট্রাকের সঙ্গে চারচাকার সংঘর্ষে শিক্ষিকা সহ ৪ জনের মৃত্যু হয়।

পদ্মে ক্ষিতি-কন্যা

দিদি বসুন্ধরা তৃণমূল কাউন্সিলার। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামীর আরেক কন্যা কস্তুরি নাম লেখালেন বিজেপিতে। তাঁর হাতে দলের পতাকা তুলে দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও শুভেন্দু অধিকারী।

পদোন্নতি

ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের পদোন্নতিতে সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। মঙ্গলবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ৩ বছর বিডিও থাকার পর ওই অফিসাররা মহকুমা শাসক পদে পদোন্নতি পাবেন।

চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ অনিশ্চিতই

আপলোডের সুযোগ নেই, লক্ষ লক্ষ নথির নিষ্পত্তি বাকি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শুনানির নথি আপলোডের সমস্যায় নির্ধারিত দিনে চূড়ান্ত তালিকার প্রকাশ নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেও রাজ্যের চূড়ান্ত তালিকার অগ্রগতি নিয়ে সিইও-র কাছে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে চেয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, সেখানেই শুনানিতে যোগ্য-অযোগ্য চূড়ান্ত করতে দেরি হচ্ছে বলে কমিশনকে জানিয়েছেন সিইও।

কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে অভিযুক্ত ৭ এইআরওকে সাসপেন্ড করতে নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। এদিন কমিশনের নির্দেশ মতো তা কার্যকর করে সিইওকে তা জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যসচিব। ভোটার তালিকায় কারচুপির দায়ে অভিযুক্ত দুই ইআরও ও দুই এইআরও এবং এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

কমিশনের নির্দেশ মতো ১৪ ফেব্রুয়ারি শুনানি সংক্রান্ত নথি কমিশনের সিস্টেমে আপলোড করার শেষ সময় ছিল। ১৬ ফেব্রুয়ারি কমিশন জানায়, রাজ্য সরকারের বাংলার বাড়ি প্রকল্পের জন্য দেওয়া শংসাপত্র কমিশনের নির্ধারিত গ্রহণযোগ্য নথির মধ্যে না থাকায় তা গ্রাহ্য হবে না। কমিশনের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরই তা নিয়ে সরব হয় তৃণমূল। বাংলার বাড়ি নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত জানতে ২১ জানুয়ারি দিল্লিকে চিঠি লিখেছিলেন সিইও।

তৃণমূলের প্রশ্ন, শুনানির নথি জমা করার সময়সীমা পেরোনোর পর কেন এই সিদ্ধান্ত জানাল কমিশন? শুধু বাংলার বাড়িই নয়, ইতিপূর্বে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মাধ্যমিকের অ্যাডমিটকে নথি হিসেবে গ্রহণ করেনি কমিশন। জাতিগত শংসাপত্র নিয়েও সিদ্ধান্ত জানাতে বিস্তর দেরি করেছে কমিশন। এদিন সিইও নিজেই বলেছেন, ১ লক্ষ ১৪ হাজারের বেশি নথি আপলোড করা যাচ্ছে না বলে জেলা শাসকরা তাঁকে জানিয়েছেন। যদিও সিইও'র দাবি, যেসব নথি আপলোড করা যাচ্ছে না বলে জেলা শাসকরা দাবি করছেন, তার অধিকাংশই কমিশনের বিচারে অবৈধ। হাওড়ার জেলা শাসক ১০ হাজার বৈধ নথির তালিকা দিয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক একইভাবে দাবি করলেও তিনি এখনও কোনও তালিকা দিতে পারেননি। ইআরওরা নথি আপলোড না করলে তা যাচাই করে দেখারও সুযোগ নেই। ফলে শুনানির নথি যাচাইয়ের পর যোগ্য-অযোগ্য চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ১ কোটি ৫২ লক্ষ নথি যাচাই চূড়ান্ত না হলে ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এদিন সিইও বলেন, 'নতুন করে নথি আপলোডের কোনও সুযোগ নেই। ডিসপোজালের রেটও যথেষ্ট কম। আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু কী হবে জানি না।'

সোমবার পর্যন্ত শুনানিতে অনুপস্থিত ৫ লক্ষ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে মোট প্রায় ৩ লক্ষ ৭১ হাজার জন অযোগ্য বলে চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু মোট কত শুনানির নথি যাচাই চূড়ান্ত হয়েছে তা এদিনও স্পষ্ট করতে পারেনি সিইও দপ্তর। সিইও বলেন, 'এটা এখনই বলা সম্ভব নয়। কারণ, নথি যাচাই এবং পুনরায় যাচাইয়ের কাজ চলছে। সবটা সম্পূর্ণ না হলে বলা যাবে না।'

রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের পর এদিন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ৩ মাইক্রো অবজার্ভারকেও দায়িত্বে অবহেলা এবং নথি যাচাইয়ের কাজে প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁদের দু'জন ব্যাংকের ম্যানেজার এবং একজন আয়কর দপ্তরের আধিকারিক। এরা ডিউটি না করে ইআরও-কে দায়িত্ব দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। রোল অবজারভাররা গিয়ে এলাকায় তাঁদের না পেয়ে ফোন করেন। তখনই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

- নথি আপলোড বাকি ১ লক্ষ ১৪ হাজার
- মুখ্যসচিব অনুরোধ করেছেন কিন্তু ১৪ ফেব্রুয়ারির রাত ১২টার পর নথি আপলোড বন্ধ হয়ে গিয়েছে
- হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসকরা ১০ হাজার নথি আপলোড হয়নি বলে দাবি করেছেন

নতুন করে নথি আপলোডের কোনও সুযোগ নেই। ডিসপোজালের রেটও যথেষ্ট কম। আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু কী হবে জানি না।

-মনোজ আগরওয়াল

শিমুল ফুলের গন্ধে বসন্তের উচ্ছ্বাস... *মঙ্গলবার নদিয়ায়। -পিটিআই*

৫৮ লক্ষ নাম বাদের চক্রান্ত : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট বাজার আগেই উত্তপ্ত বাংলা। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে সরাসরি নির্বাচন কমিশন ও মোদি সরকারকে নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, রাজ্যে নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে প্রশাসনকে কার্যত 'নিষ্ক্রিয়' করে দেওয়া হয়েছে। সোমবারই তিনি রাজ্যে 'ছদ্ম' রাষ্ট্রপতি শাসন চলার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এদিন সেই সুর আরও চড়িয়ে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে বিশ্বজুড়ে প্রচারের হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।

নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মকে সরাসরি 'হিটলারি শাসন'-এর সঙ্গে তুলনা করে মমতা বলেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বলে দেশটাকে মগের মুলুক ভেবেছে? আজ আছে, কাল থাকবে না। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমি জেলে যেতে রাজি, মরতে রাজি, কিন্তু আত্মসমর্পণ করব না।' তাঁর অভিযোগ, এক 'বিজেপি কন্যা'র নির্দেশে ৫৮ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।

প্রতিবেশী দেশের প্রসঙ্গ টেনে মমতার শ্লেষ, 'বাংলাদেশে কত শান্তিপূর্ণ ভোট হল, আর ভারতে নির্বাচন নিয়ে যা হচ্ছে তা লজ্জার! রাজতন্ত্রেও এমনটা দেখা যায়নি। টি বোর্ডে বসে অফিসাররা নাম কাটছে। কার কত ক্ষমতা, সব নথি আমার কাছে আছে। সময়মতো ফাঁস করে দেব।' বিহারে যে নথিপত্র গ্রাহ্য হয়, বাংলায় কেন তা হচ্ছে না— সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভদ্রভাবে কাজ করুন। চাইলে আমরা সবাইকে ঘেরাও করে রাখতে পারি, কিন্তু আমরা সৌজন্য জানি।' রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর অতীত সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি দাবি করেন, জগদীপ ধনকড়কেও তিন মাস বন্দি থাকতে হয়েছিল, সেই সত্য মানুষ জানতে পারবে।

কমিশনের আধিকারিকদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ করেন, 'কলকাতায় বসে অফিসাররা বেছে বেছে নাম কাটছেন। ক'জন বাংলাদেশি খুঁজে পেয়েছেন? বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমিও বলে দেব কাদের আপনারা আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন।' সৌজন্যের সীমা লঙ্ঘন না করার হুঁশিয়ারি দিয়ে তাঁর সংযোজন, 'চাইলে আমরাও ঘেরাও করে রাখতে পারি, কিন্তু আমরা সৌজন্য জানি।'

আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, যদি দেখা যায় যোগ্য ভোটারদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে রাজপথে নামবেন। মমতার এই অগ্নিশর্মা মেজাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই বাংলা এক মহাযুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে।

স্বমেজাজে... *নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।*

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমি জেলে যেতে রাজি, মরতে রাজি, কিন্তু আত্মসমর্পণ করব না।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০২৬-এর নির্বাচনি প্রচারের লক্ষ্যে প্রস্তুতি দুই শিবিরের

ব্রিগেডের আগে পদ্মের পরিবর্তন যাত্রা

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে ক্ষমতায় পরিবর্তনের বার্তা দিতে বিজেপির ব্রিগেড সমাবেশ। তাই 'রথ' নয়, ব্রিগেড সফল করতে রাজ্যজুড়ে তার প্রচারকে 'পরিবর্তন যাত্রা' হিসেবেই প্রচার চায় বিজেপি। আগামী ১ ও ২ মার্চ দু'দফায় রাজ্যে ৯টি পরিবর্তন যাত্রা শুরু করতে চলেছে বিজেপি। যাত্রার উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা থেকে শুরু করে সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, সদ্য প্রাক্তন সভাপতি জেপি নাড্ডা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, নীতিন গড়করি, ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, স্মৃতি ইরানির মতো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন।

২১-এর বিধানসভার পর ফের ২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে ব্রিগেড সমাবেশ করে পরিবর্তনের বার্তা দিতে চায় বিজেপি। মার্চের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই ব্রিগেড সমাবেশের ব্যাপারে সম্প্রতি দলের কোর কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ব্রিগেডের আগে বিজেপির পক্ষে পরিবর্তনের হাওয়া তুলতে রাজ্যজুড়ে পরিবর্তন যাত্রার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি। এদিন সল্টলেকে সেই যাত্রার রূপরেখা তৈরি করতে বসেছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব। পরে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আপনারা ভালোবেসে রথ বলতেই পারেন, কিন্তু এটা আমাদের কাছে পরিবর্তন যাত্রা। তৃণমূলকে উৎখাত করতে এ হল বিজেপির সংকল্প যাত্রা।' এই যাত্রাকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে ৬০টি বড় জনসভা ও ৩০০টির বেশি ছোট জনসভা হবে।

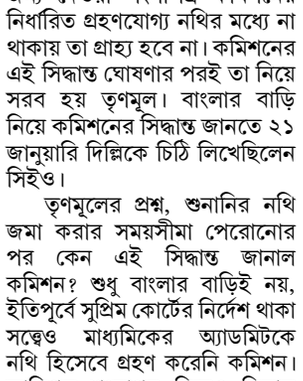

প্রতিটি বিধানসভায় এই যাত্রার পরের দিন থেকেই ট্যাবলো ও প্রচার অভিযান চলবে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত। যা শেষ হবে মার্চের শেষে প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সমাবেশের মধ্যে দিয়ে।

১ ও ২ মার্চ দুটি পর্যায়ে যাত্রা শুরু হবে। ১ মার্চ কোচবিহার দক্ষিণ, কৃষ্ণনগর, দক্ষিণ গড়বেতা, রায়দিঘি ও কুলটি থেকে যাত্রা শুরু হবে। ২ মার্চ ইসলামপুর, সন্দেশখালি, হাসন এবং আমতা থেকে। ৩ ও ৪ মার্চ দোল ও হোলির জন্য যাত্রা বন্ধ থাকবে। এরপর ৫ মার্চ থেকে ১০ মার্চের মধ্যে মোট ৫ হাজার কিলোমিটারের বেশি যাত্রা হবে প্রতিটি বিধানসভায়।

রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভায় যাত্রার কথা বলা হলেও কমবেশি ১৫০ থেকে ১৬০টি বিধানসভা যেগুলি ২৬-এর ভোটে বিজেপির কাছে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় বলে দল ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করেছে, সেইসব এলাকায় যাত্রা সফল করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপি। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব বিধানসভাই রয়েছে।

রাজ্যজুড়ে পালটা কর্মসূচি ঘাসফুলের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রথযাত্রার আদলে রাজ্যজুড়ে পরিবর্তন যাত্রার কর্মসূচি নিয়েছে বিরোধী দল বিজেপি। তাকে টক্কর দিতে আসরে নামতে চলেছে শাসকদল তৃণমূল। বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'র পালটা 'বিজেপি বিরোধী যাত্রা'র কৌশল নিতে শাসকদলের অন্দরে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার তৃণমূল সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রাথমিক ভাবনায় সায় মিলেছে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। তাঁদের মধ্যে এই নিয়ে বিস্তারিত কথা না হলেও রাজ্যজুড়ে যাত্রার পথে যেতে আপত্তি নেই কারও। ভোটের দিন ঘোষণা হয়নি, এমনকি তার আগে চূড়ান্ত ভোটার তালিকাও প্রকাশিত হয়নি। তার আগেই ভোটের দামামা বাজিয়ে দিতে বিজেপির এই রথযাত্রার প্রয়াসকে উপযুক্ত টক্কর দিতে 'বিজেপি বিরোধী যাত্রার' রূপরেখা তৈরি করতে ময়দানে নেমে পড়েছেন অভিষেক।

এদিন অভিষেক শিবিরের প্রভাবশালী এক নেতার মন্তব্য, অনেকদিনই রাজ্যজুড়ে এ ধরনের যাত্রা শুরু করা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছিল। হঠাৎ করে রাজ্যে এসআইআর পর্ব এসে পড়ায় তাঁর ভাবনাচিন্তা থমকে যায়।

এখন আচমকা বিরোধী বিজেপি পরিবর্তন যাত্রার রূপে রথযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করায় অভিষেক দলনেত্রীর সম্মতিতেই দলের পালটা যাত্রার কৌশল ছকতে শুরু করেছেন।

দলের অন্দরে এই কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা নিশ্চিত, বিজেপি ১ মার্চ থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু করলে তৃণমূলও পাশাপাশি বিজেপি বিরোধী যাত্রা শুরু করবে মার্চেই। তৃণমূলের যাত্রায় বিশেষভাবে প্রাধান্য পাবে বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার উসকানির বিরোধিতা। রাজ্যবাসীর কাছে বিজেপির ভোটের আগে সাম্প্রদায়িকতার জিগির তোলার এই অপকৌশলকে সামনে আনাই হবে শাসকদলের লক্ষ্য। এছাড়া কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা তো থাকবেই।

ড্রাগনের নাচন... *মঙ্গলবার কলকাতার টেরিটি বাজারে। ছবি-রাজীব মণ্ডল*

আখতারের বিরুদ্ধে চলতি মাসে চার্জ গঠন

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলির বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারি মাসেই চার্জ গঠন হবে। তার সঙ্গে আখতার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী শশীকান্তের বিরুদ্ধেও চার্জ গঠন হবে। মঙ্গলবার নিম্ন আদালতে সিবিআই মৌখিকভাবে জানিয়েছে, এই দুর্নীতি মামলায় তদন্ত শেষ হয়েছে। তবে প্রয়োজনে আবার তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। ফরেন্সিক রিপোর্ট হাতে আসার পর সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিনই সিবিআই ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আরজি করে খুন ও ধর্ষণ মামলায় শিয়ালদার নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতার মা-বাবা। পলিগ্রাফ টেস্ট সহ একাধিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

ইতিমধ্যেই সিবিআই অতিরিক্ত চার্জশিট আদালতে জমা দিয়েছে। তাতে ছত্রে ছত্রে আখতারের দুর্নীতির কথা লেখা রয়েছে। এমনকি প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ আসার অনেক আগেই আখতার দুর্নীতির বীজ বুনেছিলেন বলে দাবি সিবিআইয়ের। এদিন আখতারের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের অনুমতি দিয়েছে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। তবে আখতারের তরফে জামিন আবেদন করা হয়নি। এদিকে আরজি করে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের দাবি, সিবিআই ও পুলিশের ভূমিকা খতিয়ে দেখা উচিত। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের যোগ থাকতে পারে। এদিন তাঁরা শিয়ালদা আদালতের দ্বারস্থ হন।

স্কুল খালির নির্দেশ

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ট্যাংরার একমাত্র চিনা স্কুল থেকে সিআইএসএফ জওয়ানদের সরানোর সময়সীমা বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে আদালতে জানাতে হবে, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ওই জওয়ানদের থাকার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে ওই স্কুল খালি করে দেওয়া হবে। ১৯ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি।

স্কুলের ১৮টি ঘরে সিআইএসএফ জওয়ানরা রয়ে গিয়েছেন বলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। আরজি করের ঘটনায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ওই স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার জন্য ঘর চাওয়া হয়েছিল। দু'মাস থাকার কথা। কিন্তু সেই সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও স্কুল খালি করা হয়নি।

চিনা নববর্ষের জন্য স্কুলের ৮টি ঘর খালি করতে বলেছিল হাইকোর্ট। আদালত নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার রিপোর্ট দিয়ে জানান, ৮টি ঘর ইতিমধ্যেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি ১০টি ঘরে ১৩০ জন জওয়ান রয়েছেন। রাজ্যের আইনজীবী আর্জি জানান, চিনা নববর্ষ পালনের পরে আগের মতো ৮টি ঘর জওয়ানদের থাকার জন্য ফিরিয়ে দেওয়া হোক। পরে সবাইকে সরানোর ব্যবস্থা করা হবে।

সহবাস ধর্ষণ নয়, মন্তব্য হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বছরের পর বছর স্বেচ্ছায় শারীরিক সম্পর্ক বজায় রাখার পর কেবল বিয়ে না হওয়ার অজুহাতে তাকে 'ধর্ষণ' বলা যাবে না। মঙ্গলবার এক মামলায় এমনই পর্যবেক্ষণ জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাসের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, দীর্ঘদিনের সম্মতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে তাকে জোর করে শারীরিক সম্পর্কের তকমা দেওয়া আইনত যুক্তিহীন। ফলে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ধর্ষণ, প্রতারণা ও গর্ভপাত করানোর ফৌজদারি মামলাটি বাতিল করে দিয়েছে আদালত।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১৭ থেকে ওই তরুণী ও যুবকের প্রেম ছিল। তরুণীর অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে দিঘা, গোয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় হোটেলে রাত কাটিয়েছেন যুবকটি। এমনকি অন্তঃসত্ত্বা হলে গর্ভপাতও করানো হয়। কিন্তু শেষে যুবকটি বিয়ে করতে অস্বীকার করেন।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, দীর্ঘ ৫-৬ বছর ধরে একত্রে ভ্রমণ এবং স্বেচ্ছায় হোটেলে থাকা পারস্পরিক সম্মতিরই ইঙ্গিত দেয়। বিচারপতি বলেন, 'যদি প্রথমবার ধর্ষণ করা হয়েই থাকে, তবে ওই তরুণী তখন অভিযোগ না জানিয়ে কেন বছরের পর বছর সম্পর্ক চালিয়ে গেলেন?' হাইকোর্ট সাফ জানিয়েছে, কেবলমাত্র সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া মানেই তাকে ফৌজদারি অপরাধ বা ধর্ষণ বলে গণ্য করা যায় না।

দলবদলের জল্পনা ওড়ালেন প্রতীক উর

রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ক্ষয়িষ্ণু সিপিএমে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবার এলাকায় অত্যন্ত পরিচিত মুখ প্রতীক উর রহমানের বিচ্ছেদবার্তা নিয়ে স্নায়বিক চাপ তৈরি হয়েছে আলিমুদ্দিনে। তারই মধ্যে বিতর্কে ঘি ঢেলেছে তাঁর দলবদলের জল্পনা। তিনি চলতি সপ্তাহে তৃণমূলে যোগদান করতে পারেন বলে একটি খবর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁকে দলে রাখতে আসরে নামতে হয়েছে খোদ বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে। যদিও এখনই দল বদলের জল্পনা উড়িয়ে দিচ্ছেন প্রতীক উর। তিনি বলেন, 'আমি তৃণমূলে যাব এটা আমি জানি না, অথচ সংবাদমাধ্যম জানে? যাঁরা বলছেন, তাঁরাই জানেন সময়, স্থান, কাল, পাত্র।'

প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু শ্রেণি থেকে উঠে আসা প্রতীক উরকে দলে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সিপিএম। তাঁর মানভঞ্জন করতে ইতিমধ্যেই বিমান বসু তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁকে দলের রাজ্য দপ্তরেও ডাকা হয়েছে। কিন্তু এখনও তিনি যাবেন কি না সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয়। এরই মধ্যে তাঁকে বহিষ্কার না করে অন্তত দলে ফিরিয়ে আনাই এখন অন্যতম টাস্ক বলে মনে করছেন মুজফফর আহমেদ ভবনের নেতারা। এরই মধ্যে বুধবার রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠক রয়েছে। তারপর বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজ্য কমিটির বৈঠক রয়েছে। তখনই প্রতীক উরকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চায় সিপিএম। দুই মেয়াদে এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি থেকে রাজ্য কমিটির সদস্য হয়েছেন প্রতীক উর। বিরোধী

মানভঞ্জনে বিমান

রাজনীতিতে কীভাবে যুঝতে হয় তা রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে এই তরুণ নেতার। এমনকি আর্থিক সংকটে থেকেও দলের হয়ে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের আগে দল ছেড়ে চলে যাওয়া রাজ্যের প্রান্তিক শ্রেণির কাছে ভালো বার্তা যাবে না বলে মনে করছে দলের একাংশ। কিন্তু এখনও তাঁকে আদৌ দলে রাখা যাবে কি না, তা নিয়ে চাপে রয়েছে সিপিএম নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, দলের অন্দরে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রতীক উর। এরইমধ্যে জল্পনা ছড়িয়েছে, তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়ে মগরাহাট পশ্চিম আসন থেকে দাঁড়াতে চাইছেন। আর তিন-চারদিন পরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমতলায় সভা করতে পারেন। সেখানেই যোগদান হতে পারে সুজন চক্রবর্তীর স্নেহধন্য প্রতীক উরের। যদিও সিপিএম ও প্রতীক উর একত্রে সেই দাবি উড়িয়ে দিচ্ছেন।

এদিকে রাজ্য সম্পাদককে লেখা ওই চিঠিটি আদৌ প্রতীক উরের কি না, তা নিয়ে সমাজমাধ্যমে বিস্তর জলঘোলা চলছে।

তবে সিপিএমের অন্দরে যে ঘোঁট চলছে, তা এদিনও স্পষ্ট। দক্ষিণ ২৪ পরগনারই অন্যতম পরিচিত মুখ চয়ন ভট্টাচার্য সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ভাবতে খারাপ লাগছে, আমাদের কিছু কমরেডের কাছে কুণাল ঘোষ বেশি বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি।' পালটা তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও লিখেছেন, 'আপনাদের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী বা রাজ্য কমিটির বৈঠকের শেষে আধঘণ্টার মধ্যে বৈঠকের খবর পোস্ট করে দিতে পারি। আপনাদের প্যাথলজিক্যাল ফেরেব্বাজ ফেসবুক নেতাদের অংশ এই সব কল্পনাও করতে পারবে না।'

এসএসসি'র কাউন্সেলিং

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ জট কাটিয়ে একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এগোল স্কুল সার্ভিস কমিশন। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রথম পর্যায়ে ৭টি বিষয়ের কাউন্সেলিংয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কমিশন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু হবে। নকমিশন জানিয়েছে, নির্ধারিত নিয়ম ও মেধাতালিকার ভিত্তিতেই কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট সব তথ্য কমিশনের সরকারি ওয়েবসাইটে রয়েছে। নৃতত্ত্ব, হোমসায়েন্স, মিউজিক, সাঁওতালি বিষয়ে কাউন্সেলিং রয়েছে ২৪ ফেব্রুয়ারি। ২৫ ফেব্রুয়ারি কৃষিবিদ্যা, অ্যাকাউন্টেন্সি, ফিজিক্যাল এডুকেশন বিষয়ের কাউন্সেলিং রয়েছে। সফল চাকরিপ্রার্থীরা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে কমিশনের সরকারি ওয়েবসাইটে লগইন করে জানতে পারবেন, কাদের কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছে। নির্দিষ্ট মেধাতালিকা ও শূন্যপদের ভিত্তিতে ডাকা হবে বলেই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময় ও নিয়ম মেনে কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিতে হবে। প্রয়োজনীয় নথি, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র ও অন্যান্য নির্দেশিকাও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। সংশ্লিষ্ট দিনে উপস্থিত না থাকলে বা প্রয়োজনীয় নথি জমা না দিলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর সুযোগ বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৭০ সংখ্যা, বুধবার, ৫ ফাল্গুন ১৪৩২

প্রতীক-সংকটে সিপিএম

সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার বিষয় সবসময় আমজনতার মাথাব্যথার কারণ হয় না। দল থেকে সিপিএম নেতা প্রতীক উর রহমানের পদত্যাগের চিঠি তেমনই একটি বিষয়। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি হইচই আছে সংবাদমাধ্যমে। অন্য রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে তৃণমূল এনিয়ে হইচই করছে। এতে 'শূন্য পাওয়া' দলটিও যে আলোচনার খোরাক- সিপিএমের সেই দাবিতে সিলমোহর পড়ছে। বাস্তবে এই ইস্তফায় সিপিএমের ক্ষতি আছে বৈকি।

তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে দেওয়ার কথা বলে সিপিএম গত কয়েক বছরে যে কর্মসূচির কথা বলে চলেছে, প্রতীকের ইস্তফা তাতে ধাক্কা দিয়েছে। সৈফুদ্দিন চৌধুরী না হয় দলবিরোধী লাইন নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ছিল। আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, মইনুল হাসানরা না হয় সরাসরি ঘাসফুল শিবিরে ভিড়েছিলেন। আব্দুস সাত্তার আবার কংগ্রেস হয়ে তৃণমূলে নাও ভিড়িয়েছেন। কিন্তু প্রতীক উর রহমানের বিরুদ্ধে এমন কোনও অভিযোগ নেই, যাকে হাতিয়ার করে তাঁকে তাচ্ছিল্য বা ঝেড়ে ফেলতে পারে সিপিএম।

অথচ তিনি সাদামাঠা ভাষায় সিপিএমের সদর দপ্তরে কার্যত কামান দেগেছেন। রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের বিভিন্ন অবস্থানের সঙ্গে যে তিনি একমত নন, তা তাঁর রাজ্য সম্পাদককে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট। চিঠির ভাষায় এটাও স্পষ্ট, এই দ্বিমত নতুন নয়। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে দলের অভ্যন্তরে নেতৃত্বের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা চালিয়েছেন। সেই আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় শেষপর্যন্ত সিপিএম থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রতীক।

সিপিএম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সাংবাদিককুল জানান, দলের দৈনন্দিন কার্যকলাপ থেকে আরও আগেই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সিপিএম নেতৃত্ব তাঁর বক্তব্যকে মর্যাদা দেয়নি। সুস্থ আলোচনার পরিবেশও রাখেনি। আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে সমাজের প্রান্তিক স্তরের প্রতিনিধি প্রতীকের মনোভাব স্পষ্ট হয়েছিল কয়েকদিন আগে, যখন তিনি ফেসবুকে লিখেছিলেন, নীতিনৈতিকতা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি হয় না।

তাঁর এই অবস্থান সিপিএমের এখনকার তরুণ মুখ শতরূপ ঘোষের মনোভাবের ১৮০ ডিগ্রি বিপরীত। শতরূপের বিশ্বাস, নৈতিকতার দায় একা সিপিএমের নয়। যা একধরনের দেউলিয়াপনার পরিচয়। বাম দলের নৈতিকতার দায় যদি না থাকে, তাহলে আর রইল কী! সিপিএমের কোনও নেতা শতরূপের সেই মন্তব্যের বিরোধিতা না করায় ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, দলের বর্তমান নেতৃত্ব একই মনোভাব পোষণ করে। এরপর সেই দল থেকে যে প্রতীক সরে যেতে চাইবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী!

সিপিএমের তৈরি তরুণ ব্রিগেডের সবাই কিন্তু শতরূপের সঙ্গে একমত নন। বরং মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সৃজন ভট্টাচার্য, দীপ্সিতা ধররা যে প্রতীককে হারাতে চান না- তা ইতিমধ্যে স্পষ্ট। ফলে শেষপর্যন্ত প্রতীককে দূরে সরে যেতে দিলে তা এই তরুণ ব্রিগেডকে হতোদ্যম করবে। যার ফল সুদূরপ্রসারী। নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে প্রতীকের অবস্থানকে সিপিএম নেতৃত্ব মর্যাদা না দিলে দল বিরাট প্রশ্নের মুখে পড়বে।

মহম্মদ সেলিম রাজ্য সম্পাদক পদে থাকলেও প্রতীককে দূরে ঠেলে দিলে বাঙালি মুসলমানদের কাছে ভুল বার্তা যাবে। অতীত থেকে শুরু করে সিপিএমে অনেক মুসলমান নেতা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেখানে শ্রমিক পরিবার থেকে উঠে আসা মহম্মদ ইসমাইলের মতো অনেক নেতাও ছিলেন। প্রান্তিক এই ধর্মীয় পরিচিতির মানুষদের প্রতি দলের উপেক্ষার অভিযোগ আগেও তুলেছিলেন মইনুল হাসানরা।

প্রতীক শেষপর্যন্ত দূরে সরে গেলে সেই উপেক্ষার অভিযোগ আরও জোরালো হবে। প্রতীক অন্য কোনও দলে যাওয়ার জন্য ইস্তফা দিলেন কি না- তা নিয়ে অন্তত এই মুহূর্তে আলোচনা নিরর্থক। তিনি কিন্তু ইস্তফাপত্রটি নিজে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেননি। ব্যাপারটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া বলে প্রকাশ্যে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মন্তব্যও করেননি। প্রতীক সিপিএমের সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের বৃহৎ অংশের কাছে আশা-আকাঙ্ক্ষার 'প্রতীক'। প্রতীক এখন তাই সিপিএমের বড় সংকট বৈকি।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

সনাতন ধর্মতত্ত্ব ও যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

গীতার শাশ্বত বাণী ও রামকৃষ্ণ-তত্ত্বের আলোকে অবতারবাদের নিগূঢ় রহস্য এবং প্রকৃত আধ্যাত্মিক গুরু চেনার এক প্রামাণ্য বিশ্লেষণ।

কোহিনূর কর

ধর্ম আদপে এক সনাতন সত্তা, যার কোনও ক্ষয় বা পরিবর্তন নেই। পরমপূজ্য স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ এই মহাসত্যকে তুলে ধরে বলেছেন যে, উপাসনার পদ্ধতি ভিন্ন হলেও ধর্মের মূল ভিত্তি চিরকাল অপরিবর্তিত থাকে। এই শাশ্বত ধর্ম যখনই ম্লান হয়, তখনই ভগবান নিজে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হন তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই ধ্রুবসত্যই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।'

অর্থাৎ, যখনই ধর্মের গ্লানি ঘটে এবং অধর্মের উত্থান হয়, তখনই সজ্জনদের রক্ষা ও দুষ্টের বিনাশে ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হন। এই যে ঈশ্বর মানবরূপে মর্ত্যে আসছেন, একেই আমরা 'অবতার' বলি। কলিযুগে এই অবতার বরিষ্ঠায় হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ 'স্থাপকায় চ ধর্মস্য' বলে প্রণাম নিবেদন করেছেন। স্বামী সারদানন্দজির লেখনীতেও আমরা ঠাকুর ও স্বামীজির সেই অলৌকিক আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের পরিচয় পাই।

ভ্রান্তধারণা ও প্রকৃত জহুরির অন্বেষণ

বর্তমানে সমাজমাধ্যম বা ইন্টারনেটের যুগে স্বঘোষিত 'স্বামী' বা 'গুরু'র ছড়াছড়ি। সাধারণ মানুষের কাছে আজ সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হল- কে প্রকৃত সাধু আর কে ছদ্মবেশী, তা চিনে নেওয়া। স্বামী ভূতেশানন্দজি অবতারতত্ত্বের এক গভীর বাস্তব দিক তুলে ধরেছেন। ভারতে তেত্রিশ কোটি দেবতা রয়েছেন, তাঁদের ভিড়ে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকেও সাধারণ দেবতাজ্ঞান করছি না তো? ঠাকুর নিজে তাঁর জীবদ্দশায় অবতার প্রচারের প্রাবল্য দেখে রসিকতা করে বলেছিলেন, 'কেউ ডাক্তার, কেউ থিয়েটার করে আর বলে অবতার! অবতারের তারা কী বোঝে?' শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার কথার তাৎপর্য না বুঝে প্রচারের অতিশয্যকে ঘৃণা করতেন। তাই গুরু নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভুল করলে ভক্তের জীবনের চরম সর্বনাশ হতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে 'অবতারাহ্যসংখ্যেয়া' বলা হলেও, সেই প্রকৃত অবতারকে চেনার জন্য উচ্চ স্তরের সাধক হওয়া প্রয়োজন।

নরলীলার দুর্ভেদ্য রহস্য ও অহৈতুকী কৃপা

মানুষের বেশে যখন ভগবান লীলা করেন, তখন তাঁকে চিনে নেওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, রামচন্দ্র যখন এসেছিলেন, তখন মাত্র বারোজন ঋষি তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন; বাকিদের কাছে তিনি ছিলেন স্রেফ দশরথের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও তাই। ভগবান যখন সাধারণ মানুষের মতো আহার করেন, নিদ্রা যান বা রোগ-শোকে ভোগেন, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করা সাধারণ বুদ্ধিতে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বরকে মানুষের রূপে দেখার চেয়ে একটি স্থির নুড়িপাথরে ঈশ্বর দেখা সহজ, কারণ সেখানে পরিবর্তনের বিভ্রান্তি নেই। তবে অবতারের মহিমা তাঁর জীবদ্দশার চেয়ে তাঁর পরবর্তী সময়েই বেশি বিস্তৃত হয়। স্বামীজি আমেরিকা ভ্রমণের সময় নিউ ইয়র্ক বা ক্যালিফোর্নিয়ার বক্তৃতায় অবতারতত্ত্বের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। ঠাকুরের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ হল 'অহেতুকী কৃপা'- যা কেবল মানুষের মঙ্গলের জন্যই শরীর ধারণ করে এই মর্ত্যের ধুলোয় নেমে আসে।

সনাতন ধর্মের শাশ্বত ধারায় অবতারের আবির্ভাব যুগে যুগে আধ্যাত্মিক সংকটের অবসান ঘটায়। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার সেই অমোঘ ঘোষণা মেনে কলিযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ এক প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যিনি ধর্মের গ্লানি দূর করতে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। আজ শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরমহংসের জন্মতিথিতে স্বামী ভূতেশানন্দজি ও স্বামী লোকেশ্বরানন্দজির গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোকে এই নিবন্ধে অবতারতত্ত্বের স্বরূপ এবং স্বঘোষিত ধর্মগুরুদের ভিড়ে আসল জহুরি চেনার উপায় আলোচিত হল।

রতনে রতন চেনে : মূল্যায়নের মাপকাঠি

কে অবতার আর কে সাধারণ মানুষ, তা বোঝার জন্য অন্তরের যে গভীরতা প্রয়োজন, তা একটি গল্পের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দর বুঝিয়েছিলেন। এক জহুরির ভৃত্য একটি বহুমূল্য রত্নের দর যাচাই করতে প্রথমে সবজি বাজারে যান। সেখানে বেগুনওয়ালা সেই রত্নের বিনিময়ে মাত্র এক সের বেগুন দিতে চান। কাপড়ের ব্যবসায়ী তার চেয়ে সামান্য বেশি দাম হাঁকেন। কিন্তু যখন সেই ভৃত্য আসল জহুরির কাছে যান, জহুরি চমকে উঠে জানান- এই রত্নের দাম দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর সমস্ত সম্পত্তিরও নেই। অর্থাৎ, যার যতটুকু বোধ, সে সেই মাপকাঠিতেই অবতারকে বিচার করে। স্বামী ভূতেশানন্দজি এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা আমাদের ছোট ছোট মাপকাঠি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশাল ব্যাপ্তিকে মাপতে চাই, কিন্তু সেই অসীমকে আমাদের সীমিত আধারে ধরা অসম্ভব। ঠিক যেমন বেগুনওয়ালার কাছে মহার্ঘ রত্নটি সামান্য একটি চকচকে পাথর মাত্র।

আধারের বিস্তার ও অনন্তের অভিসার

অবতার কেন তবে মানবরূপে আসেন যদি মানুষ তাঁকে চিনতেই না পারে? মহারাজের মতে, ভগবান মানুষের বেশে আসেন মানুষের দৃষ্টিকে এক নতুন আলোয় উন্মোচিত করতে। মানুষ যখন সেই পরম পুরুষকে বোঝার চেষ্টা করে, তখনই তার অন্তরের বিস্তার ঘটতে থাকে। গীতায় ভগবান বলেছেন- 'স্বমেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম' অর্থাৎ, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি কেবল নিজেই নিজেকে জানো। ভগবানকে জানা সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁকে জানার নিরন্তর প্রচেষ্টায় ভক্তের নিজের হৃদয়টাই একদিন অনন্ত হয়ে যায়। যেমন একটি জলবিন্দু মহাসাগরে মিশলে সাগর হয়ে যায়, তেমনই ভগবানের চিন্তা করতে করতে ভক্তের সীমিত ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয়ে সে অনন্তের স্বাদ পায়। রাজা যেমন ছদ্মবেশে প্রজা দর্শনে যান যাতে প্রজারা ভয় না পায়, ঠাকুরও তেমনি তাঁর ঐশ্বর্য ঢেকে মানুষের অন্তরে প্রবেশের জন্য সাধারণ বেশে এসেছিলেন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যদি ঐশ্বর্য দেখাতেন, তবে মা যশোদা কি তাঁকে পুত্র স্নেহে বুকে টেনে নিতে পারতেন?

সর্বভাবের সমন্বয়ে পূর্ণতার জ্যোতি

ইতিহাসের পাতায় বিভিন্ন অবতার এক-একটি বিশেষ গুণের আধার হয়ে এসেছেন। রামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণের অনাসক্তি, বুদ্ধের অহিংসা, যিশুর প্রেম কিংবা চৈতন্যের ঈশ্বরমত্ততা- প্রত্যেকটিই ধর্মের কোনও না কোনও বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু স্বামী লোকেশ্বরানন্দজি যথার্থই ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কোনও একটি বিশেষ ভাব নয়, বরং সমস্ত ভাবের এক ঘনীভূত প্রকাশ ঘটেছে। স্বামীজির ভাষায়, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন 'সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ' এবং 'সর্বভাব-সমন্বিত' যুগাবতার। ধর্মের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র পুরুষ, যিনি নিজের জীবন দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত আধ্যাত্মিক পথের মিলন ঘটিয়েছেন। যুগের প্রয়োজনে তাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তির বিকাশ ঘটেছে।

(লেখক অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।)
(সূত্রঃ স্বামী ভূতেশানন্দ, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম', উদ্বোধন কার্যালয়; স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, 'তব কথামৃতম', আনন্দ পাবলিশার্স; স্বামী সারদানন্দ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ', উদ্বোধন কার্যালয়।)

আজ

১৪৮৬

আজকের দিনে আবির্ভাব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর।

২০২০

অভিনেতা তাপস পাল প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমরা ভদ্রতা করে 'টর্চার' কমিশনের নির্দেশ মেনে নিয়েছি। কিন্তু ওই অফিসাররা কাজ করবেন। নির্বাচনি কাজের বাইরে অন্য কাজ করবেন। তাঁরা চাকরিচ্যুত হচ্ছেন না। কাউকে ডিমোশন করলে আমরা প্রোমোশন দেব। ভোট ঘোষণার পর নির্বাচনি বিধি কার্যকর হয়। এখন কেন এই পদক্ষেপ?

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর জগিং করার ভিডিও ভাইরাল। সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সাতসকালে জগিং করছেন তিনি। তাঁকে চিনতে পেরে দূর থেকেই ভিডিও, সেলফি তোলার হিড়িক পড়ে যায়।

ভাইরাল/২

মানব শিল্পীদের পাশাপাশি দারুণ কঠিন মার্শাল আর্টস কোরিওগ্রাফিতে হিউম্যানয়েড রোবট চিনের বার্ষিক 'সিসিটিভি বসন্ত উৎসব গালা' মাতিয়ে দিল। 'ইউনিট্রি রোবোটিক্স'-এর তৈরি ডজনখানেক 'জি১' রোবট বিশ্বে প্রথম এধরনের কুং ফু প্রদর্শন করে সবাইকে তাক লাগাল।

জনমন জনমত

আইনে নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবে বহাল পণপ্রথা

পণপ্রথা আজ আর কোনও বিচ্ছিন্ন সামাজিক কুপ্রথা নয়- এটি এক নীরব, সর্বব্যাপী সহিংসতা। আইনত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে এই প্রথা এতটাই শক্তিশালী যে প্রতিদিন কোনও না কোনওভাবে নারীরা এর শিকার হচ্ছেন। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দিল্লির কমান্ডো অফিসার কাজলের মৃত্যু সেই নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে আবার নগ্ন করে সামনে এনেছে। প্রশ্নটা আজ শুধু একটি হত্যাকাণ্ডের নয়— প্রশ্নটা গোটা সমাজকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর।

কাজল ছিলেন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা একজন প্রশিক্ষিত কমান্ডো। শারীরিকভাবে সক্ষম, মানসিকভাবে দৃঢ়, আইন সম্পর্কে সচেতন। তবুও পণলোভী স্বামীর নির্যাতনের হাত থেকে তিনি রেহাই পাননি। এর অর্থ একটাই- পণপ্রথা কোনও শিক্ষা, কোনও পদমর্যাদা, কোনও শক্তিকেই মানে না। এটি এমন এক সামাজিক বিষ, যা ঘরের ভেতর থেকেই নারীর জীবন ধ্বংস করে দেয়।

এই ঘটনা কোনও ব্যতিক্রম নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরে গ্রাম থেকে শহর, নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চশিক্ষিত পরিবার- প্রতিনিয়ত কোনও না কোনওভাবে পণকে কেন্দ্র করে নির্যাতন চলছে। কোথাও বিয়ের আগে চাপ, কোথাও বিয়ের পর অপমান, কোথাও বা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। অনেক ক্ষেত্রে তা চরম রূপ নিয়ে হত্যা পর্যন্ত পৌঁছায়। অথচ সমাজ প্রায়শই এসবকে 'ঘরের ব্যাপার' বলে এড়িয়ে যায়।

সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয়, এই নির্যাতনের বড় অংশই স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়। পরিবার বলে, 'মেয়েটা মানিয়ে নিক', সমাজ বলে 'সব সংসারেই তো এমন হয়'। এই নীরবতা, এই আপসের সংস্কৃতিই পণপ্রথাকে বাঁচিয়ে রাখে। যতদিন এই চুপ করে থাকার প্রবণতা থাকবে, ততদিন আইন কাগজেই বন্দি থাকবে।

আজ পণ শুধু অর্থ বা গয়নার দাবি নয়, এটি পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রদর্শনের এক নগ্ন রূপ। নারীর উপর কর্তৃত্ব কায়েম করার অস্ত্র। কাজলের মতো একজন রাষ্ট্রের রক্ষক যখন এর শিকার হন, তখন স্পষ্ট হয়ে যায় এটি ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, এটি একটি গভীর সামাজিক ব্যাধি।

আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগ দুর্বল। অভিযোগ জানাতে গেলে নারীদের ভাবতে হয় সংসার ভাঙবে, সমাজ কথা বলবে। এই ভয়টাই অপরাধীদের সাহস জোগায়। যতদিন না পরিবার নিজের ছেলেকে প্রশ্ন করবে, যতদিন না সমাজ পণের দাবি করাকে সরাসরি অপরাধ বলে চিহ্নিত করবে, ততদিন এই আগুন নেভানো যাবে না। পণপ্রথার বিরুদ্ধে নিন্দা শুধু শিরোনামে নয়, বাস্তব আচরণে, সামাজিক বয়কটে এবং কঠোর আইনি শাস্তিতে প্রতিফলিত হোক। না হলে পণের আগুনে আরও সংসার পুড়বে, আর সমাজ নির্বিকারই থেকে যাবে।

অলোকা রায়
ধনতলা, ক্রান্তি।

বইয়ের পাতায় ফিরছে আগামীর সোনালি স্বপ্ন

স্মার্টফোনের নেশা কাটিয়ে বিশ্বজুড়ে বইয়ের প্রতি আগ্রহ আবার নতুন করে আলোচনায় আসছে। সুদিনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

প্রদীপ্তা চক্রবর্তী

ডিজিটাল বিপ্লবের শুরুতে অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, কাগজের বইয়ের দিন এবার ফুরিয়ে এল। কিন্তু সময় দেখিয়েছে, সেই আশঙ্কা পুরোপুরি সত্যি হয়নি। প্রকাশনা শিল্পের বিভিন্ন পরিসংখ্যানের সংকলন ইঙ্গিত দেয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক বড় বাজারে মুদ্রিত বইয়ের বিক্রি স্থিতিশীল থাকার পর কিছু ক্ষেত্রে আবার বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বাজারে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক ছাপানো বই বিক্রি হয়। বড় লাইব্রেরি থেকে শুরু করে পাড়ার ছোট বুক স্টল—বইপ্রেমীদের উপস্থিতি আবার চোখে পড়ার মতোই। অনলাইন বিক্রির হিসাবেও দেখা যাচ্ছে, কিশোর ও তরুণদের মধ্যে কল্পবিজ্ঞান, ইতিহাস কিংবা মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। যান্ত্রিক জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই আবার ফিরে যাচ্ছেন সেই পুরোনো অভ্যাসের কাছে।

বুকটকের প্রভাবে তরুণ মনে বদল

সোশ্যাল মিডিয়াকে সাধারণত বই পড়ার পথে বাধা হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে উলটো ছবিটিও স্পষ্ট। ইনস্টাগ্রাম বা টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মে বইকেন্দ্রিক নানা ট্রেন্ড তরুণদের মধ্যে পড়ার অভ্যাসকে নতুন করে জনপ্রিয় করেছে। টিকটকে বই সংক্রান্ত কনটেন্ট শত শত বিলিয়ন ভিউ অতিক্রম করেছে, যা এই আগ্রহের ব্যাপ্তিকেই সামনে আনে। বাজার সমীক্ষাগুলি জানাচ্ছে, ডিজিটাল যুগে বেড়ে ওঠা পাঠকদের বড় একটি অংশ এখনও ই-বুকের তুলনায় ছাপানো বই হাতে নিয়ে পড়তেই স্বচ্ছন্দ। একই সঙ্গে ই-বুক ও অডিওবুকের ব্যবহারও ধীরে ধীরে বাড়ছে। একে অপরের সঙ্গে রিভিউ ভাগ করে নেওয়া, পছন্দের বই সুপারিশ করা— এসব এখন এক বিশেষ সংস্কৃতিচর্চায় পরিণত হয়েছে।

- এআই

সৃজনশীলতা ও সহমর্মিতার সম্ভাবনা

বই পড়ার ইতিবাচক প্রভাব কেবল জ্ঞান অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের অনুভূতির জগতেও পরিবর্তন আনতে পারে। কিছু গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়, নিয়মিত সাহিত্য পাঠ মানুষের সহমর্মিতা বাড়াতে ভূমিকা রাখতে পারে। ভিন্ন দেশ বা সংস্কৃতির চরিত্রের জীবনকাহিনী পড়তে পড়তে পাঠক অন্যের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখতে শেখেন। এতে মানুষ আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠেন, দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়। কল্পকাহিনী বা সৃজনশীল সাহিত্য তরুণ প্রজন্মকে গতানুগতিক ছকের বাইরে ভাবতে উৎসাহ দেয়— যা ভবিষ্যতের শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করে।

প্রযুক্তির ভিড়ে শান্তির এক আশ্রয়

প্রতিযোগিতামূলক এই সময়ে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ বড় সমস্যা। সেখানে বই অনেকের কাছেই আশ্রয়ের জায়গা হয়ে উঠছে। মনোবিজ্ঞান বিষয়ক বহুল উদ্ধৃত কিছু গবেষণা ইঙ্গিত দেয়, অল্প সময়ের মনোযোগী পাঠও মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক হতে পারে।

তরুণদের একাংশ বুঝতে শুরু করেছে যে, সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার চেয়ে বইয়ের গভীর ও ধীর আনন্দ আলাদা। বই পড়ার এই ফিরে আসা তাই নিছক ট্রেন্ড নয়; বরং এটি সুস্থ, মননশীল সমাজের দিকে এগোনোর এক নীরব ইঙ্গিত। আগামীদিনে এই ধারা শক্তিশালী হলে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক ও মানবিক বোধ আরও সমৃদ্ধ হতে পারে। আর আমরাও এক সোনালি সুদিনের সাক্ষী থাকতে পারব।

(লেখক অক্ষরকর্মী। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৭৩

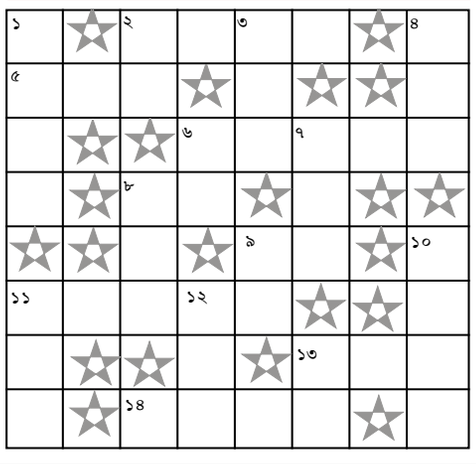

পাশাপাশি : ২। দামি শাড়ি ৫। কবিগানে যে অংশ জোরে গাওয়া হয় ৬। পরস্পরসম্পর্কহীন দুটো একই রকম ঘটনা ৮। যে পাতা শুভদৃষ্টির সময় লাগে ৯। স্ত্রী ১১। ফুল অথবা দুর্গা ১৩। বিনাশ ১৪। আড়িপাতা।

উপর-নীচ : ১। ছোঁয়াছুঁয়ি সম্পর্কে বাতিক ২। সংগীতের রাগ বিস্তার বা সুর ৩। যে বহন করে আনে ৪। পাখির বাসা বা বাসস্থান ৬। গুজব রটলে চিল যা নিয়ে পালায় ৭। দেওয়া নেওয়া বা আদানপ্রদান ৮। একটি ঘরোয়া পাখির নাম ৯। যিনি দান করেন ১০। কৃষ্ণের সেনাবাহিনী ১১। যে মহিলার স্বামী ও পুত্র নেই ১২। সাময়িক বিশ্রাম ১৩। তবলা-ডুগির নীচে থাকে।

সমাধান ■ ৪৩৭২

পাশাপাশি : ১। মোলায়েম ৩। অন্তিম ৫। দানখয়রাত ৬। জায়গা ৭। বাবলা ৯। কথোপকথন ১২। নালিক ১৩। কটকার।

উপর-নীচ : ১। মোলাহেজা ২। মলিন ৩। অভয় ৪। মদত ৫। দাগা ৭। বান ৮। লাগাতার ৯। কল্পনা ১০। পলক ১১। থমক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

মহাকাশ, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে নয়া দিগন্ত ঘোষণা মোদি- ম্যাক্রোঁর

‘বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব’

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রোঁর চলতি ভারত সফর দু-দেশের কূটনীতি ও বাণিজ্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। মঙ্গলবার মুম্বইয়ের লোক ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর দুই রাষ্ট্রপ্রধান তাঁদের সম্পর্ককে ‘বিশেষ বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব’-এ পরিণত করার কথা ঘোষণা করেন।

বৈঠকের পর মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘ভারতে স্বাগত। আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে নতুন গতি দেওয়ার লক্ষ্যে এই সফর। প্রিয় বন্ধু, মুম্বই এবং পরে দিল্লিতে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।’ ম্যাক্রোঁর জবাবি বার্তা, ‘মুম্বই থেকে দিল্লি, আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাব। আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা আরও মজবুত করব।’

এদিন মুম্বইয়ে দুই নেতার বৈঠকের ঠিক আগে জানা যায়, ফ্রান্সের প্রথম সারির মহাকাশ সংস্থা ‘এক্সোট্রেল’ ভারতের তিনটি বেসরকারি মহাকাশ স্টার্ট-আপ সংস্থা ধ্রুব স্পেস, পিক্সেল এবং এক্সডিলিঙ্কস ল্যাবস-এর সঙ্গে প্রপালশন সিস্টেম সরবরাহের জন্য চুক্তি করেছে। এই চুক্তির ফলে ভারতীয় সংস্থাগুলি তাদের কৃত্রিম উপগ্রহে ফরাসি প্রযুক্তির ইলেক্ট্রিক প্রপালশন সিস্টেম ব্যবহার করতে পারবে, যা কক্ষপথ নিয়ন্ত্রণ ও উপগ্রহের আয়ু বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। পিক্সেল জানিয়েছে, ২০২৭-এর মধ্যে তাদের উপগ্রহগুলিতে অত্যাধুনিক ফরাসি প্রযুক্তি যুক্ত হবে।

ম্যাক্রোঁর সফরে গুরুত্ব পেয়েছে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়টি। গত সপ্তাহে ভারতের প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ সংক্রান্ত পরিষদ প্রায় ৩.২৫ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে ১১৪টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার প্রস্তাবে প্রাথমিক সবুজ সংকেত দিয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি বিমান তৈরি অবস্থায় ফ্রান্স থেকে আসবে এবং বাকি ৯৬টি ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্পের আওতায় ভারতেই তৈরি হবে। এছাড়া ভারত ও ফ্রান্স যৌথভাবে হেলিকপ্টার এবং হ্যামার প্রিসিশন-গাইডেড মিসাইল তৈরির দিকে নজর দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মোদিকে উদ্দেশ্য করে মঙ্গলবার ম্যাক্রোঁ বলেন, ‘ফ্রান্স আপনাদের পাশে আছে।’ মোদি পালটা বলেন, ‘আজকের ভারত আত্মবিশ্বাসী, সক্রিয় এবং দায়িত্বশীল’।

বৈঠক শেষে মোদি ও ম্যাক্রোঁ যৌথভাবে ‘ইন্ডিয়া-ফ্রান্স ইয়ার অফ ইনোভেশন ২০২৬’-এর সূচনা করেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অপ্রচলিত শক্তি সম্পদের ব্যবহার এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিতে দুই দেশের গবেষক ও উদ্ভাবকদের আরও কাছাকাছি আনাই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ইয়ার অফ ইনোভেশন ২০২৬-এর সূচনা আমাদের ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গতিশীল করবে।’ মুম্বই সফর শেষ করে ম্যাক্রোঁ দিল্লিতে ‘এআই ইমপ্যাক্ট সামিট’-এ যোগ দেবেন। ফরাসি প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে ২৬/১১ মুম্বই হামলার শিকারদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতের নিরাপত্তার প্রতি তাঁর দেশের অটুট অঙ্গীকারের কথা জানিয়ে বলেন, ‘আমি নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁদের পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করছি।’

- দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ‘বিশেষ বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব’-এ উন্নীত করার বিষয়ে একমত মোদি-ম্যাক্রোঁ
- ফরাসি সংস্থা ‘এক্সোট্রেল’-এর সঙ্গে ৩ ভারতীয় স্টার্ট-আপের চুক্তি
- ১১৪টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার প্রস্তাবে সবুজ সংকেত
- ২০২৬-কে ‘ইন্ডিয়া-ফ্রান্স ইয়ার অফ ইনোভেশন’ হিসেবে ঘোষণা
- ২৬/১১ হামলার শিকারদের শ্রদ্ধা জানিয়ে নিরাপত্তা ক্ষেত্রে ভারতের পাশে থাকার বার্তা ম্যাক্রোঁর

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে।

সঙ্গে নিয়ে মুম্বই বিমানবন্দরে নামার পর ফরাসি প্রেসিডেন্টের সফর নিয়ে ভারতীয় কূটনৈতিক মহলে সাজোসাজো রব পড়ে যায়। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল আচার্য দেবরাট এবং মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। এটি ম্যাক্রোঁর চতুর্থ ভারত সফর। মোদি ও ম্যাক্রোঁ দু-জনেই সমাজমাধ্যমে একে অপরকে ‘প্রিয় বন্ধু’ সম্বোধন করে উষ্ণ বার্তা বিনিময় করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘ম্যাক্রোঁ সকালে মুম্বইয়ের রাস্তায় জগিং উপভোগ করেছেন।’ মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভে ফরাসি প্রেসিডেন্টের জগিংয়ের ভিডিও এদিন সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সব ক্ষেত্রেই ম্যাক্রোঁর এবারের ভারত সফর নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিহারে প্রকাশ্যে মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা

পাটনা ও কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রমজানের আগেই উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারের পথে হাঁটল বিহারের নীতীশ কুমারের সরকার। প্রকাশ্যে মাংস বিক্রি করার ওপর রীতিমতো ফতোয়া জারি করা হয়েছে মগধভূমে। নির্দেশ না মানলে কঠোর পদক্ষেপের বার্তাও দিয়েছে বিহারের এনডিএ সরকার। আর এই নিয়ে বাংলায় ভোটের আগে বিজেপিকে তীব্র ভাষায় বিঁধেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা জানিয়েছেন, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার খোলা জায়গায় আর মাংস বিক্রি করতে দেবে না। সরকারি নির্দেশিকা জেলা, পুরপ্রশাসনের দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার লক্ষ্যে মাংস কাটার দোকানগুলিতে পর্দা ঝোলানো অথবা কালো কাচ দিয়ে ঢাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নীতীশ সরকারের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জরিমানার পরিমাণ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। মাংস বিক্রির জন্য সব দোকানদারকে লাইসেন্স নিতে হবে।

ভোটের আগে মাংস বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা ইস্যুটিকে মানুষের খাদ্যাভ্যাসের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বলে আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপিকে বিঁধে তাঁর সাফ কথা, ‘বাজারে মাছ বিক্রি হবে না। মাংস বিক্রি হবে না। তাহলে বিজেপি বাংলায় এসে কী করবে? বাংলা তো মাছে-ভাতেই থাকে। যাঁরা নিরামিষাশী তাঁরা নিরামিষ খান। ঠিক আছে। আমরাও কখনও কখনও পুজো-পার্বণে নিরামিষ খাই। বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ‘বাজারে বিক্রি করা যাবে না। যাঁদের লাইসেন্স আছে তাঁদের ভিতর দিকে মাংস বিক্রি করতে হবে। তাহলে কি তাঁরা শপিং মলে গিয়ে মাছ-মাংস বিক্রি করবে?’ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘শপিং মলে যাদের ক্ষমতা আছে তাঁরা যেতে পারেন। তাই বলে কি সকলে যেতে পারবে? আমাদের তো চাষিরা রাস্তায় বসেন। তাঁরা টাটকা সবজি নিয়ে আসেন। সেটা বিক্রি করেন। পুকুর থেকে মাছ ধরে নিয়ে আসেন। সেটা বিক্রি করেন। সংসার চালান। আজ যদি বলে বাংলায় মাছ-মাংস-ডিম বন্ধ, কারণ বিজেপি অন্ধ। স্কন্ধকাটার রাজনীতি চলছে। এই রাজনীতিকে আমি ধিক্কার জানাই।’

স্কন্ধকাটার রাজনীতি, তোপ মমতার

> **আমি আজ বলে রাখছি, বাংলায় বিজেপি এলে ওরা মাছ-মাংস খাওয়াও বন্ধ করে দেবে। আমরা এই ধরনের কোনও বৈষম্যমূলক ফতোয়া মানব না।**
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

বাংলার মানুষকে সতর্ক করে তিনি বলেন, ‘কে কী খাবে, সেটা যাঁর যাঁর ব্যক্তিগত অধিকার। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো এখন মানুষের খাদ্যাভ্যাসেও হস্তক্ষেপ করছে। আগে উত্তরপ্রদেশে করেছে, এখন বিহারে করছে। আমি আজ বলে রাখছি, বাংলায় বিজেপি এলে ওরা মাছ-মাংস খাওয়াও বন্ধ করে দেবে। আমরা এই ধরনের কোনও বৈষম্যমূলক ফতোয়া মানব না।’ মমতা আরও মনে করিয়ে দেন যে, সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকের নিজের পছন্দমতো খাবার খাওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে এবং সরকার সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। বিহার সরকারের নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে ফুঁসে উঠেছে বামেরাও। সিপিএম-এর অজয় কুমার বলেছেন, ‘যদি খোলা জায়গায় না থাকে, তাহলে কি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার ভিতরে মাংস বিক্রি হবে?’ আরজেডি-র মন্তব্য, ‘পুরো বিষয় পর্যালোচনা করে মন্তব্য করা হবে।’

ইডি’তে হাজিরা এড়ালেন টিনা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রিলায়েন্স কমিউনিকেশনসের ৪০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি সংক্রান্ত অর্থ পাচার মামলায় ফের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) তলব এড়ালেন টিনা আম্বানি। গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হাজিরা দিলেন না তিনি। এর আগে গত ১০ ফেব্রুয়ারি তাঁকে তলব করা হলেও তিনি উপস্থিত হননি।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কেনাবেচার অর্থ লেনদেনের সঙ্গে টিনা আম্বানির যোগসূত্র রয়েছে। অভিযোগ, সংস্থার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পুনীত গর্গ জালিয়াতির মাধ্যমে ওই সম্পত্তি প্রায় ৭০ কোটি টাকায় বিক্রি করেন এবং সেই টাকা দুবাইয়ের একটি সংস্থার মাধ্যমে পাচার করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) বর্তমানে এই দুর্নীতির তদন্ত চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে ১২ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই মামলাতেই আগামীকাল অনিল আম্বানিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এক মাসের জন্য সব ধরনের জনসভা, মিছিল এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মনোজ কুমার এই নির্দেশিকা জারি করেন, যা ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে। নির্দেশিকায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পাঁচ বা তার বেশি মানুষের জমায়েত এবং স্লোগান দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যানজট এড়াতেই এই কঠোর পদক্ষেপ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জাতিগত বৈষম্য-বিরোধী ইউজিসি-র নতুন নিয়মাবলিকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি উত্তর ক্যাম্পাসে এক সাংবাদিকের ওপর শারীরিক হেনস্তা এবং জাতিবিদ্বেষী মন্তব্যের অভিযোগ ওঠে, যার প্রেক্ষিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দিল্লি পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠায়। এই ঘটনার জেরে ক্যাম্পাসে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন আইসা এবং এবিভিপি-র মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। মূলত ২০২৬ সালের ইউজিসি ইকুইটি রেগুলেশন নিয়ে এই বিতর্কের সূত্রপাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কার্যনির্বাহী পরিষদের একাংশ এই নিষেধাজ্ঞাকে ‘গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ’ বলে মন্তব্য করেছে।

ঢাকায় সৌজন্য সাক্ষাৎ ওম বিড়লার

তারেককে ভারতে আমন্ত্রণ মোদির

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পথ চলার শুরুতেই তাঁর সঙ্গে সুসম্পর্কের বার্তা দিল ভারত। মঙ্গলবার শপথ নেন খালেদা-পুত্র। শপথের পর বিকালে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সেখানেই শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তাঁর হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লেখা চিঠিও তুলে দেন তিনি।

সেই চিঠিতে তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে তাঁকে যত দ্রুত সম্ভব ভারত সফরে আসার জন্য আমন্ত্রণও জানিয়েছেন নমো। এর আগে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর তারেক রহমানকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মোদি। তিনি ওই চিঠিতে তারেক রহমানকে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে বিএনপির বিজয় এবং বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার নিযুক্তির জন্য আপনাকে আমার উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি।’ সৌজন্য চিঠিতে তারেক রহমান, তাঁর স্ত্রী ড. জুবেইদা এবং তাঁদের কন্যা জাইমাকে উভয় পক্ষের সুবিধামতো সময়ে ভারতে আসার আমন্ত্রণও জানিয়েছেন মোদি। তিনি লিখেছেন, ‘আপনাদের জন্য ভারতে উষ্ণ অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে।’ মোদির আশা, তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ শান্তি, স্থায়িত্ব এবং সমৃদ্ধির পথে হাঁটবে।

এদিন তারেকের সঙ্গে তাঁর সৌজন্য সাক্ষাতের ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে ওম বিড়লা লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি গঠনমূলক বৈঠক করেছি। ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমাদের দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যেকার দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্ব আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছি।’

তারেকের হাতে মোদির চিঠি তুলে দিচ্ছেন স্পিকার ওম বিড়লা। ঢাকায়।

> **বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার নিযুক্তির জন্য আপনাকে আমার উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের জন্য ভারতে উষ্ণ অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে।**
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

বিজেপির পথে ভূপেন বোরা!

গুয়াহাটি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে অসমে বড়সড়ো ধসের মুখে কংগ্রেস। অসম প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ভূপেন বোরা আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা নিজেই একথা জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, গুয়াহাটি এবং উত্তর লখিমপুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভূপেন বোরার সঙ্গে আরও একঝাঁক কংগ্রেস নেতা-কর্মী পদ্মশিবিরে নাম লেখাবেন। এই দলবদলকে ‘ঘর ওয়াপসি’ হিসেবে বর্ণনা করে হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, ‘ভূপেন বোরা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। তাঁকে দলে পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হবে। তিনি অসম কংগ্রেসের শেষ শক্তিশালী হিন্দু নেতা ছিলেন।’

ফারহানার বার্তা

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ব্রাহ্মণবেড়িয়া-২-এর স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হিসাবে মঙ্গলবার শপথ নিলেন রুমিন ফারহানা। তবে সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথের সময় তিনি বেরিয়ে যান। রুমিন ফারহানা জানিয়েছেন, ‘এবার দেশের ৩০ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। এটা মাথায় রেখেই আমাদের সংসদে বসতে হবে।’

হাসনাতের জার্সি

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : জুলাই আন্দোলনের সময় তাঁকে যে জার্সি পরে তাঁকে রাস্তায় দেখা গিয়েছিল মঙ্গলবার সেই জার্সি পরেই সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ নিলেন এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লা।

প্রধানমন্ত্রীকে তোপ বিরোধীদের

ভারতীয় সেনা দপ্তরে মার্কিন প্রতিনিধিরা

চণ্ডীগড়, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা চণ্ডীগড়ের ‘ওয়েস্টার্ন কমান্ড’-এর সদর দপ্তরে মার্কিন প্রতিনিধিদের সফর ঘিরে তুঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্ক। ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন আমেরিকার বাহিনীর কমান্ডার অ্যাডমিরাল পাপারোর এই সফরকে সামনে রেখে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী শিবির।

পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি এবং ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর কৌশলগত সাফল্য খতিয়ে দেখতেই এই সফর বলে সেনার তরফে জানানো হয়েছে। যদিও বিরোধীরা একে ‘সার্বভৌমত্বের সঙ্গে আপস’ হিসেবে দেখছেন। শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী) নেত্রী প্রিয়াংকা চতুর্বেদীর সাফ কথা, ‘ভারতের কৌশলী

পদক্ষেপ আমেরিকার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। রাষ্ট্রদূত তাঁর দেশের জন্য কাজ করছেন, কিন্তু আমাদের জন্য কে ভাবছে?’ সরব কংগ্রেসও। তাদের কটাক্ষ, এই মোদি সরকারই একসময় পাঠানকোট বিমানঘাঁটিতে পাকিস্তানের আইএসআই-কে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল। যদিও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতে মার্কিন কর্তাদের সাম্প্রতিক সফর বিরল হলেও নজিরবিহীন নয়। ভারত ও আমেরিকার কৌশলগত সহযোগিতার অংশ হিসাবে এই ধরনের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আদানপ্রদান চালাচ্ছে দু-পক্ষ।

ট্রাম্পকে হুমকি

ওয়াশিংটন, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ওমানের মধ্যস্থতায় জেনেভায় ইরান ও আমেরিকার মধ্যে তেহরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে বৈঠকে উভয়পক্ষ উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করলেও তাতে জল ঢেলে দিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই। কূটনীতির পথ থেকে সরে এসে খামেনেই এক্স হ্যান্ডেলে তিনটি পোস্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, গত ৪৭ বছরে আমেরিকা ইরানকে হারাতে পারেনি। দারুণ স্বীকারোক্তি। এবার আমি বলছি, আপনিও পারবেন না।’ খামেনেইয়ের এও বলেন, ‘মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলে থাকেন বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক বাহিনী হল আমেরিকার। বৃহত্তম সেনাবাহিনীও এমন জোরে আঘাত পেতে পারে যে, আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।’

মুম্বই উপকূলে আটক ৩ ট্যাংকার

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক তেল চোরাচালান চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড়ো সাফল্য পেল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। মুম্বই উপকূল থেকে প্রায় ১০০ নটিক্যাল মাইল দূরে ভারতের এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোনে তল্লাশি চালিয়ে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত এবং ইরানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তিনটি তেলের ট্যাংকার আটক করা হয়েছে। জাহাজগুলি হল ‘স্টেলার রুবি’, ‘অ্যাসফল্ট স্টার’ এবং ‘আল জাফজিয়া’। গত ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি এক গোপন অভিযানের মাধ্যমে এই বিদেশি জাহাজগুলিকে আটক করা হয়। একটি সংগঠিত চক্র মাঝসমুদ্রে বেআইনিভাবে তেল ও জ্বালানি পণ্য হস্তান্তরের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দিচ্ছিল। তদন্তে দেখা গিয়েছে, এই সিন্ডিকেট সংঘাত প্রভাবিত অঞ্চল থেকে আনা তেলের উৎস গোপন করতে আন্তর্জাতিক জলসীমায় জটিল কৌশল অবলম্বন করত। এমনকি ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে জাহাজগুলি বারবার নিজেদের পরিচয় পরিবর্তন করত।

মার্কিন অর্থ দপ্তরের ‘অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল’ গত বছর যেসব জাহাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, ভারতের হাতে আটক হওয়া জাহাজগুলির আইএমও নম্বর তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে। শিপিং ডাটা অনুযায়ী, ‘আল জাফজিয়া’ এবং ‘স্টেলার রুবি’ ইরানের পতাকাবাহী বা সেখান থেকে তেল পরিবহণের কাজে যুক্ত ছিল। যদিও ইরানের জাতীয় তেল কোম্পানি এই জাহাজ বা পণ্যের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ওয়াশিংটন ও দিল্লির মধ্যে ক্রমবর্ধমান কৌশলগত সহযোগিতা এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার ক্ষেত্রে ভারতের কঠোর অবস্থানের প্রতিফলন হল এই পদক্ষেপ।

রিল বানানোর নেশার বলি সাহিল

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সমাজমাধ্যমের জন্য রিল বানানোর নেশা আর বেপরোয়া গতির খেসারত দিতে হল ২৩ বছর বয়সি তরুণ সাহিল ধনেশরাকে। ৩ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম দিল্লির দ্বারকায় একটি দ্রুতগামী স্করপিও এসইউভি সাহিলের বাইকে সরাসরি ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তদন্তে উঠে এসেছে, ঘাতক-গাড়িটি চালাচ্ছিল বছর সতেরোর এক কিশোর, যার কোনও বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল না। গাড়িতে তার বোনও ছিল।

দুর্ঘটনার পরবর্তী মুহূর্তগুলি ছিল আরও অমানবিক। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ধাক্কায় সাহিল প্রায় ৫০ ফুট দূরে ছিটকে পড়েন। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি প্রায় ১০ মিনিট রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছিলেন এবং সাহায্যের জন্য কাতর স্বরে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঘাতক-গাড়ির আরোহী বা কোনও পথচারী এগিয়ে আসেননি তাঁকে সাহায্য করতে। এমনকি ঘটনাস্থলে উপস্থিত অ্যাম্বুল্যান্সটিও সাহিলের মা এসে চিৎকার-চেঁচামেচি না করা পর্যন্ত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কোনও উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টে সাহিলের মাথায় ও বুকে গুরুতর আঘাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযুক্ত নাবালক বর্তমানে দশম শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষার জন্য অন্তর্বর্তী জামিনে রয়েছে।

গাড়ির ভিতর থেকে কিশোরের বোনের তোলা একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, জনবহুল রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর সময় রিল রেকর্ড করা হচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উলটো লেনে চলে আসে এবং সাহিলের বাইককে সজোরে ধাক্কা মারে। সাহিলের মা ইন্না মাকানের অভিযোগ, নিছক স্টান্ট ভিডিও তৈরির নেশায় তাঁর ছেলের প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ‘আগেও এই কিশোরের বিরুদ্ধে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর অভিযোগ ছিল। তারপরেও তার বাবা তাকে গাড়ি চালানো থেকে বিরত রাখেনি।... বড়লোকের ছেলের বেআইনি বড়লোকি খেয়ালের বলি আমার ছেলে। আমি অপরাধীদের চরম শাস্তি চাই।’

প্রতিভাবান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন সাহিল। বই, মেডেল আর ট্রফিতে ঠাসা তরুণের ঘরের সিলিংয়ে পোস্টারের ঢঙে লেখা ছিল, ‘২০২৫ হবে আমার বছর, ১,০০০,০০০ ডলারের বছর।’ আর একটি পোস্টারে লেখা : ‘সবাই বিমানের প্রথম শ্রেণিতে চড়ার স্বপ্ন দেখে, আমি স্বপ্ন দেখি বিমানের মালিক হওয়ার!

ছেলেই ছিল বিশ্ব, সন্তান হারিয়ে আত্মঘাতী দম্পতি

রায়পুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ছেলের অকালমৃত্যু মা-বাবার কাছে বেদনার। এই শোক সামলানো কঠিন। শোক কখনও কখনও হার মানায় জীবনকে। ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর জেলার ধরদেই গ্রামের কৃষ্ণ প্যাটেল ও রমা বাইও জীবনের কাছে হার মানলেন। ছেলের অকালমৃত্যু মেনে নিতে পারেননি তাঁরা। কিছুদিন জীবন্মৃত হয়ে থেকে শিবরাত্রিতে আত্মহত্যা করলেন। চিরকুটে জানিয়েছেন, ছেলে অকালে চলে যাওয়ায় স্বেচ্ছায় নিজেদের উৎসর্গ করছেন ভগবান শিবের কাছে। সোমবার পুলিশ গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা স্বামী-স্ত্রীর দেহ উদ্ধার করেছে।

চার পাতার সুইসাইড নোট আর ভিডিওতে তাঁরা বলেছেন, ‘আদিত্যই আমাদের জীবন, আমাদের পৃথিবী...ও বড় বাধ্য ছেলে ছিল। বন্ধুও। ছেলের হাসিতে আমাদের ঘর ভরে থাকত।’ পথ দুর্ঘটনায় ছেলের মৃত্যুর পর সংসার এখন তাঁদের কাছে তাসের ঘর। শোকাতুর বাবা লিখেছেন, ‘ও চিরদিনের মতো চলে গেল... আমরা বেঁচে রইলাম। কিন্তু এই বাঁচা কি জীবন ?’

কৃষ্ণ প্যাটেল ও রমা বাইয়ের শেষ ভিডিও বার্তা।

পড়শিরা জানিয়েছেন, প্রাণচঞ্চল আদিত্যের উপস্থিতিতে গমগম করত রমা-কৃষ্ণর ঘর। এখন নিঝুম। ২০২৪-এর সড়ক দুর্ঘটনা কেড়ে নেয় বছর ২১-এর আদিত্যকে। সেই থেকেই মা-বাবা বাক্যহারা।

রাহুদ ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে স্বামী-স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। উঠোনের নিমগাছে শাড়ি বেঁধে নেন। সন্তান হারানোর যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আইনজীবীর উদ্দেশে ভিডিওয় দম্পতির অনুরোধ, দুর্ঘটনায় আদিত্য মারা যাওয়ায় যে ক্ষতিপূরণ তাঁরা পেয়েছেন, সেই অর্থ যেন কৃষ্ণর দুই ভাই কুলভরা ও জলভরা প্যাটেলকে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসেনি।

অসুস্থ সেলিম খান

মঙ্গলবার সকালে বিশিষ্ট চিত্রনাট্যকার ও সলমন খানের বাবা সেলিম খানকে মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি রুটিন চেক আপের জন্যই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তবে হাসপাতালের জনৈক চিকিৎসক জানিয়েছেন, 'সেলিম আইসিইউতে আছেন। তবে এর বেশি জানার জন্য ওঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলুন।' তবে পরিবার সূত্রে জানানো হয়নি সেলিমের ঠিক কী হয়েছে সে বিষয়ে।

খানদের ঘনিষ্ঠ সূত্র বলছে, সেলিমের মাথা ঘুরছিল। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে জানা যায়, তাঁর মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধেছে। তাই তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। সূত্রই বলছে, খানরা গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ করছেন সবার কাছে। সেলিমের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলে। সলমন খানকে কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত হয়ে হাসপাতালে চত্বরে ঢুকতে ও বেরোতে দেখা যায়। পরে সেলিমের তিন ছেলে, দুই মেয়ে, জামাই আয়ুষ শর্মা ও অন্য অনেককে হাসপাতালে দেখা গিয়েছে।

সম্প্রতি সেলিমের ৯০তম জন্মদিন পালন করা হয়েছিল। পরিবারের সকলের সঙ্গেই তিনি আনন্দে দিনটি কাটিয়েছেন। সলমন বারবার বলেছেন, 'আমাদের তিন ভাইয়ের থেকে বাবা অনেক সুস্থ। খাবারের ব্যাপারে কোনও নিয়ম মানেন না। প্রত্যেক দিন সকালে সমুদ্রের ধারে হাঁটেন।'

একনজরে সেরা

দেবের সঙ্গে পুলিশ

বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদার শুটিং হচ্ছে কলকাতায়। দেবের সঙ্গে শুটিং করছেন ওএসডি অলোক সান্যাল। দুজনে এই প্রথম একসঙ্গে কাজ করছেন। অলোক সিরিজ, সিনেমার নিয়মিত অভিনেতা। এখন আজকের পরশুরামে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের আসল বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা পদ্মশ্রী করিমুল হকের জীবন নিয়ে তৈরি হচ্ছে ছবি। তিনি নিজেই শুটিং দেখতে এসেছিলেন কলকাতায়।

সেরা অভিনেত্রী

নিউ দিল্লি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অয়নাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ভানুতে কাদম্বরী দেবীর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরা হলেন অনুষ্কা চক্রবর্তী। সেরা ছবির জন্য রেড স্টোন পুরস্কার, সেরা পরিচালক হয়ে অয়নাংশু পেয়েছেন গোল্ডেন ক্যামেল পুরস্কার, ভানুসিংহ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতা হয়েছেন অঙ্কিত মজুমদার। দাদামণি ধারাবাহিকের অভিনেত্রী অনুষ্কা এই সম্মান পেয়ে অভিভূত।

নীনার উপলব্ধি

সম্প্রতি নীনা গুপ্তা বলেছেন, 'পুরুষ কুমারী মেয়ে চায়। ভারতীয় সমাজে কিছু বদল হয়েছে? এখনও মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে শ্বশুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। আমরা যারা উদার তারা সংখ্যালঘু। এ প্রসঙ্গে নীনা নিজের ভাইঝির উদাহরণ দিয়ে বলেন, তিনি নিজের পরিবারের ছবি বিছানার পাশে রাখার অনুমতি পাননি শ্বশুরবাড়ির তরফে।

আমিরের না

ডন ৩ নিয়ে বিবাদে রণবীর সিং ও ফারহান আখতারের মধ্যস্থতায় এগিয়ে এসেছেন আমির খান—এই খবর ছড়িয়ে পড়ে নেটমহলে। কিন্তু এই খবর মিথ্যা বলে জানিয়েছেন আমির। প্রসঙ্গত, এই ছবি থেকে বেরিয়ে আসার পর রণবীরের কাছ থেকে ৪০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চান ফারহান। রণবীর তা দিতে অস্বীকার করেছেন।

উপস্থাপক আলিয়া

২২ ফেব্রুয়ারি ৭৯তম ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড বাফটার অন্যতম উপস্থাপক হচ্ছেন আলিয়া ভাট। তাঁর সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করবেন সিলিয়ান মারফি, ব্রায়ান ক্রানস্টন, আলিশিয়া ভিকানদের প্রমুখ। অনুষ্ঠান হবে লন্ডনের রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলে। বিশ্বের বিভিন্ন ধারার ছবি প্রদর্শনের এই উৎসবে আলিয়ার উপস্থিতি বিশ্ব-সিনেমা ও বলিউডের মধ্যে সেতু তৈরি করল।

সোহমের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ শাহিদ ইমামের অভিযোগ, অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর কাছ থেকে তিনি ৬৮ লক্ষ টাকা পান। সোহম এই টাকার সামান্য পরিমাণ দিয়ে আর দিচ্ছেন না এবং তার ওপর শাহিদকে তিনি হুমকি দিচ্ছেন। তাই হাইকোর্টে অভিনেতার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন শাহিদ। সোহমের বক্তব্য, 'হুমকির যে অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে, তা মিথ্যে। টাকা দেব অনেকবার বলেছি। নির্বাচনের আগে আমার ইমেজ নষ্ট করা হচ্ছে।'

অভিনয়ের জগতে শাহিদকে শুভম বলা হয়। তিনি বলেছেন, 'সোহমকে অনেকদিন ধরে চিনি। ঘটনা ২০২১ সালের, তখন আমি তৃণমূল কংগ্রেসের যুবনেতা। সেই সময় সোহমকে ৬৮ লক্ষ টাকা ধার দিই।' ২০২৩-এ তিনি এসএসসি মামলায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। তখন তিনি টাকা ফেরত চাইতে পারেননি। তাঁর কথায়, '২০২৩-এ আমি জামিন পাই। তারপর টাকা ফেরত চাই। দুবারে মোট ২৫ লক্ষ টাকা তিনি দিয়েছেন। তারপর থেকেই চুপ করে গিয়েছেন। তারপর চারু মার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের করি। টাকা ফেরতের কথা অনেকবার বলেও নাকি কোনও লাভ হয়নি, তাই তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সোহম টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে বলেছেন, '২০২১-এ পাকা দেখা ছবির জন্য ওঁর কাছ থেকে ৬৮ লক্ষ টাকা নিই। আরও দেবার কথা ছিল, উনি দেননি। ২৫ লক্ষ দিয়েছি, বাকি ৪৩ লক্ষ ফিরিয়ে দেব বলেছি। আমার বেশ কয়েকটা ছবির মুক্তি আটকে। বাংলা ছবির অবস্থা তো সবাই জানে। ছবির যদি মুক্তি না হয়, তাহলে কী করে টাকা দেব। শাহিদ আমার অবস্থা বুঝলেনই না। আইনি নোটিস পেয়েছি, আমার আইনজীবী এগুলো দেখছেন। তবে শাহিদ কবে তৃণমূলের যুবনেতা ছিলেন, জানি না।'

রশ্মিকা, বিজয়ের বিয়েতে ফোন নিষিদ্ধ

২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে বিয়ে করছেন রশ্মিকা মানডানা ও বিজয় দেবারাকোন্ডা। উপস্থিত থাকবেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয়রা। বর-কনে নিজের হাতে নোট লিখে বন্ধুদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা চেয়েছেন, কোনও উপহার নয়। কোনও তারকা বা ইন্ডাস্ট্রির সহকর্মী বিয়েতে নিমন্ত্রিত নন। গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য ওঁরা বিয়েতে ফোন নিষিদ্ধ করেছেন, যাতে বিয়ের ফোটো ও ভিডিও নেটে ছড়িয়ে না পড়ে। এমনকী যে টিম বিয়ের দায়িত্ব নিয়েছে, তারা নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট সাক্ষর করেছে। পরম্পরা মেনে এই বিয়ে হবে। ২৪ তারিখ থেকে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে দুই পরিবারের তরফে আলাদা আলাদা অনুষ্ঠান হয়েছে। নিজেদের পেশার প্রতি দায়বদ্ধ এই তারকা যুগল হাতের কাজ শেষ করেই বিয়ে করছেন এবং বিয়ের পর একমাস কাজ থেকে ছুটি নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, রশ্মিকা ও বিজয়ের সম্পর্ক বহুদিন সামনে আসেনি। তাঁদের জুটির ছবি গীত গোবিন্দম ও ডিয়ার কমরেড হিট হওয়ার পর থেকে এই জুটি তেলুগু ছবির অন্যতম প্রিয় জুটি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তারপর থেকেই তাঁরা অনুরাগীদের আকর্ষণের কেন্দ্রে আসেন।

চুক্তি সই করিয়ে তবে বিয়ে

চোখে যা দেখবে, সামনে যা হবে— তা নিয়ে কারও কাছে কোনও মুখ খোলা যাবে না। এই মর্মে চুক্তি সই করিয়ে তবেই তাঁদের বিয়ের জন্যে সংস্থা ঠিক করেছেন বিজয় দেবেরাকোন্ডা আর রশ্মিকা মানডানা। যে সংস্থা এই তারকা দপতির বিয়ের অনুষ্ঠান সামলাবে, সেই সংস্থার নামও সামনে আসছে না। শুধু এক নিকট বন্ধুর তরফ থেকে এই খবরটাই মিলেছে।

রাজস্থানে যেখানে বিয়ের দুদিন আগে থেকেই সঙ্গীত, গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে, সেখানে শুধুমাত্র নিকট বন্ধু, আর নিকট আত্মীয়রাই আমন্ত্রিত। অন্য কেউ নয়। সেখানেও কেউ যেন মোবাইল সঙ্গে করে না আনেন, এ ব্যাপারে বিজয় এবং রশ্মিকা নিজেরাই নিমন্ত্রিতদের উদ্দেশ্যে নোট পাঠাচ্ছেন।

শুধু তাই নয়, কোনও উপহারও নেবেন না তাঁরা। তাঁদের আমন্ত্রণপত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যে, শুধুমাত্র আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা কাম্য। অন্য কিছু নয়।

তাঁদের বিয়েকে কোনও মতেই বাণিজ্যিক করে তুলতে চান না বিজয় আর রশ্মিকা। তাই এত কড়াকড়ি শুরু করেছেন তাঁরা।

অনিশ্চিত ধুরন্ধর ২

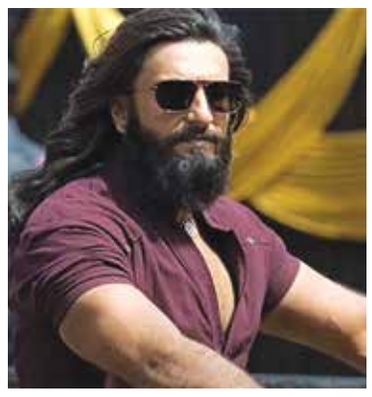

ধুরন্ধর ছবির পরিচালক আদিত্য ধরের সংস্থাকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে? তাঁর স্টুডিও এখন দারুণ বড় বিপদের মুখে। সিনেমার শুটিংয়ে নিরাপত্তার শর্ত ভেঙেছেন আদিত্য ধর। তাঁর স্টুডিও বি-৬২ স্টুডিও পৌরনিগমের বিধিনিষেধ না মেনেই শুটিং করেছে। শুটিং-এ নিরাপত্তার সঙ্গে কোনো আপস করা হবে না বলে এই স্টুডিওকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়েছে। এই প্রস্তাব অনুমোদিত হলে, বিএমসি এবং মহারাষ্ট্র ফিল্ম সেলের পোর্টালের মাধ্যমে মুম্বইয়ের কোথাও আর শুটিংয়ের অনুমতি পাবে না এই সংস্থা। বিএমসি আধিকারিকদের মতে, দক্ষিণ মুম্বইয়ের 'এ' ওয়ার্ডের হেরিটেজ চত্বরে শুটিং চলাকালীন পুলিশ ও প্রশাসনের দেওয়া একাধিক নির্দেশিকা লঙ্ঘন করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গত ৩০ জানুয়ারি মোদি স্ট্রিট এবং পেরিন নরিম্যান স্ট্রিটের মাঝে শুটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি শুটিং চলাকালীন পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বাজি এবং দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এর পরেই তাঁদের জমা রাখা আমানত বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ব্ল্যাকলিস্ট করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

ভালোবাসা এবং সমাজের টানাপোড়েনে ঋতুপর্ণা

শুভেন্দু রায়চৌধুরি। স্ত্রী নেই, একেবারে একা। অনেক টাকা, তবু কোথাও শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। শুভেন্দুর দেখাশোনার জন্য আসেন জয়িতা। তিনি বুঝতে পারেন, শরীরের থেকেও তাঁর মন দুর্বল আর সেই মনের যত্ন নেন জয়িতা। সাহচর্য দেন, তৈরি হয় একটা সম্পর্ক। কিন্তু শুভেন্দুর পরিবারে ফাটল দেখা যায়। শুভেন্দুর থেকে বিচ্ছিন্ন হন জয়িতা। অসুস্থ শুভেন্দুকে তাঁর ছেলে বিদেশে নিয়ে যেতে চায় চিকিৎসার জন্য। ছেলে বোঝে, তার বাবা ও জয়িতার সম্পর্ক।

কিন্তু তারপর? এই গল্প নিয়েই তৈরি বাংলা ছবি জয়িতা। নামভূমিকায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ছবির প্রযোজকও তিনি। অনেকদিন পর বাংলা ছবিতে আসছেন রোহিত রায়। এছাড়া আছেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। সমাজ, সংসারের চাপ, বাবা ও ছেলের দ্বন্দ্ব, ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা, দুটো মানুষের অস্থিরতা, সব মিলিয়ে পুরোদস্তুর একটি বংলা ছবি এই জয়িতা। ছবির কথায় ঋতুপর্ণা বলেছেন, 'রোহিতের সঙ্গে তিনটি বাংলা, দুটো হিন্দি ছবি করেছি। এই ছবি করতে গিয়ে দেখলাম, ওর উপযুক্ত চরিত্র এটা। ও যদি ছবিতে অভিনয় করে, তাহলে দারুণ একটা ছবি হতে পারে জয়িতা।'

চল্লিশদিনের সাধনায় রহমান

রামায়ণের জন্যে সাধনা করছেন এ আর রহমান। আগামী চল্লিশ দিন যে কোনও সোশ্যাল মিডিয়া এবং জনসংযোগ থেকে দূরে থাকবেন তিনি। আগামী মার্চ মাসের কোনও এক সময় পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি আর প্রযোজক নমিত মালহোত্রা রামায়ণ নিয়ে একটা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করতে চান। সেই অনুষ্ঠানের আগে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন রহমান। রামায়ণের সুর দেওয়ার কাজটি যেন তার মধ্যে কিছুটা অন্তত এগোয়, সেই লক্ষ্যেই হাঁটছেন তিনি। আর এ জন্যে একান্তভাবে মনোযোগ প্রয়োজন।

রামায়ণ' ছবির হাত ধরেই প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করতে চলেছেন বিশ্বের দুই কিংবদন্তি সুরকার— এ আর রহমান এবং অস্কারজয়ী হ্যান্স জিমার। এই মেলবন্ধন নিয়ে বিশ্বজুড়ে কৌতূহল তুঙ্গে। সাক্ষাৎকারে রহমান বলেন, 'এই কাজটা আমাদের দুজনের জন্যই বেশ ভীতিকর। আমরা এমন কিছু একটা সৃষ্টি করতে চলেছি যা সারা বিশ্বের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেলারের জন্য জিমার একটি সাউন্ডস্কেপ তৈরি করেছিলেন, আমি তাতে সংস্কৃত শব্দ ও অন্যান্য বিষয় যুক্ত করেছি। চ্যালেঞ্জটা হল, এমন একটা বিষয়কে সুর দেওয়া যা প্রতিটি ভারতীয়র নখদর্পণে, অথচ তাকে একদম নতুন ভাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে হবে।'

পুরনো সব ধ্যানধারণা ঝেড়ে ফেলে এক নতুন 'রামায়ণ' উপহার দিতে চান রহমান। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করছেন প্রখ্যাত কবি ও বক্তা ড. কুমার বিশ্বাস।

ছোট্ট তারা
জগদীশ বিদ্যাপীঠের প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া সোনালি সরদার ভালো ছবি আঁকে।

KOSMODEN Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

সিট বেল্ট পরছেন না সিটি অটোচালকরা, নীরব পুলিশ

ভয় নেই জরিমানারও

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে ট্রাফিক পুলিশকে সদা জাগ্রত চোখ। ট্রাফিক আইন ভাঙলে জরিমানা তো রয়েইছে। হেলমেটহীন বাইক, স্কুটারচালক, সিটবেল্ট না পরে চারচাকার গাড়ি চালালে কখনও আবার চালক সিট বেল্ট পরলেও, পাশের সিটে বসে থাকা যাত্রী যদি না পরেন তাহলে জরিমানা করতে দেখা যায় পুলিশকে। এমনকি ট্রাফিক আইন নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে দিনকয়েক আগেই পথনাটিকার আয়োজনও করেছিল পুলিশ। কিন্তু তারপরেও কতটা সচেতন হয়েছেন শহরবাসী? অনেকেই বলছেন, সাধারণ চালকরা ফাইনের ভয়ে কিছুটা সতর্ক হলেও, শহরের সিটি অটোচালকরা? তারা কেন মানছেন না ট্রাফিক আইন? পুলিশের সামনে দিয়ে দাপিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেও আইনের রক্ষকরা কি কিছু দেখছেন না? শহরবাসী অবশ্য বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অনেকের কথায়, আইন তাহলে সকলের জন্য সমান নয়।

হায়দরপাড়ার বাসিন্দা পিন্টু সাহা বলছেন, 'নিয়ম সবার জন্য এক হওয়া প্রয়োজন।' পুলিশ অবশ্য বলছে, তাদের চোখে সকলেই এক। আইন ভাঙলে পদক্ষেপ করাই নিয়ম। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিংয়ের কথায়, 'সকলকেই সিট বেল্ট পরে গাড়ি চালাতে হবে। এনিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় সচেতনতামূলক প্রচারও চালাচ্ছি। তবে তাতেও কাজ না হলে আগামীতে আমরা জরিমানার পথে হাঁটব।'

মঙ্গলবার ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর ১টার কিছু বেশি। শহরের হাসমি চক এলাকার চতুর্দিকে ট্রাফিক পুলিশের কড়া নজরদারি চলছে। সেসময়ই ভেনাস মোড়ের ট্রাফিক সিগন্যালে সিটি অটো নিয়ে থমকে দাঁড়ালেন চালক মানিক বর্মন। দেখা গেল, তিনি চালকের আসনে বসে থাকলেও সিট বেল্ট পরেননি। দুপুর দেড়টা নাগাদ পানিট্যাঙ্কি মোড় এলাকাতেও একই ছবি দেখা গেল। শালুগাড়া থেকে এনজেপির উদ্দেশে রওনা হওয়া সিটি অটোচালক মহম্মদ মিন্টুও সিট বেল্ট না পরেই ট্রাফিক পুলিশের সামনে দিয়েই গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। সেবক মোড়েও সিটি অটোচালকদের সিট বেল্ট পরতে দেখা যায়নি। তবে এই তিনটি জায়গার ছবি উদাহরণ মাত্র।

সিট বেল্ট না পরেই সিটি অটো চালাচ্ছেন চালকরা। মঙ্গলবার।

অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন রাস্তায় দিনভর ছুটে চলা সিটি অটোর সিংহভাগ চালকই সিট বেল্ট ব্যবহার করেন না। এমনকি পুলিশের সামনে দিয়ে যাতায়াত করলেও, তারা যেন দেখেও দেখে না। বিষয়টি নিয়ে একাধিক মোড়ে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের বক্তব্য, মাঝেমধ্যেই অভিযান চালানো হয়। জরিমানাও করা হয়। কিন্তু চালকদের উদাসীনতার জেরে পরিস্থিতির কোনও বদল হয়নি আজও।

পুলিশ সূত্রে খবর, সিট বেল্ট না পরলে ট্রাফিকের তরফে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তারপরেও সিংহভাগ সিটি অটোচালকদের মধ্যে জরিমানার ভয় নেই বললেই চলে। অভিযোগ, রীতিমতো ট্রাফিক নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সিটি অটোচালকেরা শহর দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। ঘটনায় নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে ধরতে শুরু করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, এবিষয়ে ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি আরও বাড়ানো প্রয়োজন রয়েছে।

সিট বেল্ট পরা উচিত একথা স্বীকার করে নিয়েও সিটি অটোচালক মানিক বর্মন অবশ্য অন্য যুক্তি দিচ্ছেন, 'সিট বেল্ট পরা উচিত। সেটা জানি। কিন্তু আমাদের বারবার গাড়ি থেকে নামতে হয়। তাই পরা হয় না।' আর এক সিটি অটোচালক বিকাশ বর্মনও একই কথা জানাচ্ছেন। সিটি অটোচালক ত্রিভুবন শা'র কথায়, 'নিয়ম আছে জানি। কিন্তু পড়া হয় না। বারবার সিট বেল্ট খুলে গাড়ি থেকে নামতে গেলে যানজট তৈরি হয়। তাই আমরা সিট বেল্ট পরি না।'

সিটি অটোচালকদের এহেন কর্মকাণ্ডে যাত্রীদের একাংশও অসন্তুষ্ট। এবিষয়ে টি ভৌমিকের বক্তব্য, 'সিট বেল্ট পরে তবেই গাড়ি চালানো উচিত। এবিষয়ে ট্রাফিক পুলিশের তরফে নজরদারি বাড়ানোর প্রয়োজন।'

গয়না চুরির অভিযোগে ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শিলিগড়ি পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দপল্লি সংলগ্ন এলাকায় একটি বিয়েবাড়ি থেকে সোনার গয়না ও মোবাইল চুরির ঘটনার দু'দিনের মধ্যেই চোরকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ। ধৃতের নাম অজয় মহন্ত। সোমবার রাতে ঘোগোমালি এলাকায় বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি অরবিন্দপল্লি এলাকায় বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন বাগডোগরার বাসিন্দা মাম্পি দে সরকার। সঙ্গে স্বামীও ছিলেন। সেখানেই একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। সেই বাড়ি থেকেই সোনার গয়না ও মোবাইল চুরি যায় বলে অভিযোগ। পরের দিন অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারি আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশের দ্বারস্থ হন মাম্পি। দায়ের করা হয় লিখিত অভিযোগ। তদন্তে নেমে সোমবার রাতে অজয়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উদ্ধার করা হয় চুরি যাওয়া সামগ্রী।

গ্রেপ্তার সাত দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সোমবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে প্রধাননগর থানার পুলিশ ৭ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম সুনীল তামাং, করণ সুব্বা, পঙ্কজ সিং, বিট্টু খান, সুভাষ ওরাওঁ, ধীরজ সাউ এবং বিহারের বাসিন্দা অমর সাহানি। অভিযোগ, ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতীরা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দপ্তরের সামনে জমায়েত করেছিলেন। মঙ্গলবার তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনায় প্রধাননগর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

হলদিবাড়ির তরুণ পাকড়াও

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : নাবালিকাকে অপহরণ করার অভিযোগে হলদিবাড়ির বাসিন্দা এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সাজানুর হুসেন। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। গত শনিবার থেকে দাগাপুর এলাকার বাসিন্দা বছর ১৬-র এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। সেই ঘটনায় পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর সোমবার পুলিশ সাজানুরকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁর বয়ানের ভিত্তিতে নিখোঁজ নাবালিকাকে শিলিগুড়ি জংশন এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মানবিক ভাতা বৃদ্ধির দাবি

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারের তরফে একাধিক ভাতা বৃদ্ধি করা হলেও, মানবিক ভাতা বৃদ্ধি করা হয়নি। তাই ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান করলেন বিশেষভাবে সক্ষমরা। এদিন প্রতিবন্ধী সম্মিলনির তরফে এই কর্মসূচি করা হয়। এদিনের অবস্থান থেকে বিশেষভাবে সক্ষমরা প্রশ্ন তোলেন, অন্য ভাতা বৃদ্ধি করা হলেও মানবিক ভাতা কেন বাড়ানো হচ্ছে না?

বসন্ত উৎসবের প্রস্তুতি

আবির তৈরিতে ব্যস্ত শ্রমিকরা। শিলিগুড়ির একটি কারখানায় ছবিটি তুলেছেন সুশান্ত পাল।

ইসলামপুর পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডে মহিলা কাউন্সিলার থাকলেও ক্ষমতার রাশ তাঁদের স্বামীদের হাতেই।

নামেই নেত্রী

'কাগুজে' কাউন্সিলার, ক্ষমতা স্বামীর হাতে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গ্রামাঞ্চলে নিবাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিদের 'কোণঠাসা' করে রাখার বা হয়ে থাকার ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু পুর এলাকাতেও এমন ছবির দেখা মিলছে। ইসলামপুর পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডে নিবাচিত মহিলা কাউন্সিলার রয়েছেন। যাঁদের অধিকাংশ শুধু 'কাগুজে' কাউন্সিলার। ক্ষমতার রাশ সেই তাঁদের স্বামীদের হাতে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে রাজনীতিতে মহিলা সংরক্ষণ কি শুধু লোকদেখানো।

এই যেমন পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কথাই ধরা যাক। গত পুরভোটে তৃণমূলের টিকিটে নিবাচিত হয়েছিলেন সংগীতা সাহা দাস। ব্যাস, ওই পর্যন্তই। তারপর থেকে স্বামী বিক্রম দাস 'কাউন্সিলার প্রতিনিধি' হিসাবে সদা সক্রিয়। এমনকি ওয়ার্ডের কোথায় কী হচ্ছে, সব জায়গাতেই সক্রিয় বিক্রম। পাড়ার সালিশি, ঝামেলা সামাল দিতে থানায় যাওয়া সর্বত্রই কাউন্সিলারের হয়ে হাজির থাকেন বিক্রম। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ইসলামপুর টাউনের প্রাক্তন সভাপতি তথা টাউন তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির বর্তমান সহ সভাপতি বিক্রম। কাউন্সিলার স্ত্রীর সহযোগিতার জন্য তিনি যে সক্রিয় থাকেন বিক্রম তা স্বীকার করেছেন। এদিকে সংগীতা জানিয়েছেন, স্বামীর সাহায্য নিতে সমস্যা কোথায়?

এলাকার দুঁদে আইনজীবী তথা পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার গুরুদাস সাহার কাছে সংগীতার ফোন নম্বর চাইতেই তিনি বললেন,

সংগীতা সাহা দাস।

তাঁর কাছে বিক্রমের নম্বর আছে। কাউন্সিলারের নম্বর নেই। নিবাচিত কাউন্সিলারের নম্বর নেই কেন? তিনি বললেন, 'নিবাচিত মহিলা কাউন্সিলারদের স্বামীরাই তো অধিকাংশ কাজকর্ম দেখেন। তাই আলাদা করে কাউন্সিলারের নম্বরের প্রয়োজন পড়ে না।'

১৪ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, পুরসভা ভোটের পর এখনও অবধি তাঁরা কাউন্সিলারের মুখোমুখি হননি। তবে এতে খুব একটা সমস্যা হয় না বলে জানিয়েছেন সকলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক সরকারি চাকরিজীবীর কথায়, 'আমাদের কাজ আটকে থাকে না। কাউন্সিলারের স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই কাজ হয়ে যায়। তাই এসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি।'

পুরসভা সূত্রে খবর, বোর্ড মিটিং সহ সরকারি অনুষ্ঠান এবং দলীয় কর্মসূচিতে স্বামীর সঙ্গে কাউন্সিলারকে দেখা যায়। কিন্তু ওয়ার্ডের কোন এলাকায় কী উন্নয়নমূলক কাজ হবে, রাস্তার কাজ কোন এলাকায় হবে সব ক্ষেত্রেই বিক্রম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, শহরের শিক্ষিত সমাজেও নিবাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের ব্যাকফুটে থাকা কতটা যুক্তিযুক্ত? কী কারণে শিক্ষিত মহিলাদের এই পিছিয়ে থাকা?

বিষয়টি নিয়ে সংগীতার প্রতিক্রিয়া, 'কোণঠাসা বা পিছিয়ে থাকার বিষয় নয়। আমি যথেষ্ট সক্রিয়। তবে সংসার এবং সন্তান সামলে সব সময় দৌড়ঝাঁপ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে স্বামী পাশে থেকে সাহায্য করেন।' বিক্রমের কথায়, 'ওয়ার্ডে জনসংযোগ কাউন্সিলার নিজেই করেন। তবে আমি সক্রিয় থেকে ওয়ার্ড উন্নয়নের কাজ দেখি তা অস্বীকার করব না। আসলে সংসার সামাল তো স্ত্রীকেই দিতে হয়। ফলে সাধারণ মানুষের পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয় সেই চেষ্টাই করি।'

দুটি ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের একটি ঘর থেকে মঙ্গলবার এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম কমল সরকার (৩৯)। এদিন দুপুরে বাড়ির একটি ঘর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর ঝুলন্ত দেহ।

কমল অবিবাহিত ছিলেন। একটি গ্যারাজে কাজ করতেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রায় সবসময়ই নেশায় আসক্ত হয়ে থাকতেন কমল। মঙ্গলবারও সকাল থেকেই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ বাড়ির একটি ঘরে কমলের ভাই-এর ছোট সন্তানকে বিছানায় শুইয়ে রাখা ছিল। সেসময় কমল মদ্যপ অবস্থায় বিছানার চাদর ধরে টান দেন। ফলে শিশুটি মাটিতে পড়ে যায় বলে অভিযোগ। শিশুর কান্না শুনে বাড়ির সকলে ছুটে এসে বকাঝকা করেন কমলকে।

এরপর কমলকে একটি ঘরে আটকে রেখে শিশুটিকে তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেসময় শুধুমাত্র কমলের বাবা বাড়িতে ছিলেন। দুপুরে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে কমলের ঘরের দরজা খুলতেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান সকলে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পরবর্তীতে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মৃতের জামাইবাবু প্রসেনজিৎ দাস বলেন, 'কেন ও আত্মহত্যা করল বুঝতে পারছি না। তবে ও মদ্যপ অবস্থায় ছিল। সবাই হাসপাতালে গিয়েছিল বাচ্চাটিকে নিয়ে। কমল যাতে সেসময় আবার কোনও ভুলভ্রান্তি না করে তাই ওকে আটকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ও এমন ঘটনা ঘটাবে তা আমরা ভাবতে পারিনি।' এদিকে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও মামলা রুজু হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার রাতে পুরনিগমের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগর এলাকায় একটি ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম রাজেশ পাসোয়ান (৩২)। এদিন রাজেশের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহটি উদ্ধার করা হয় বলে পরিবার জানিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় রাজেশের বাড়িতে কেউ ছিলেন না। ফিরে আসার পর পরিবারের লোক তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। রাজেশের ঘর বন্ধ দেখে তাঁরা ডাকাডাকি শুরু করেন। সাড়া না পেয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘরের দরজা ভেঙে রাজেশের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে।

বারবার ভাঙা পড়েছে চায়ের দোকান

বাধ্য হয়ে মাদকের ব্যবসায় মহিলা!

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চা বিক্রি থেকে মাদকের কারবারি! পুলিশি অভিযানে একাধিকবার চায়ের দোকান উচ্ছেদের পর কোনও পথ না পেয়ে শেষে মদের ব্যবসা। এবার দিনেরবেলায় সেই কারবার করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন বছর ৩৫-এর এক মহিলা। ঘটনাটি পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী রেলগেট সংলগ্ন এলাকার। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয়রাই অভিযুক্ত মহিলাকে আটক করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন।

এই পর্যন্ত সব আর পাঁচটা ঘটনার মতো মনে হলেও, ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই কিছুটা অবাক হয়ে যান পুলিশকর্মীরাও। কিন্তু কেন মহিলা এই কাজ করছেন? ওই মহিলা জানান, করোনার পর শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামনে চায়ের দোকান করতেন তিনি। কখনও শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে, আবার কখনও পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিকবার তাঁর দোকান উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। তাই বাধ্য হয়েই মাদকের কারবারে নামেন। সংবাদমাধ্যমের সামনেও একই দাবি করেছেন ওই মহিলা। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুরনিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই মহিলার বাড়িতে স্বামী ও সন্তান রয়েছে। মহিলা পুলিশকে জানিয়েছেন, স্বামী দিনমজুর। যে আয় করেন তা দিয়ে সংসার চলে না। তাই জেলা হাসপাতালের সামনে চায়ের দোকান করতেন। বেশ কয়েক বছর জেলা হাসপাতালের ঠিক গেটের পাশেই টেবিল পেতে দোকান করতেন। কিন্তু ওই এলাকায় একাধিকবার পুরনিগম এবং পুলিশের অভিযান হয়। প্রত্যেকবারের অভিযানেই তাঁর দোকান তুলে দেওয়া হয়। একাধিকবার টেবিল তুলে নিয়ে যায় পুরনিগম। বেশ কয়েকবার পুরনিগম থেকে ওই টেবিল সহ অন্য সামগ্রী ফেরত পেলেও শেষবার আর পাননি। মহিলার দাবি, শেষবার যে অভিযান হয়েছিল তার পরের দিন থেকেই আবার ওই এলাকায় দোকান বসা শুরু হয়ে যায়। তখন অন্য একজন এসে তাঁর জায়গায় দোকান শুরু করেন। যে কারণে আর নতুন করে দোকান দিতে পারেননি তিনি। ফলে মাদকের ব্যবসা শুরু করেন।

- ফুলেশ্বরী বাজারে হাতেনাতে পাকড়াও মহিলা মাদক কারবারি
- আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠান
- পুলিশ ও পুরনিগমের অভিযানে একাধিকবার চায়ের দোকান ভেঙে দিতেই এই ব্যবসায় আসেন বলে দাবি

ফুলেশ্বরী রেলগেট ঘেঁষে বেশ কয়েকটি গুমটি রয়েছে। সেখানেই একটি গুমটি ছিল ওই মহিলার। সেখানে ওই মহিলা লুকিয়ে লুকিয়ে মদ এবং গাঁজা বিক্রি করতেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার স্থানীয় বাসিন্দারা মহিলাকে মদ বিক্রি করার সময় হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এরপরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি থানায়। পুলিশ পৌঁছে ওই মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে মহিলাকে গ্রেপ্তার করে বেঙ্গল এক্সাইজ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। এদিনই আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

প্রচার

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের নিবাচনের প্রচারে শিলিগুড়িতে এলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আইনজীবী বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে এসে আইনজীবীদের সঙ্গে কুশলবিনিময় করেন। সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আবেদন করেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং আইনজীবী সুস্মিতা বসু মৈত্র।

নেওটিয়ায় স্পাইন ক্লিনিক

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : স্পাইন ক্লিনিক চালু করল নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল। প্রতি মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে ২টো পর্যন্ত এই পরিষেবা মিলবে। রোগীদের সুবিধার্থে এই ক্লিনিক চালু করা হয়েছে বলে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে। ইনভেসিভ স্পাইন নিউরোসার্জারি, এন্ডোস্কোপিক অ্যান্ড মাইক্রোস্কোপিক স্পাইন সার্জারির মতো পরিষেবাগুলি পাওয়া যাবে। হাসপাতালের নতুন এই পরিষেবা নিয়ে মঙ্গলবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের স্পাইন ক্লিনিকের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ তন্ময় পাল, ডাঃ গর্গ বসু, ডাঃ মায়াঙ্ক প্রিয়রঞ্জন প্রমুখ।

সস্তার হেলমেটে 'মূল্যহীন' মাথা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পুলিশি নজরদারি এবং জরিমানার থেকে বাঁচতে অনেকেই মাথায় হেলমেট পরেন। কিন্তু প্রতিটি হেলমেট কী প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে নিরাপদ? সম্প্রতি বর্ধমান রোডে পথ দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যু এবং রাস্তায় পরে থাকা রক্তমাখা হেলমেটটি এমন প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তাঁর হেলমেটটি যে ছিল সাধারণ মানের, 'আইএসআই' মার্ক না থাকায় তা স্পষ্ট হয়েছে ঘটনার দিনই। ওই তরুণের মাথায় থাকা হেলমেটটি হাফক্যাপ হওয়ায়, তা বড় দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ছিল না বলেই যুক্তি পুলিশের।

শহর শিলিগুড়ির রাজপথে নজর রাখলে স্পষ্ট হয়, অধিকাংশ মোটরবাইক এবং স্কুটারচালক হাফক্যাপ হেলমেট ব্যবহার করেন। হেলমেট বিক্রেতাদের বক্তব্য, মাসে যত হেলমেট বিক্রি হয়, তার ৭০ শতাংশই হাফক্যাপ। পাশাপাশি, দামের হেরফেরের জন্য অধিকাংশ

ছবি : এআই

চালক সাধারণ মানের হেলমেট কেনেন। ফলে প্রশ্ন উঠছে, হেলমেট পরার জন্য ট্রাফিক পুলিশের তরফে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং অভিযান চালানোর পরেও, কেন মানুষ নিজের প্রাণ বাঁচাতে সচেষ্ট হচ্ছে না? কেন পুলিশ বাইক ও স্কুটারচালকদের মাথায় থাকা হেলমেটের গুণগত মান যাচাই করছে না? কয়েকটি ঘটনার প্রেক্ষিতে সাধারণ হেলমেট জোগান বন্ধে তৎপর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলছেন, 'এটা সত্যিই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা ঠিক করেছি, এবার হেলমেটের দোকানগুলিতে যাব। আইএসআই মার্ক ছাড়া কোনও হেলমেট থাকলে তা বাজেয়াপ্ত করে রাস্তায় এনে ফেলে ভাঙব। আইনত ব্যবস্থা নেব।'

সঠিক আইএসআই মার্ক ছাড়া যে শহরে দেদার বিক্রি হচ্ছে হেলমেট, তা শহরের বিভিন্ন দোকানে পা রেখেই স্পষ্ট হয়েছে। তা স্বীকার করে নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরাও। হেলমেটের দাম কেমন? জানা গিয়েছে, হাফক্যাপের দাম শুরু পাঁচশো টাকা থেকে। ফুল হেলমেটের দাম শুরু সাতশো টাকা থেকে। পাঁচশো টাকার হেলমেট হাতে নিয়ে দেখা গেল, আইএসআই মার্ক নেই। এব্যাপারে প্রশ্ন করতেই ব্যবসায়ী মিলন দাস বললেন, 'দাম বেশি হলে মানও ভালো হবে।' কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, বাইকচালকদের সাইকেলের হেলমেট বিক্রি করা হচ্ছে কেন? এব্যাপারে জংশন এলাকার হেলমেট ব্যবসায়ী বিনোদ মাহাতোর আবার বক্তব্য, 'পাঁচশো-ছয়শো টাকার মধ্যে হেলমেট চান সকলে। ওই টাকায় এর থেকে ভালো মানের হেলমেট তো পাওয়া যায় না।' শিলিগুড়ি শহরে এখন রাস্তার ধারেও বিক্রি হয় হেলমেট। ট্রাফিক পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকাতেই মূলত এই ব্যবসা। ট্রাফিক পুলিশের চোখ এড়াতে অনেকেই এমন দোকান থেকে সস্তায় এবং হাফক্যাপ হেলমেট কিনে মাথার রাখছেন। ডিসিপির (ট্রাফিক) বক্তব্য, 'হাফক্যাপ মূলত নির্মাণকাজের সময় ব্যবহার হয়ে থাকে। বাইক, স্কুটার চালানোর সময় ফুল হেলমেট ব্যবহার করা উচিত। বিষয়টি নিয়েও এবার পদক্ষেপ করা হবে।'

PRANAVANANDA CENTENARY SHIKSHAYATAN - H.S.
(Affiliated to WBBSE & WBCHSE)
ORGANISED BY BHARAT SEVASHRAM SANGHA , SILIGURI
Rajganj, Jalpaiguri
Siliguri branch admission from Nursery to class V 8250619355
Admission from Nursery to class IX is open for the academic year 2026
Phone 9434152111, 9434494674
website: www.pcsrajganj.org

গোর্খা সমাজের কথা শুনলেন মধ্যস্থতাকারী

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : তরাই-ডুয়ার্সের গোর্খা সমাজের সঙ্গে কথা বললেন পাহাড়ের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিং। মঙ্গলবার চালসার এক বেসরকারি রিসর্টে এমন বেশ কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধিদের কথা শোনেন তিনি। প্রত্যেকেই গোর্খাদের পরিচয়ের সংকটের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। ডুয়ার্স নেপালি সাহিত্য বিকাশ সমিতির সাধারণ সম্পাদক রবিন খাওয়াস বলেন, 'আমাদের মূল সংকট পরিচয়কে ঘিরে। গোর্খাদের অস্তিত্বের সংকট মেটানোর ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ের জন্য পৃথক গোর্খাল্যান্ড, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নাকি অন্যকিছু

মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে গোর্খা প্রতিনিধিদের বৈঠক। চালসায়।

হবে- সেটা সরকারের বিবেচ্য বিষয়। তবে আলাদা প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি।'

এদিন মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে ডুয়ার্স তরাই গোর্খা সম্মেলন, ভারতীয় গোর্খা পরিসংঘ, হামরো সমাজের মতো সংগঠনের প্রতিনিধিরাও কথা বলেন। ডুয়ার্স তরাই গোর্খা সম্মেলনের সম্পাদক অজয় খারকা-র কথায়, 'এর আগে বিভিন্ন আন্দোলন থেকে যা কিছু প্রাপ্তি, সবটাই ছিল পাহাড়কেন্দ্রিক। ডুয়ার্স-তরাই বরাবরই উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। এই দুই এলাকারও উন্নয়ন, সম ভাবনা, সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীকে জানানো হয়েছে। এখানকার যাবতীয় সমস্যা, সমস্ত সম্প্রদায়কে এক সুতোয় গেঁথে সমাধান করার ওপর জোর দেওয়া হয়। ডুয়ার্সের গোর্খা ছেলেমেয়েরাও যাতে জাতি শংসাপত্র পেয়ে সেনা বা আধাসেনায় যোগদান করতে পারে, সেই আবেদন জানানো হয়েছে।' গোর্খা পরিসংঘের সদস্য রাজেন কার্কি বলেন, 'বৃহত্তর আঙ্গিকে পাহাড় সমস্যার সমাধানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ডুয়ার্স-তরাই বারবার এর সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে জুড়ে যায়।'

পৃথিবীর পাঠশালা

খরগোশ প্রসব

১৭২৬ সালে ইংল্যান্ডে মেরি টফট নামের এক মহিলা দাবি করেন তিনি খরগোশ প্রসব করছেন। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেন সত্যিই তাঁর গর্ভ থেকে মৃত খরগোশের বাচ্চা বেরোচ্ছে। খবরটি রাজার কানেও পৌঁছায়। কিন্তু পরে ধরা পড়ে এটি ছিল এক বিশাল ভাঁওতাবাজি। মেরি জ্যান্ত খরগোশ বা তার অংশবিশেষ নিজের শরীরের ভেতরে লুকিয়ে রাখতেন এবং প্রসবের নাটক করতেন। খ্যাতির লোভে মানুষ যে কতটা নীচে নামতে পারে, মেরি টফট তার উদাহরণ।

একমাত্র সম্রাট

আমেরিকা গণতান্ত্রিক দেশ, সেখানে রাজা বা সম্রাট থাকার কথা নয়। কিন্তু জশুয়া নর্টন নামের এক ব্যক্তি নিজেকে 'আমেরিকার সম্রাট' ঘোষণা করেছিলেন। ১৮৫৯ সালে সানফ্রান্সিসকোর রাস্তায় তিনি রাজকীয় পোশাক পরে ঘুরতেন। মজার ব্যাপার হল, পুলিশ বা জনগণ তাঁকে পাগল না বলে সম্মান করত। রেস্তোরাঁ তাঁকে বিনে পয়সায় খাওয়াত, পুলিশ তাঁকে স্যালুট দিত। তিনি নিজের নামে মুদ্রা চালু করেছিলেন যা স্থানীয় দোকানে চলত। তাঁর শেষযাত্রায় প্রায় ৩০,০০০ মানুষ অংশ নিয়েছিল। তিনি ছিলেন সত্যিকারের 'জনগণের সম্রাট'।

আরেকজন বিশ্বত্রাতা

কিউবার মিসাইল সংকটের সময় পৃথিবী ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েছিল। রাশিয়ার সাবমেরিন বি-৫৯ আমেরিকার ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ক্যাপ্টেন ভাবেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং পারমাণবিক টর্পেডো ছোড়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু সাবমেরিনের সেকেন্ড ইন কমান্ড ভাসিলি আরখিপভ তাতে ভেটো দেন বা বাধা দেন। তাঁর জেদের কাছে হার মেনে ক্যাপ্টেন মিসাইল ছোড়েননি। যদি সেদিন তিনি রাজি হতেন, তবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিশ্চিত ছিল। এই শান্ত মানুষটি নীরবে বিশ্বকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

নায়িকা যখন আবিষ্কারক

হেডি লামারকে সবাই হলিউডের সুন্দরী নায়িকা হিসেবেই চেনে। কিন্তু তিনি যে একজন অসাধারণ বিজ্ঞানীও ছিলেন, তা ক'জন জানেন? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় টর্পেডো যাতে শত্রুরা জ্যাম না করতে পারে, তার জন্য তিনি 'ফ্রিকোয়েন্সি হপিং' প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই আজ আমরা ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ এবং জিপিএস ব্যবহার করছি। গ্ল্যামার জগতের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল তাঁর এই বৈজ্ঞানিক প্রতিভা।

শ্রমমন্ত্রীর বক্তব্যে অসন্তোষ তৃণমূলেও

শ্রমকোডে না, ইএসআই-তে হ্যাঁ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : লেবার কোড শ্রমবিরোধী দাবি করে তা কার্যকর করছে না রাজ্য সরকার। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং দলের শ্রমিক সংগঠনও কেন্দ্রের এই লেবার কোডকে কালা কানুন বলে প্রচারের পাশাপাশি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। অথচ রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক লেবার কোড মেনে চা শিল্পের শ্রমিকদের চিকিৎসা পরিষেবার ভার কেন্দ্রের এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসুরেন্স বা ইএসআই কর্পোরেশনের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। চা মালিকপক্ষকে নিয়ে বৈঠকে খোদ মন্ত্রীই বলেছেন, 'লেবার কোডে ইএসআই হাসপাতালে শ্রমিকদের চিকিৎসা পরিষেবার কথা বলা রয়েছে।' মন্ত্রীর এই বক্তব্য বৈঠকের কার্যবিবরণীতে লেখাও হয়েছে। যা নিয়ে বিরোধী শিবির তো বটেই, শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের অন্দরেও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। মন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, 'ইএসআই পরিষেবার অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ মানেই শ্রম কোড মেনে নেওয়া হচ্ছে, এই ধারণা ভুল। রাজ্য সরকার শ্রম কোডের বিরুদ্ধে। চা শ্রমিকদের ইএসআইয়ের আওতায় নিয়ে আসার চিন্তাভাবনা চলছে। তা নিয়েই মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকপক্ষের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে।'

২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার দেশজুড়ে শ্রম কোড কার্যকর করে। এই আইনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, কাজের সময়সীমা, স্থায়ী নিবন্ধিকরণ, প্রভিডেন্ট ফান্ড,

চা শ্রমিকদের ইএসআইসি-তে যুক্ত করা নিয়ে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের বৈঠক।

ইএসআই সহ বিভিন্ন দিকের উল্লেখ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের বক্তব্য, এই আইন শ্রমিক বিরোধী। এই আইন রাজ্যে কার্যকর হলে শ্রমিক সুরক্ষা বিঘ্নিত হবে। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের শোষণের রাস্তা খুঁজে পাবে। যে কারণে রাজ্যে এখনও এই লেবার কোড কার্যকর হয়নি। এরই মধ্যে চা বাগানের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দিতে শ্রম দপ্তর উত্তরবঙ্গের ৫২টি চা বাগানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করেছে। বাস্তবে অবশ্য সিংহভাগ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণকাজ শেষ হয়নি। কিন্তু ভোটের মুখে প্রত্যেকটির উদ্বোধন হয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি কীভাবে চলবে, ডাক্তার, নার্স কোথা থেকে আসবে, তা স্পষ্ট না হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে।

এরই মধ্যে শ্রম দপ্তর চা বাগানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পুরোটাই ইএসআইয়ের হাতে তুলে দিতে চাইছে। গত ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় চা মালিকদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন শ্রমমন্ত্রী। মন্ত্রীর দাবি, মালিকপক্ষ এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে। একই ইস্যুতে সোমবার শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে কলকাতায় তিনি বৈঠক

■ কেন্দ্রের লেবার কোডের বিরোধিতা করে তা রাজ্যে কার্যকর করেনি মমতা

■ লেবার কোডের অন্তর্ভুক্ত ইএসআইয়ের হাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি দেওয়ার পক্ষে শ্রমমন্ত্রী

■ বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির মতো এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় তৃণমূলের চা শ্রমিক সংগঠনও

করেছেন। সেখানে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির পাশাপাশি রাজ্যের শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব ইএসআইয়ের হাতে দেওয়ার বিরোধিতা করেছে।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্জল দে বলছেন, 'কেন্দ্রের এই কালা কানুনের বিরোধিতা করছি। এখন কেন সেই আইনের মধ্যে থাকা ইএসআইয়ের সুযোগ নেব? উত্তরবঙ্গে এখনও ইএসআইয়ের হাসপাতাল চালু হয়নি। বেসরকারি হাসপাতালগুলিও চিকিৎসা পরিষেবা দিতে চায় না। কাজেই এই নিয়ম চালু হলে শ্রমিক স্বার্থ বিঘ্নিত হবে।' তাঁর বক্তব্য, 'প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী শ্রমিকদের চিকিৎসা পরিষেবা মালিকপক্ষের দেওয়ার কথা। রাজ্য সরকারও অনেক বাগানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র করেছে। তাহলে কেন ইএসআইয়ের হাতে চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া হবে, বৈঠকে সেই প্রশ্ন তুলেছি।' বাম শ্রমিক সংগঠন সিটু সমর্থিত দার্জিলিং জেলা চা কামান মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলছেন, 'যে পরিষেবা বাগান মালিকদের দেওয়ার কথা, তা কেন্দ্রের ইএসআইয়ের হাতে তুলে দিয়ে রাজ্য সরকার দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। কিন্তু ইএসআইয়ের হাতে শ্রমিকদের চিকিৎসার দায়িত্ব চলে গেলে অনেক সমস্যা হবে। আমরা রাজ্যের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি না।'

আশঙ্কায় ভিক্টর

চাকুলিয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চাকুলিয়ার পাওয়ারহাউস মাঠে কংগ্রেসের জনসভা থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। এদিন ভিক্টর বলেন, 'তৃণমূল প্রতিদিন কংগ্রেস কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে হয়রানি করার চেষ্টা করছে।'

নির্বাচনের আগে তিনি নিজে জেলবন্দি হতে পারেন বলে আশঙ্কাও প্রকাশ করেন। কলকাতায় তাঁর বাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টা হতে পারে বলে অভিযোগ তুলে বলেন, 'আমার বড় ছেলে ও মা আশঙ্কার মধ্যে রয়েছেন।' তিনি জেলে গেলেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে বলে দলীয় কর্মীদের পরামর্শ দেন ভিক্টর। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের চাকুলিয়া ব্লক সভাপতি সারাফাত হোসেন বলেন, 'নির্বাচনের সময় এলেই নাটক করেন ভিক্টর। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন।'

মুখ ঢেকে যায়

প্রথম পাতার পর

আগেই তাঁর চেহারায় জমে যায় ধুলোর আস্তরণ। দামি মেকআপ ধুলোর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়, নষ্ট হয় জামাকাপড়। শেষমেশ উপায় না দেখে রিম্পা এখন বাড়ি থেকে সাধারণ বেশে বেরিয়ে কর্মস্থলে পৌঁছে মেকআপ সারছেন। উন্নয়নের এই গতি রিম্পাদের মতো হাজারো চাকরিজীবীর দৈনন্দিন রুটিনটাই বদলে দিয়েছে।

শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতির রূপও এখন ফিকে। দাগাপুর কিংবা মাটিগাড়ার পথের ধারের গাছগুলোর দিকে তাকালে মায়া হয়। সবুজ পাতার ওপর ধুলোর এমন পুরু স্তর জমেছে যে, দেখে মনে হয় তারা বুঝি অকাল বার্ধক্যে আক্রান্ত।

বসন্তের বাতাস রুক্ষতা নিয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু শিলিগুড়ির এই রুক্ষতা যেন আরও বিষাক্ত। চাঁদমণি চা বাগানের সামনে দিয়ে যখন মন্দিরা সাহা তাঁর ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে স্কুল থেকে ফিরছিলেন, তখন এক হাতে মেয়ের নাক চেপে ধরা আর অন্য হাতে নিজের শাড়ির আঁচল। মন্দিরা জানালেন, 'সন্তান কিছুতেই মাস্ক পরতে চায় না। কিন্তু ধুলোর দাপটে তার শুকনো কাশি পিছু ছাড়ছে না।'

চম্পাসারি হোক বা শহরের ভেতরে পাঞ্জাবিপাড়া, চিত্রটা সর্বত্রই এক। ডাবগ্রাম, হায়দরপাড়া কিংবা ঘোগোমালির অলিগলিতেও এখন চশমা আর মাস্ক ছাড়া বেরোনো মানেই বিপদকে আমন্ত্রণ জানানো। পাঞ্জাবিপাড়ার এক প্রৌঢ়া তো আক্ষেপ করেই বললেন, 'রাস্তা একবার খোঁড়া হয়, তারপর আবার মাটি চাপা দেওয়া হয়, কিন্তু ধুলোর হাত থেকে রেহাই মেলে না।' তাঁর মতো শ্বাসকষ্টের রোগীদের কাছে এই উন্নয়ন এখন বিভীষিকার নামান্তর।

শালবাড়ির রেললাইনের ধার দিয়ে একদল তরুণ দ্রুতগতিতে বাইক ছুটিয়ে ধুলোর ঝড় তুলে গেল। পেছনে ফেলে যাওয়া পথচারীদের অবস্থা তখন শোচনীয়। ধুলোর আবর্তে বাইকের গতি কমিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন গৌতম ঘোষ। 'আর বলবেন না, ধুলোর জন্য রোজ চোখ লাল হয়ে থাকছে। রাস্তায় বেরোতেই এখন ভয় হয়,' একরাশ ক্ষোভ, যন্ত্রণা তাঁর গলায়।

রাস্তার ধারের ব্যবসায়ীদের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। শালবাড়ির রাম ছেত্রীর মতো ব্যবসায়ীরা সারাদিন দোকান পরিষ্কার করেও কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। দোকানের ভেতরেও ধুলোর অবাধ প্রবেশ। শিলিগুড়ির এই ছবিটা এখন বড়ই করুণ। একদিকে ফ্লাইওভার আর প্রশস্ত রাস্তার হাতছানি, অন্যদিকে ধুলোবালি আর দূষণে জেরবার জনজীবন।

বসন্তের দখিনা বাতাস তাই এখানে আর পলাশের গন্ধ বয়ে আনছে না। বরং উড়িয়ে নিয়ে আসছে নির্মাণস্থলের কটু ধুলো।

শহরবাসী উন্নয়নের সুফল চান ঠিকই, কিন্তু তার চড়া মাশুল দিতে গিয়ে যদি স্বাস্থ্যেরই দফারফা হয়ে যায়, তবে সেই জেল্লা দিয়ে কী হবে?

শেষ কবে বৃষ্টির জলে ভিজেছে শহরের মাটি, তা মনে করতে পারছেন না কেউই। কৃত্রিমভাবেও মাটি ভেজানোর কোনও ছবি আর চোখে পড়ছে না। ফলে ধুলোকে বশে রাখা যাচ্ছে না বলে মত সৌরভ তালুকদার, অর্ণব ভট্টাচার্যদের। শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য দাবি করছেন, 'পুরনিগমের একটি গাড়ি রোজ শহরের মূল রাস্তাগুলিতে জল ছেটাচ্ছে।'

এত বড় শহরে একটি গাড়ি কি যথেষ্ট? উত্তরটা ডেপুটি মেয়রই জানেন।

ক্লার্ক ও পিওন গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জ জেলা মাইনিং দপ্তরের হেড ক্লার্ক ও পিওনকে গ্রেপ্তার করা হল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাটনা থেকে আসা ভিজিলেন্সের টিম এই দুজনকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে অবৈধ টাকা সমেত গ্রেপ্তার করেছে।

এই ঘটনায় ধৃত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হেড ক্লার্ক অশোককুমার চৌধুরীকে ৮০০০ টাকা এবং পিওন সরোজকুমার সিংকে ৭০০০ টাকা মহম্মদ হবিব আলমের থেকে ঘুষ নেওয়ার সময় এদিন ডুমুরিয়ার একটি চায়ের দোকানে ভিজিলেন্স ফাঁদ পেতে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার অভিযোগকারী হবিব জানান, ২০২৫-এর ৩১ ডিসেম্বর তাঁর বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর চাকলা গ্রামের কাছে খনন দপ্তরের আধিকারিকরা বাজেয়াপ্ত করেন।

এই ঘটনার অভিযোগে ট্র্যাক্টরের মালিক সংশ্লিষ্ট দপ্তরের করা জরিমানা অনলাইনে জমা করেন। তারপরেও এই ঘটনায় ধৃতরা ওই ট্র্যাক্টর ছাড়েননি। উলটে ট্র্যাক্টর ছাড়ার জন্য অবৈধ টাকা দাবি করেন। এর ফলে হবিব সোমবার পাটনার ভিজিলেন্স দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

নতুন সভাপতি

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার সভাপতি করা হল সৌরভ সরকারকে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে এই সংক্রান্ত ঘোষণা করা হয়। কাঞ্চন দেবনাথের পর অরিজিৎ দাস যুব মোর্চার সভাপতি থাকাকালীন সময় থেকেই সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা ছিল সৌরভের। অরিজিৎকে জেলায় দলের মূল কমিটিতে জায়গা দেওয়ার পর এতদিন ওই পদ ফাঁকাই ছিল। অবশেষে সেখানে সৌরভকে দায়িত্ব দেওয়া হল। সৌরভের বক্তব্য, 'খুব শীঘ্রই জেলা যুব মোর্চার কমিটি তৈরি করা হবে।'

ধ্বংসস্তূপের মাঝে

প্রথম পাতার পর

তখন তাঁর পায়ের নীচে সেই বালি, যা একদিন আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। ব্যাটার যখন সজোরে ড্রাইভ মারছেন, বলটি সীমানা ছাড়াচ্ছে সেই ধ্বংসস্তূপকে সাক্ষী রেখেই। দর্শকদের হাততালি আর উল্লাসধ্বনি ছাপিয়ে যাচ্ছে নদীর গর্জনকে।

অমৃত ইয়নজন তাঁদেরই একজন। অমৃতর কথায়, 'প্রায় দু'মাস হল আমরা এই মাঠ তৈরি করেছি। এখানে অনেকটা উঁচু পলি, বালির স্তর জমেছিল। আমরা প্রায় ২৫ জন মিলে এক মাস ধরে সেই স্তর সরিয়ে জায়গাটিকে সমান করেছি। তারপর খেলার উপযুক্ত মাঠ বানিয়েছি। একটা টুর্নামেন্টও হয়েছে।'

কিন্তু এই মাঠের পাশেই তো তিস্তা বইছে। জোরে ব্যাট চালালে বল নদীতে পড়ার সম্ভাবনা ভীষণরকম। এই কথা শুনে হেসে উঠলেন স্থানীয় সুমন বাগদাস। তাঁর যুক্তি, 'আমরা সাবধানে খেলি। বল যেন ঘেরাও করা জায়গার বাইরে না যায়, সেজন্য সবাইকে সতর্ক করা হয়। বল একবার নদীতে পড়ে গেলে কিছু করার নেই। ওটা ভেসে যায়।'

অদূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলে যাওয়া রাস্তা দিয়ে মাঝেমধ্যে গাড়ি চলে যাচ্ছে, যাত্রীরা অবাক হয়ে দেখছেন এই দৃশ্য। বিকেলের পড়ন্ত রোদে যখন এই মাঠে খেলা জমে ওঠে, তখন পাহাড়ের ছায়া দীর্ঘ হয় মাঠে। তিস্তার হাওয়া এসে ছুঁয়ে যায় খেলোয়াড়দের ঘর্মাক্ত শরীর। আধভাঙা একটি ঘরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে প্রদীপ থাপা বলে উঠলেন, 'ওটা আমাদের বাড়ি ছিল। তিনটা ঘরের একটা এখনও আছে। বাকি দুটো ঘর, শৌচালয় ভেসে গিয়েছে। সেই সময় থেকে আমরা ভাড়াবাড়িতে থাকি। বাবা দিনমজুর। আমি কোনও কাজকর্ম পাইনি। সারাদিন ঘরে বসে ভালো লাগে না, তাই এই মাঠটি তৈরি করেছি।'

এই মাঠ যেন এক রূপক- যেখানে প্রতিকূলতাকেই পিচ বানিয়ে ছক্কা হাঁকাচ্ছে জীবন। জীবন তো তিস্তার মতোই, সে বইবে আপন ছন্দে।

কাটেনি অচলাবস্থা

প্রথম পাতার পর

এদিন ক্লাসের পাশাপাশি ফার্মাসি বিভাগের পরীক্ষা হয়। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক মলয়রঞ্জন মল্লিকের কথায়, 'যে কেউ রাতে ঢুকে যেতে পারে। দুষ্কৃতীরা ঢুকে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করে দিতে পারে। এভাবে চলতে পারে না।'

রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ একটি বেসরকারি সংস্থার অধীন ওই কর্মীরা কাজ করেন। কিন্তু রাজ্যের সঙ্গে ওই সংস্থার চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় ওই কর্মীরা তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। এর আগেও রাজ্যের সঙ্গে ওই সংস্থার চুক্তি শেষ হওয়ার পর এক মাস ওই কর্মীদের বেতন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে আবার নতুন করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতেই কর্মীরা বেতন পেয়ে গিয়েছিলেন এবং কাজ করছিলেন। কিন্তু এবার তিন মাস হয়ে গেলেও তাঁরা বেতন পাননি। এমন পরিস্থিতিতে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট সিকিউরিটি গার্ড অ্যান্ড কো-ওয়ার্কমেনস ইউনিয়নের ব্যানারে ওই কর্মীরা এদিনও ডাবগ্রাম ক্যাম্পাসের গেটের বাইরে বেতনের দাবিতে অবস্থান চালান। ওই বেসরকারি সংস্থার শিলিগুড়ির ম্যানেজার রণজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'শিলিগুড়িতে কেবল এভাবে কাজ বন্ধ করে কর্মীরা বসে রয়েছেন। রাজ্যের সব জায়গায় কাজ চলছে। বেতন সমস্যা সব জায়গায় রয়েছে। আশা করছি, চলতি সপ্তাহের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যাবে। তারপরই কর্মীরা বেতন পেয়ে যাবেন।'

সংঘাতে মমতা

প্রথম পাতার পর

এঁদের আগে সাসপেন্ড করা হলেও কমিশনের কথামতো এফআইআর করেনি নবান্ন। বারকয়েক চিঠি দিলেও নিজের অবস্থানে অনড় ছিল রাজ্য সরকার।

এরপর গত শুক্রবার মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে দিল্লিতে ডেকে চরম সতর্কবার্তা দেয় নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার বিকাল ৫টার মধ্যে এফআইআর দায়ের করতে সময়সীমা বেঁধে দেয়। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই মঙ্গলবার শেষপর্যন্ত সেই নির্দেশ পালন করল নবান্ন। যে ৭ অফিসারকে কমিশন সরাসরি সাসপেন্ড করেছে, তাদেরও নিয়ম মেনে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলেও রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু মঙ্গলবার কমিশনকে তুলোধোনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশন তাঁর ভাষায় টর্চার কমিশন। কখনো-কখনো ক্যাপচার কমিশন বলেও ব্যঙ্গ করেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নাম উচ্চারণ না করে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বলেন, 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আপনার চেয়ার সারাজীবন থাকবে না। আপনাকে জনতার আদালতে কৈফিয়ত দিতে হবে।' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে অফিসারদের সাসপেনশন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে মমতা প্রশ্ন করেন, 'সাসপেন্ড করার কারণ কী? যে ইআরও-দের সাসপেন্ড করলেন, তাঁদের বক্তব্য শোনার প্রয়োজন মনে করেছেন? যদি কেউ অন্যায় করে থাকে, তাহলে তা রাজ্য সরকারকে জানানো যেত। কিন্তু তা আপনারা জানাননি। শাস্তি দেওয়ার আগে তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। আমি কয়েকজন অফিসারকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তাঁরা দিনরাত এক করে কাজ করেছেন।'

তিনি বলেন, 'দলীয় স্তরে কাউকে সাসপেন্ড করার আগে তাঁকে শোকজ করা হয়। তাঁর শোকজের জবাব পর্যালোচনা করার পর সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত হয়। এখানে তদন্ত না করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২৪ বছর সময় ছিল। আগে শুরু করলেন না কেন? পুজো-বড়দিনের সময় কেন তড়িঘড়ি ওসব করতে হল? ডোন্ট কেয়ার মনোভাব দেখাচ্ছেন।'

তাঁর কথায়, 'বিএলও-রা মৃত্যুর আগে সুইসাইড নোট লিখে গিয়েছেন। যদি ইআরও-দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাহলে কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। কেউ মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চাইলে আমরা চুপ থাকব না। আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করব।'

চাপ ইউনূসের

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশ আর কোনও দেশের অনুগত বা নির্দেশিত নয়।'

উত্তর-পূর্ব ভারত নিয়ে ইউনূসের এধরনের মন্তব্য প্রথম সামনে আসে গত বছর তাঁর চিন সফরের সময়। সেখানে গিয়ে তিনি বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের 'অভিভাবকত্ব' দাবি করেছিলেন এবং স্থলবেষ্টিত 'সেভেন সিস্টার্স'-এর সমুদ্রে পৌঁছোনোর পথ হিসেবে বাংলাদেশের গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন। এতে তখন থেকে নতুন ভূ-রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়।

নতুন করে ইউনূসের এই মন্তব্যে নয়াদিল্লির ক্ষুব্ধ হওয়ারই কথা। যদিও নতুন সরকারের শপথগ্রহণের সন্ধিক্ষণে কূটনৈতিক শিষ্টাচার মেনে এব্যাপারে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি সাউথ ব্লক। গত বছর চিনে তাঁর মন্তব্যের পর অবশ্য ভারত সরকার বাকসংযমের পরামর্শ দিয়েছিল ঢাকাকে।

সেভেন সিস্টার্স ছাড়াও সোমবারের ভাষণে ইউনূস তিস্তা প্রকল্প সহ চিনের সহায়তায় নেওয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি এবং সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণের ওপর জোর দেন। তবে সংখ্যালঘু সুরক্ষা ও দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁর সরকারের ব্যর্থতার দিকটি এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

প্রতিবন্ধকতাতেও কায়াকল্পের মুকুট

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চতুর্থবারেও মিলল শিরোপা। কেন্দ্র সরকারের 'সুশ্রী কায়াকল্প' প্রকল্পে রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালকে পেছনে ফেলে ফের একবার প্রথম স্থান অধিকার করল বালুরঘাট হাসপাতাল। রেফার প্রবণতা, চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে নানা অভিযোগে জর্জরিত হলেও, কায়াকল্প প্রকল্পে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল ফের সাফল্য পাওয়ায় খুশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে স্থানীয়রা। তবে এত খুশির মধ্যেও গতবারের পুরস্কারমূল্য আজ পর্যন্ত না পাওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মনে কিছুটা অস্বস্তি রয়েইছে। গত বছর সিউড়ি হাসপাতালের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রথম হওয়ায় ২৫ লক্ষ টাকা পাবার কথা ছিল। ওই টাকার আজও মুখ দেখেনি বালুরঘাট হাসপাতাল। এবারে ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে রাজ্যের এক নম্বর জেলা হাসপাতাল হিসেবে শিরোপা পাওয়ায় হাসপাতালের ঝুলিতে তাদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঢোকার কথা।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে 'ন্যাশনাল হেলথ সিস্টেম রিসোর্স সেন্টার' হাসপাতালগুলির বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে। সেই প্রকল্পের নাম 'সুশ্রী কায়াকল্প'। এই প্রকল্পে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু হ্রাস, হাসপাতালের আউটডোর, ইন্ডোর, অপারেশন থিয়েটারের পরিচ্ছন্নতা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট, প্রশাসনিক কার্যকলাপ মিলিয়ে মোট আটটি বিভাগের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই নিয়েই স্বাস্থ্য দপ্তর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জেলা হাসপাতাল সহ সমস্ত হাসপাতালের মূল্যায়ন করে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য ভবনের তরফে ফলাফলের তালিকা প্রকাশ করা হয়। আর ফলাফল প্রকাশ হতেই উচ্ছ্বসিত বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

২০২৫-'২৬ সালে রাজ্যের ১৪টি জেলা হাসপাতালকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরপরই সোমবার 'সুশ্রী কায়াকল্প'-র তালিকা প্রকাশ করে স্বাস্থ্য দপ্তর। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি হাসপাতাল রয়েছে তালিকার পাঁচ নম্বরে। কলকাতা তো বটেই, রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে টেক্কা দিয়ে বালুরঘাট হাসপাতালের মাথায় মুকুট বারবার। জানা গিয়েছে, এই শিরোপার পুরস্কার, ৫০ লক্ষ টাকা পেলে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও উন্নত রোগী পরিষেবার কাজে ব্যবহার করতে পারবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বালুরঘাট হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগের বক্তব্য, 'পরিকাঠামোগত নানা দুর্বলতার মধ্য দিয়েও আমরা পরিষেবার উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এখনও অনেক কাজ বাকি। এমন প্রান্তিক জেলার হাসপাতাল হয়েও, রাজ্যের মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে প্রথম স্থান ধরে রাখতে পেরে আমরা খুশি।'

স্থানীয় বাসিন্দা অপূর্ব সাহা বলেন, 'বালুরঘাট হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। চিকিৎসক সংকট, রেফার প্রবণতা, দুর্ব্যবহার নিয়ে প্রায়দিনই খবরের কাগজে হাসপাতালের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের খবর পড়ি। তার মধ্যেও এই হাসপাতালের কায়াকল্প পুরস্কার প্রতিবছর আমাকে অবাক করলেও, বালুরঘাটের কথা ভেবে গর্ব হচ্ছে।'

বালুরঘাট হাসপাতাল।

তারেকের শপথে নেই জামায়াতে-এনসিপি

প্রথম পাতার পর

জুলাই সনদ নিয়ে এই টানাপোড়েনের দিন আবার গণভোটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এবং গণভোটের ফলাফলে স্থগিতাদেশ চেয়ে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার উন্মুক্ত পরিসরে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার পুত্রকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন। প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার আগে এদিন সকালে বিএনপি'র সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন তারেক। তারপর সাংসদ হিসেবে শপথও নেন।

নতুন মন্ত্রীসভায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদের মতো বিএনপি শীর্ষ নেতারা ঠাঁই পেলেও মির্জা আব্বাস, রুহুল কবীর রিজভি, গয়েশ্বরচন্দ্র রায়ের মতো প্রথম সারির নেতারা বাদ পড়েছেন। মোট ৫০ জন মন্ত্রী শপথবাক্য পাঠ করেন। পূর্ণমন্ত্রী হয়েছেন ২৫ জন এবং ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী। অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানকে বিদেশমন্ত্রী করা হয়েছে।

তারেকের মন্ত্রীসভায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একজন করে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নিতাই রায়চৌধুরী সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী হয়েছেন। চট্টগ্রাম পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন দীপেন দেওয়ান। বিএনপি সরকারে মহিলা মাত্র তিনজন। তাঁদের মধ্যে আফরোজা খানম (রীতা) পূর্ণমন্ত্রী। শামা ওবায়েদ ইসলাম এবং ফারজানা শারমিন পুতুল প্রতিমন্ত্রী। তিনজন টেকনোক্র্যাটকে মন্ত্রী করা হয়েছে।

শপথের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। অনুষ্ঠানে সাক্ষী ছিলেন ভারতের লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ও বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন পরিকল্পনা ও উন্নয়নমন্ত্রী আহসান ইকবাল চৌধুরী। ছিলেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজু সহ সার্কভুক্ত দেশগুলির শীর্ষ নেতা এবং উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা। তারেককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চিনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং। ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার ও দীর্ঘ কারাবাসের পর লন্ডনে নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে তারেক গত ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফেরেন। তাঁর এই রাজনৈতিক উত্থানকে অনেকে ব্যক্তিগত প্রতিকূলতা অতিক্রমের প্রতীক হিসেবে দেখছেন।

■ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ খালেদা-পুত্র তারেক রহমানের

■ তাঁর সঙ্গে শপথ ২৫ জন পূর্ণমন্ত্রী এবং ২৪ জন প্রতিমন্ত্রীর। তাঁদের মধ্যে হিন্দু ১ জন, বৌদ্ধ ১ জন আর মহিলা মুখ ৩ জন

■ তারেকের মন্ত্রীসভায় ঠাঁই ইউনূস সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের

■ সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেও মন্ত্রীসভার শপথ বয়কট জামায়াতে-এনসিপি'র

সুপার এইটের আগে রান-রিহার্সাল

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : হ্যাটট্রিক জয় পকেটে। সুপার এইটও নিশ্চিত। কিন্তু সূর্যকুমার যাদবের দলের খিদে মেটেনি। তিনটে ম্যাচ জিতলেও, সেই 'বিধ্বংসী' রূপটা এখনও পুরোপুরি দেখা যায়নি।

অনুশীলনে তিলক ভার্মা ও সূর্যকুমার যাদবকে নির্দেশ গৌতম গম্ভীরের। আহমেদাবাদে।

পাকিস্তান ম্যাচ ছিল সম্মানের লড়াই, হারলে বিপদ ছিল, তাই সাবধানী হতে হয়েছিল। কিন্তু বুধবারের ম্যাচ? এখানে হারানোর কিছু নেই। এটা হল নির্ভেজাল বিনোদন আর নিজেদের শক্তি পরীক্ষার মঞ্চ।

ঘড়ির কাঁটায় তখন সন্ধে ছয়টা পনেরো। মোতেরার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে মিনিট দশেক হল। হঠাৎই এক বিরল দৃশ্য! সচরাচর যাঁকে গম্ভীর মুখেই দেখা যায়, সেই হেড কোচ গৌতম গম্ভীর হাসছেন! ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার কানে কানে কিছু একটা বললেন, আর তাতেই গম্ভীরের মুখে চওড়া হাসি।

হাসির নেপথ্যে কি অন্য কোনও কারণ? শোনা যাচ্ছে, আইপিএলের এক বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি নাকি কোচ গম্ভীরকে মেন্টর বা সিইও হিসেবে চাইছে। টি২০ বিশ্বকাপের পরই কি তবে নীল জার্সি ছাড়বেন জিজি? নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন কোনও সিদ্ধান্তের পটভূমিতেই কি এই হাসি? কে জানে! তবে মেজাজটাই তো আসল রাজা। কলম্বোর সেই বারুদ-গন্ধ আর নেই। সবরমতী নদীর পাড়ে এখন শুধুই ফুরফুরে মেজাজ। পাকিস্তান ম্যাচের 'হাই-ভোল্টেজ' ড্রামা শেষ, স্নায়ুর চাপ উধাও। কিন্তু ভুল করবেন না, ভারতীয় ক্যাম্পের এই শান্ত ভাবটা আসলে ঝড়ের আগের পূর্বাভাস। বুধবার মোতেরায় প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। ফুটবলের দেশের বিরুদ্ধে ক্রিকেটের রাজাদের লড়াই। খাতা-কলমে এই ম্যাচের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। ভারত সুপার এইটে পা দিয়ে ফেলেছে, আর ডাচদের বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দলের কাছে ছবিটা একটু আলাদা। টিম ইন্ডিয়ার এখন নজরে নেদারল্যান্ডস হলেও, মননে দক্ষিণ আফ্রিকা। আগামী রবিবার সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ আইডেন মার্করামরা। কাগিসো রাবাদা, লুঙ্গি এনগিডিদের আগুনের গোলার সামনে পড়ার আগে এটাই শেষ সুযোগ নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার।

দুপুরের দিকে মোতেরা স্টেশন পাশ কাটিয়ে স্টেডিয়ামে ঢোকার সময় দেখা একঝাঁক ক্রিকেটপ্রেমীর সঙ্গে। গুজরাটের নানা প্রান্ত থেকে এসেছেন, যদি একটা টিকিট মেলে! অনলাইনে সব শেষ। কিন্তু এই মোতেরা স্টেডিয়ামের একটা 'অভিশাপ'ও আছে। ২০২৩ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে এখানেই রোহিত শর্মার অশ্বমেধের ঘোড়া থমকে গিয়েছিল। সেই হারের স্মৃতি আজও টাটকা। সূর্যকুমাররা চাইবেন, বুধবার ডাচদের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় গড়ে সেই ভূত তাড়াতে। পরিসংখ্যান বলছে, শেষ পাঁচটা রাতের ম্যাচে এখানে চারবারই স্কোর ২১০ পেরিয়েছে।

প্র্যাকটিসে সবচেয়ে চোখধাঁধানো দৃশ্যটা ছিল পাশের দুই নেটে। অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিষান পাশাপাশি ব্যাট করছিলেন। নিয়ম করে প্রায় প্রতিটা বলই উড়ে যাচ্ছিল নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন ছক্কা মারার অঘোষিত প্রতিযোগিতা চলছে! খেলার সময় বাইশ গজে এই 'অভিষেক-ঈশান শো' শুরু হলে গ্যালারিতে দর্শকদের হেলমেট পরে বসতে হতে পারে। বিশ্বকাপে ঈশান শো চললেও, অভিষেকের ব্যাটে সেই তাণ্ডব এখনও দেখা যায়নি। আগামীকাল কি সেই দিন?

ডাচরাও অবশ্য হোমওয়ার্ক করে এসেছে। পাকিস্তানের অফ স্পিনার সলমন আলি আঘা আগের ম্যাচে অভিষেককে আটকেছিলেন। সেই টোটকা মেনে ডাচ অফ স্পিনার আরিয়ান দত্তকে দিয়ে বোলিং ওপেন করানোর ছক কষতে পারে তারা। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এটা কলম্বোর মন্থর পিচ নয়। এখানে বল ব্যাটে আসে মাখনের মতো। অভিষেক যদি একবার ইনফিল্ড পার করতে পারেন, তবে ডাচদের কপালে দুঃখ আছে।

'ডেড রাবার' ম্যাচ হওয়ায় দলে কিছু পরীক্ষার সম্ভাবনা প্রবল। পিচের চরিত্র মেনে কুলদীপ যাদবের জায়গায় ফিরতে পারেন পেসার অর্শদীপ সিং। জল্পনা চলছে জসপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রাম দিয়ে ফেরানো হতে পারে মহম্মদ সিরাজকে।

সব মিলিয়ে, আহমেদাবাদের বাতাসে এখন শুধুই উৎসবের মেজাজ। কিন্তু ড্রেসিংরুমে উঁকি মারলে দেখা যাচ্ছে চোয়াল শক্ত করা প্রতিজ্ঞা। শুধু ডাচ-বধ নয়, লক্ষ্য প্রোটিয়াদের জন্য বারুদ জমিয়ে রাখা।

টি২০ বিশ্বকাপে জ্বলে উঠতে তৈরি হচ্ছেন অভিষেক শর্মা।

রানের খোঁজে মরিয়া অভিষেক

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সময়টা ভালো যাচ্ছে না। ব্যাটে রান নেই। সঙ্গে আচমকা অসুস্থতা।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া। পেটে সংক্রমণের সুবাদে ওজন কমে যাওয়া। অভিষেক শর্মা একেবারেই ছন্দে নেই টি২০ বিশ্বকাপের আসরে।

০, ৩০, ২৪, ০, ০। কোনও টেলিফোন নম্বর নয়। শেষ পাঁচ ইনিংসে অভিষেকের স্কোর। বিশ্বকাপের মঞ্চে এখনও তাঁর ব্যাটে ঝড় ওঠেনি। বুধবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ম্যাচে কি দেখা যেতে পারে অভিষেক তাণ্ডব?

জবাব সময়ের গর্ভে। কিন্তু তার আগে আজ সন্ধ্যার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে বলা যেতে পারে অভিষেক ছন্দে ফিরতে মরিয়া। শুধু মরিয়াই নয়, তিনি মুখিয়ে রয়েছেন দলের বিশ্বকাপ অভিযানে ছাপ রাখতে। প্রথমে থ্রো ডাউন নিলেন। পরে স্পিনারদের বিরুদ্ধে ব্যাটিং। আর সবশেষে জোরে বোলারদের বিরুদ্ধে নেটে ঝড় তুললেন তিনি। নেটে অভিষেকের ব্যাটিং দেখে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, কোচ গৌতম গম্ভীরের মুখে হাসি। সন্ধ্যার মোদি স্টেডিয়াম ভারতীয় দলের অনুশীলন শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। তিনিও অভিষেকের প্রশংসা করে বলে দিয়েছেন, 'অভিষেকের বয়স কম। আচমকা অসুস্থ হয়েছিল। ওকে নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা তৈরি। ও ছন্দে নেই এমন নয়। অভিষেককে নিয়ে আমরা কোনও দুশ্চিন্তায় নেই।'

কুড়ির বিশ্বকাপ ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছে ঈশান কিষান শো। দলের উইকেটকিপার ব্যাটারকে নিয়ে আবেগে ভাসছেন সকলেই। তার মধ্যেই অভিষেককে আত্মবিশ্বাস দেওয়া হচ্ছে দলের তরফে। নেটে অভিষেকের ব্যাটিংয়ের সময় তাঁর সঙ্গে কোচ গম্ভীরকে বেশ কয়েকবার কথা বলতেও দেখা গিয়েছে। দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু বলছেন, 'অভিষেককে নিয়ে বাড়তি বিশ্লেষণের প্রশ্নই নেই। আমরা ওর সঙ্গেই রয়েছি। দলের হয়ে আগেও রান করেছে ও। আমরা নিশ্চিত, ফের বড় রান করবে অভিষেক।' নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্যাচে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে কি কোনও পরিবর্তন দেখা যাবে? এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন সূর্যকুমারদের ব্যাটিং কোচ। বলেছেন, 'অভিষেক, জসপ্রীত বুমরাহদের কাউকেই বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভাবছি না আমরা।'

ঈশানদের বাঁহাতি জুজু!

ডাচদের নেটে গুজরাট ক্যাপ্টেনের 'মনন-শো'

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মোতেরার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সচরাচর এমন দৃশ্য দেখা যায় না। বিদেশি দল খেলতে এলে সাধারণত স্থানীয় অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আবদার করে—'গোটা কয়েক ভালো স্পিনার দিন তো, রিস্ট স্পিনার হলে ভালো হয়।' কিন্তু নেদারল্যান্ডস দল যা করল, তা এক কথায় নজিরবিহীন! বোলার নয়, সোজা চেয়ে বসল একজন ব্যাটারকে! শর্ত একটাই—তাঁকে হতে হবে জাঁদরেল বাঁহাতি।

আহমেদাবাদের ভ্যাপসা গরমে ডাচদের হঠাৎ এমন আজব আবদার কেন? উত্তরটা লুকিয়ে আছে বুধবারের ম্যাচে। প্রতিপক্ষ ভারত। আর টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডারের দিকে তাকালেই ডাচ বোলারদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষান, তিলক ভার্মা থেকে শুরু করে শিবম দুবে, রিঙ্কু সিং, অক্ষর প্যাটেল— লাইন দিয়ে সব বাঁহাতি 'বোমারু'। ডাচদের নিজেদের টপ অর্ডারে ভালো বাঁহাতি নেই, তাই ভারতীয় 'লেফটি'দের সামলানোর প্র্যাকটিস হবে কী করে? এই আতঙ্কেই সোজা ফোন গেল গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরে।

গুজরাটের রনজি অভিযান শেষ হয়েছে পক্ষকাল আগেই। হাতের কাছে নিজের প্র্যাকটিসে মগ্ন। হঠাৎ ফোন—'বিকেল ছয়টার মধ্যে মোতেরায় রিপোর্ট করো।' কারণটা তখনও জানতেন না তিনি। আহমেদাবাদের কুখ্যাত ট্র্যাফিক ঠেলে তড়িঘড়ি যখন স্টেডিয়ামে পৌঁছালেন, তখন ডাচ কোচ রায়ান কুক তাঁকে স্বাগত জানাতে তৈরি।

মননের কাজ কী ছিল? নেদারল্যান্ডস কোচ সোজা ব্যাট ধরিয়ে নির্দেশ দিলেন—'ব্যাট তোলো আর ওড়াও।' কুকের ভাষায়, 'গো হেল ফর লেদার'। ওয়ার্ম-আপ সেরে ডাচ পেসাররা তৈরি। নতুন আর পুরোনো বল মিশিয়ে শুরু হল সেশন। আর তারপর মোতেরার ফ্লাডলাইটের নীচে শুধুই হিঙ্গরাজিয়া শো! প্র্যাকটিস পিচে দাঁড়িয়ে একের পর এক বল সটান গ্যালারিতে পাঠালেন গুজরাট অধিনায়ক। ফাঁকা গ্যালারির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে বল কুড়াতে গিয়ে তখন নিরাপত্তারক্ষীদের কালঘাম ছোটার জোগাড়।

টানা দুই ঘণ্টা চলল এই ভিআইপি প্র্যাকটিস। টি২০ বিশ্বকাপের মঞ্চে, ভারতের বিরুদ্ধে নামতে চলা বোলিং অ্যাটাকের বিরুদ্ধে এমন 'বোনাস' সেশন পেয়ে মনন তো বেজায় খুশি, মুখে চওড়া হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। আর নেদারল্যান্ডস? হিঙ্গরাজিয়ার এই দুই ঘণ্টার ধোলাই খেয়ে তাদের বোলাররা বুধবার ঈশান-অভিষেকদের কতটা আটকাতে পারে, এখন সেটাই দেখার। তবে ম্যাচের আগেই যে ভারতীয় বাঁহাতিদের ভয়ে ডাচ শিবিরে কাঁপুনি ধরেছে, তা মোতেরার হাওয়ায় বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে।

মননের কাজ কী ছিল?

নেদারল্যান্ডস কোচ রায়ান কুক সোজা ব্যাট ধরিয়ে নির্দেশ দিলেন—
'ব্যাট তোলো আর ওড়াও।'

ভালো মানের বাঁহাতি পাওয়া তাই বেশ মুশকিল। জিসিএ কর্তারা তাই তড়িঘড়ি ফোন লাগালেন খোদ গুজরাট অধিনায়ক মনন হিঙ্গরাজিয়াকে।

তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছে। ২৭ বছরের মনন গুজরাট কলেজ গ্রাউন্ডে

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম সংযুক্ত আরব আমিরশাহি
সকাল ১১টা, নয়াদিল্লি

পাকিস্তান বনাম নামিবিয়া
বিকাল ৩টা, কলম্বো

ভারত বনাম নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৭টা, আহমেদাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ইয়ামালের ভুলে ডার্বি হার বার্সার

জিরোনা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : কাতালান ডার্বি জিতল জিরোনা। কোপা দেল রে-র সেমিফাইনালের প্রথম লেগের বিপর্যয় ভুলে লা লিগার মঞ্চেও ঘুরে দাঁড়াতে ব্যর্থ বার্সেলোনা।

জিরোনার বিরুদ্ধে জিততে পারলে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান দখলের সুযোগ ছিল বার্সার সামনে। ২-১ গোলে হেরে সেই সুযোগ হাতছাড়া করল কাতালান জায়েন্টরা। প্রথমার্ধে লামিলে

পেনাল্টি নষ্ট করে হতাশ ইয়ামাল।

ইয়ামালের পেনাল্টি মিস, আর দ্বিতীয়ার্ধে জিরোনার বিতর্কিত গোল। তাতেই লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের থেকে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে পড়ল বার্সেলোনা।

ম্যাচের প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিটে একাধিক গোলের সুযোগ পেয়েছিল কাতালান জায়েন্টরা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সুবর্ণ সুযোগটি নষ্ট করেন ইয়ামাল। পেনাল্টি থেকে তাঁর শট পোস্টে প্রতিহত হয়। বল দখল ও আক্রমণে দাপট থাকলেও বারবার পরীক্ষার মুখে পড়তে হয় হ্যান্সি ফ্লিকের দলকে। দুই অর্ধ মিলিয়ে বার্সা গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়া ৭টি নিশ্চিত গোল বাঁচান। এদিকে, ম্যাচের ৫৯ মিনিটে গোল করে বার্সেলোনাকে এগিয়ে দেন পাও কুবারসি। তিন মিনিট পরই সেই গোল শোধ করে জিরোনা। তারা জয়সূচক গোলটি তুলে নেয় ৮৬ মিনিটে।

ম্যাচ শেষে অবশ্য জয়সূচক গোলটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বার্সা শিবির। গোলরক্ষক গার্সিয়ার দাবি, জিরোনার ওই আক্রমণের সময় ফাউলের শিকার হন জুলস কৌন্দে। যা রেফারির দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

এখনই খেতাব নিয়ে ভাবছেন না অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : প্রথম ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে দাপুটে জয়। আইএসএলের শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন লাল-হলুদ জনতা।

ইতিহাস বলছে, এর আগে কখনও জয় দিয়ে আইএসএল অভিযান শুরু করেনি ইস্টবেঙ্গল। এবার কি তাহলে পট পরিবর্তন হবে? অন্তত প্রথম ম্যাচের পারফরমেন্স দেখে আশায় বুক বাঁধতেই পারেন লাল-হলুদ জনতা। তবে এখনই নিজেদের চ্যাম্পিয়নশিপের দাবিদার মানতে নারাজ ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। বরং ধাপে ধাপে উন্নতি করাই লক্ষ্য তাঁর। ম্যাচের পর সাংবাদিকদের বলে গেলেন, 'গত পাঁচ বছরে লিগ টেবিলে নবম স্থানের ওপরে উঠতে পারেনি। আমাদের প্রথম লক্ষ্য সেটাই করে দেখানো। পরবর্তী লক্ষ্য লিগ টেবিলের ওপরের দিকে উঠে আসা। মার্চ মাসে ফিফা উইন্ডোর আগে যদি লিগ টেবিলে ভালো জায়গায় থাকি, তখনই খেতাব জয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করব।'

প্রথম ম্যাচেই সমর্থকদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন ইউসেফ এজেজ্জারি। নর্থইস্টের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে আপফ্রন্টে একা হয়ে পড়ছিলেন। তবে দ্বিতীয়ার্ধে এডমুন্ড লালরিনডিকাকে পাশে পেতেই স্বমহিমায় ইউসেফ। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। রাজকীয় অভিষেকের পর উচ্ছ্বসিত ইউসেফ। তাঁর কথায়, 'ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবে খেলতে পেরে ভালো লাগছে। হ্যাটট্রিক না করতে পারায় কোনও আফসোস নেই। আমার কাছে ৩ পয়েন্ট পাওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ।' বুধবার সকালে কলকাতায় পা রাখছেন ড্যানিশ স্ট্রাইকার অ্যান্টন সোলজবার্গ।

হেরেও 'জিতলেন' কানাডার যুবরাজ!

কানাডা- ১৭৩/৪
নিউজিল্যান্ড- ১৭৬/২
(১৫.১ ওভারে)

চেন্নাই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শেষ আটে পৌঁছে গেল নিউজিল্যান্ড। তৃতীয় জয়ের সুবাদে গ্রুপ 'ডি' থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে সুপার এইটে জায়গা করে নিল। দক্ষিণ আফ্রিকা আগেই গ্রুপের গণ্ডি টপকে যায়। মঙ্গলবার সকালের ম্যাচে কানাডাকে হারিয়ে প্রোটিয়াদের সঙ্গে পরবর্তী পর্বে শামিল ব্ল্যাকস ক্যাপসরা।

প্রথমে ব্যাটিং করে কানাডা ৪ উইকেট খুইয়ে ১৭৩ রান তোলে। জবাবে ১৫.১ ওভারে মাত্র ২ উইকেটে জয়লক্ষ্যে পৌঁছে যায় নিউজিল্যান্ড। দুই ওপেনার টিম সেইফার্ট (৬) ও ফিন অ্যালেন (২১) দ্রুত ফেরায় একসময় চাপে পড়ে গিয়েছিল কিউয়িরা। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন

শেষ আটে নিউজিল্যান্ড

তৃতীয় উইকেটে ১৪৬ রান যোগ করে দলকে সহজ জয় এনে দেন রাচিন রবীন্দ্র (৫৯) ও গ্লেন ফিলিপস (৭৬)।

চলতি বিশ্বকাপে সেভাবে রান পাচ্ছিলেন না ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাচিন। সুপার এইটের আগে হাফ সেঞ্চুরিতে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন। ফিলিপস অপরদিকে স্বমেজাজে। ৩৬ বলের ইনিংসে হাফ ডজন ছক্কায় প্রতিপক্ষের জন্য আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন। দলের জয়ে মুখ্য ভূমিকার সৌজন্যে ম্যাচের সেরা ফিলিপস।

তবে নিউজিল্যান্ড-কানাডা ম্যাচে মূল আকর্ষণ অবশ্য কানাডার এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত বছর উনিশের যুবরাজ সিং সামরা। অ্যাসোসিয়েটেড দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টি২০ বিশ্বকাপে শতরানের ইতিহাস গড়েন চিপকে।

তারকাখচিত কিউয়ি বোলিং সামলে ৬৫

৫৮ বলে শতরান করার পর যুবরাজ সামারা।

বলে ঝোড়ো ১১০ রানের ইনিংস খেলেন বাঁহাতি ওপেনার যুবরাজ। ১১টি চারের সঙ্গে হাফডজন ছক্কা— কিছু কিছু শটে উসকে দিচ্ছিলেন 'আদর্শ' যুবরাজ সিংয়ের স্মৃতি। টুর্নামেন্টের কনিষ্ঠতম শতরানকারীও (১৯ বছর ১৪১ দিন)। ভাঙেন পাকিস্তানের আহমেদ শেহজাদের (২০১৪, ২২ বছর ১২৭ দিন) রেকর্ড।

গত বছর মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক অভিষেক। বছর কাটার আগেই বিশ্বকাপে ইতিহাস। রেকর্ড গড়ার ম্যাচে ওপেনিং জুটিতে দিলপ্রীত বাজওয়াকে (৩৬) নিয়ে ১১৬ রানের জুটি গড়েন। বিশ্ব আসরে যা কানাডার নজির। খুশিটা নিয়ে ইনিংস ব্রেকে যুবরাজ বলেছেন, 'প্রতিটি দিন বিশ্বকাপে শতরানের স্বপ্ন দেখেছি। আজ তা পূরণ কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসেবে! স্বপ্নের ঘোরে আছি।'

আইএফএ-র পছন্দ কালিম্পং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ-র সচিব অনির্বাণ দত্ত ও সহ সচিব বিশ্বজিৎ ভাদুড়ি। কালিম্পং জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখাও করে সেখানকার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার দুই পদাধিকারী। এরপরই ঠিক হয়েছে মার্চ মাসের ২, ৩ ও ৪ তারিখ আইএফএ-র তত্ত্বাবধানে এআইএফএফ ফিফা ফুটবল অ্যাকাডেমি ও বেঙ্গল ফিউচার চ্যাম্পসের ট্রায়াল হবে উত্তরের ওই জেলায়। ভবিষ্যতে কালিম্পংয়ে মহিলা ফুটবল নিয়েও কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে আইএফএ-র।

'বিক্রম-শ্রীধরের অভিজ্ঞতায় উপকৃত দল'

অজি বধে জয়সূর্যর কৃতিত্ব ২ ভারতীয়কে

পাল্লেকেলে, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সুপার এইটে পা।

শ্রীলঙ্কার টিমগেমের সামনে খেই হারিয়ে অথৈজলে দুইবারের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ীরা। অজিদের বিরুদ্ধে বুলডোজার চালানোর খুশি নিয়ে শ্রীলঙ্কার হেডকোচ সনৎ জয়সূর্য দুই ভারতীয়র প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

দুইজন হলেন শ্রীলঙ্কান দলে জয়সূর্যের দুই সাপোর্ট স্টাফ বিক্রম রাঠোর (বোলিং কোচ) ও আর শ্রীধর (ফিল্ডিং কোচ)। কিংবদন্তি শ্রীলঙ্কান ওপেনার বলেছেন, 'ফিল্ডিং কোচের দায়িত্বে থাকা ভারতের আর শ্রীধর এবং ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরের উপস্থিতি দলে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। প্রস্তুতিতে যা যা দরকার, ঠিক সেটাই দুইজন দেওয়ার চেষ্টা করেন খেলোয়াড়দের।'

ভারতীয় দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন দুইজনেই জড়িত ছিলেন। দায়িত্ব সামলেছেন বিভিন্ন আইপিএল দলের। জয়সূর্যের মতে, বিক্রম-শ্রীধরদের যে অভিজ্ঞতার সুফল পাচ্ছে তাঁর দল। অজি বধ শেষে শ্রীলঙ্কার হেডকোচের আরও মন্তব্য, 'দুইজনেই অত্যন্ত অভিজ্ঞ। আইপিএলে দীর্ঘদিন দায়িত্ব সামলেছেন। দলের প্লেয়ারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জোগানোর কাজ দারুণভাবে সামলাচ্ছেন দুইজনেই। অনেকসময় কোচেরা সেরাটা বের করে আনতে বাড়তি চাপ দিই। চেষ্টা করি সবসময় ওদের পাশে থাকতে। এই ব্যাপারে বিক্রম রাঠোর, আর শ্রীধরের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।'

প্রথমে ব্যাটিং করে অজি ওপেনারদ্বয় সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ গড়েন। যদিও মিচেল মার্শ-ট্রাভিস হেডের দাপট থামিয়ে ম্যাচে ফেরে শ্রীলঙ্কা। ১৮১ রানে গুটিয়ে দেয় প্রতিপক্ষকে। রান তাড়ায় নেমে পাথুম নিসাঙ্কার সেঞ্চুরিতে ৮ উইকেটের বড় জয়। কুশল মেন্ডিসও হাফ সেঞ্চুরি করেন।

ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে জয়সূর্য বলেছেন, '(অ্যাডাম) জাম্পাকে টার্গেট করেছিলাম আমরা। কারণ আমাদের জন্য ও মূল বিপদ ছিল। জানতাম, ও ছন্দ পেয়ে গেলে সমস্যা হবে। তাই ওকে শুরু থেকে আক্রমণের রাস্তায় হাঁটার পরিকল্পনা ছিল। পাথুম-কুশল খুব ভালো ব্যাটিং করল। অনভিজ্ঞ হলেও পবন রত্নায়েকেও আশা দেখাল।'

আর শ্রীধর (উপরে) ও বিক্রম রাঠোর।

জুনিয়ার লিগে জয় বাগানের

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৬ জুনিয়ার লিগের ম্যাচে ভবানীপুর এফসি-কে ২-১ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। জোড়া গোল করে সবুজ-মেরুনের জয়ের নায়ক রাজদীপ পাল। ভবানীপুরের শেখ মহসিন একটি গোল শোধ করে ম্যাচের একেবারে শেষ লগ্নে। দুইজন লাল কার্ড দেখায় ম্যাচের শেষদিকে অনেকটা সময় ৯ জনে খেলতে হয় সবুজ-মেরুনকে। এদিকে, এই জয়ের সুবাদে ৫ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল মোহনবাগান।

অনুশীলনে খুদেদের ভিড় দিমির জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চিরকালই তিনি সবুজ-মেরুন জনতার প্রিয়। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকরা বিশ্বাস করেন, দিমিত্রিস পেত্রাতোস দলের প্রয়োজনের সময়ে জ্বলে ওঠেন এবং তাঁর পা থেকেই চ্যাম্পিয়নশিপের গোল আসে। তবু গত মরশুমের বেশিরভাগটাই যেন বড় ম্রিয়মাণ ছিলেন মোহন জনতার দিমি-গড। তবে কোচ বদলের সঙ্গে সঙ্গে এবং ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শুরুতেই সেই পুরোনো দিমির ঝলক যেন দেখা যাচ্ছে ফের।

প্রথম ম্যাচে ২-০ জয়। জেমি ম্যাকলারেন ও টম অ্যালড্রেডের গোল। প্রথম গোলের সেন্টার দিমির। দুজনকেই একসঙ্গে জয়ের উৎসব পালন করতে দেখে খানিক অবাকই হয়েছেন অনেকে। কারণ গত মরশুমে দিমিকে বেশিরভাগ সময়েই গোমড়ামুখো হয়ে থাকতে দেখা যেত। সংবাদমাধ্যম কথা বলতে চাইলেও এড়িয়ে যেতেন। তবে সের্জিও লোবেরা আসার পর থেকেই অনেক বেশি চনমনে তিনি। আর প্রথম ম্যাচের পর ওই গোলের উৎসব পালন নিয়েও সরাসরি বলেছেন, 'কে গোল করল তাতে কিছু এসে যায় না। আমরা একসঙ্গে খেলেছি, একইসঙ্গে জয়ের সেলিব্রেশন করেছি। কারণ আমরা একটাই দল।' শুধু তাই না, হয়তো খানিকটা প্রাক্তন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে খোঁচা দিয়েই বলেছেন, 'যে কোনও ফুটবল দলে প্রতিটি ফুটবলারই অপরিহার্য।' সমর্থকরা অবশ্য তাঁকে চিরকালই অপরিহার্য মনে করেন। এদিনও অনুশীলনে হাজির একঝাঁক খুদে। প্রস্তুতিতে ঢোকার আগেই দিমিকে ঘিরে ধরে নানারকমের আবদার তাদের। আর অজি তারকাও তাদের খুশি করতে চেষ্টা করলেন। কাউকে টুপি তো কাউকে টি-শার্টে সই দিলেন দেদার।

প্রথম ম্যাচে জয় এলেও ফোকাস নষ্ট হতে দিতে রাজি নন কোচ থেকে ফুটবলার কেউই। এদিন সাধারণ অনুশীলন হল। লোবেরার ফুটবল দর্শন হল প্রতিপক্ষকে ছিড়ে খেয়ে ফেলা। এখনও সেই আগ্রাসী মানসিকতাটা তৈরি হয়নি। কিন্তু কোচ সেটাই চাইছেন। বড় ব্যবধানে জয় পেলে এই ছোট লিগের শেষদিকে তা কাজে দেবে। তাই আপাতত দলকে বড় ব্যবধানে জেতার জন্যই তৈরি করে চলেছেন লোবেরা।

সুপার এইটে জিম্বাবোয়ে

ক্যান্ডি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল অস্ট্রেলিয়া।

সোমবার শ্রীলঙ্কার কাছে ৮ উইকেটে হেরে যায় অজিরা। ফলে সুপার এইটে ওঠার জন্য তারা জিম্বাবোয়ে ও আয়ারল্যান্ড ম্যাচের দিকে তাকিয়েছিল। এই ম্যাচে জিম্বাবোয়ে হারলে অস্ট্রেলিয়ার সুপার এইটে ওঠার আশা বেঁচে থাকত।

বিদায় অস্ট্রেলিয়ার

মঙ্গলবার প্রবল বৃষ্টির জন্য জিম্বাবোয়ে-আয়ারল্যান্ড ম্যাচটি ভেস্তে যায়। নিয়ম অনুযায়ী, দুই দলকে ১ পয়েন্ট করে দেওয়া হয়। ফলে ৩ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে সুপার এইটে ওঠে জিম্বাবোয়ে। এদিকে, ৩ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয় মিচেল মার্শদের। যদিও ওমানের সঙ্গে এখনও ম্যাচ বাকি আছে অজিদের। সেই ম্যাচে জিতলেও পয়েন্ট তালিকায় জিম্বাবোয়েকে টপকাতে পারবে না তারা। এদিকে, সোমবারই অজিদের হারিয়ে ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সুপার এইটে উঠেছে শ্রীলঙ্কা।

সেমিফাইনালে সুবিধায় কর্ণাটক

লখনউ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ব্যাটে-বলে দাপট। রনজি ট্রফিতে কর্ণাটকের ফাইনালের পথ ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে প্রথম ইনিংসে ৭৩৬ রানে থামল কর্ণাটক। দ্বিতীয় দিনের শেষে ১২১ রানে অপরাজিত ছিলেন রবিচন্দ্রন স্মরণ। এদিন ইনিংসে আরও ১৪ রান যোগ করেন তিনি। ৩৫ রানে অপরাজিত থাকা বিদ্যাধর পাতিল ১৪৪ বল খেলে ৫৪ রান করেন।

এরপর বল হাতেও দাপট দেখালেন বিদ্যাধর, প্রসিধ কৃষ্ণারা। তৃতীয় দিনের শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেট খুইয়ে ১৪৯ রান তুলেছে উত্তরাখণ্ড। জোড়া উইকেট বিদ্যাধরের ঝুলিতে। একটি করে উইকেট নিয়েছেন প্রসিধ, বিজয় কুমার বৈশ্যক ও শ্রেয়স গোপাল। এখনও ৫৮৭ রানে পিছিয়ে উত্তরাখণ্ড। এই জায়গা থেকে প্রত্যাবর্তন তাদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব।

৯৯ রানে গুটিয়ে গেল বাংলা

সামি ম্যাজিকের পরও হারের শঙ্কা

বাংলা-৩২৬ ও ৯৯ জম্মু-কাশ্মীর-৩০২ ও ৪৩/২ (তৃতীয় দিনের শেষে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দলকে টানলেন।

বার্তা দিলেন নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার, হেডকোচ গৌতম গম্ভীরদেরও। নব্বই রানে ৮ উইকেট নিয়ে রনজি ট্রফির কেরিয়ারে নিজের সেরা বোলিং উপহার দিলেন। যদিও মহম্মদ সামির স্বপ্নের বোলিংয়ের পরও বাংলার ফাইনালে ওঠার স্বপ্নটা ক্রমশ ফিকে।

বুধবার চতুর্থ দিনে ফাইনালের টিকিট পেতে বাংলাকে অবিশ্বাস্য কিছু করে দেখাতে হবে। জিততে হলে জম্মু ও কাশ্মীরের ৮ উইকেট নিতে হবে। হাতে আর মাত্র ৮২ রানের পুঁজি। বাংলার ৩২৬ রানের জবাবে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩০২-এ। লিড ২৪।

যদিও এগিয়ে থাকার সুবিধা হাতছাড়া করে চূড়ান্ত ব্যাটিং ভরাডুবি। আকিব নবি দার (৩৬/৪), সুনীল কুমারের (২৭/৪) পেস, সুইংয়ের সামনে মাত্র ৯৯ রানে গুটিয়ে যায় বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস। সবমিলিয়ে ১২৫ রানের লিড। জবাবে তৃতীয় দিনের শেষে জম্মু ও কাশ্মীরের স্কোর ৪৩/২। ফাইনালের টিকিট পেতে পরস ডোগরার দলের দরকার আর ৮৩ রান।

সামির (৯০/৮) স্বপ্নের বোলিংয়ে জল ঢেলে লজ্জার ব্যাটিং বাংলার। টপ থ্রি তিনজনই আউট দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোনোর আগে। সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ও প্রথম ইনিংসে শতরানকারী সুদীপকুমার ঘরামি, দুইজনেই খাতা খুলতে ব্যর্থ। বহু যুদ্ধের নায়ক অনুষ্টুপ মজুমদারও (১২) ভরসা জোগাতে পারেননি। ফলস্বরূপ ৮ ওভারের মধ্যে ১৯/৪। ধাক্কাটা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাকি ব্যাটাররা। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (১৪), শাহবাজ আহমেদের (২৪) জুটিতে প্রতিরোধের পূর্বাভাস ছিল। কিন্তু আকিবের পেসে জুটি ভাঙতে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস।

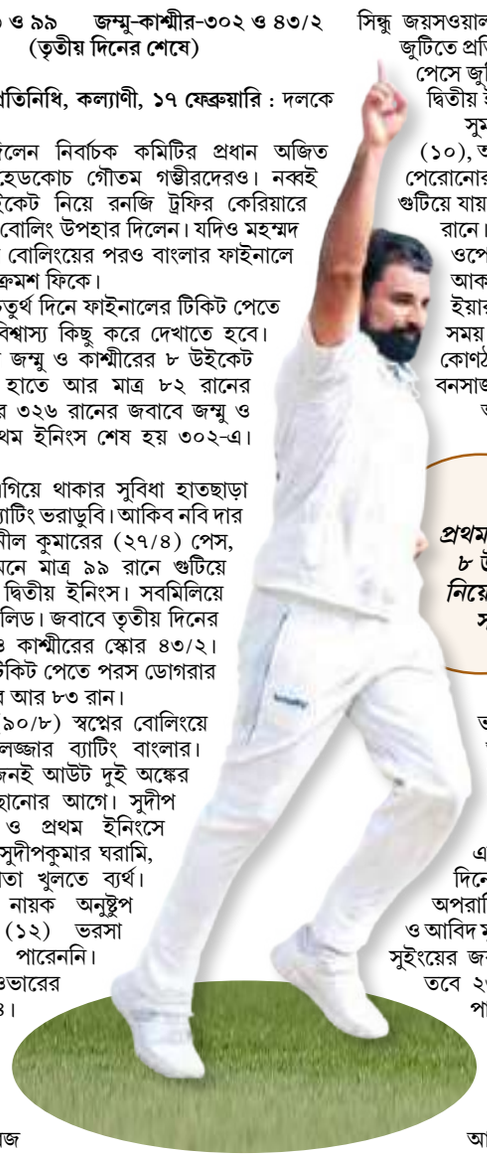

প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেট নিয়ে মহম্মদ সামি।

সুমন্ত গুপ্ত (৮), শাকির হাবিব গান্ধি (১০), আকাশ দীপ (০)-ব্যাটিং ব্যর্থতায় একশো পেরোনোর আগেই ২৫.১ ওভারে ৯৯ রানে গুটিয়ে যায় লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। লিড মাত্র ১২৫ রানে। ১২ রানের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের দুই ওপেনারকে ফিরিয়ে শুরুটা দারুণ করেন আকাশ দীপ। তবে শুভম খাজুরিয়া (১), ইয়ার হাসান (৬) দ্রুত ফিরলেও বাকি সময় উইকেট বাঁচিয়ে রেখে বাংলাকে আরও কোণঠাসা করে দেন শুভম পুন্ডির (২৬) ও বনসাজ শর্মা (৯)।

অথচ, দিনের শুরুটা একান্তভাবেই ছিল সামির। গতকাল তিন উইকেট নিয়েছিলেন। আজ দলকে লিড এনে দেওয়ার লক্ষ্যপূরণে ঝোলায় আরও পাঁচ শিকার। যখনই তাঁর হাতে বল তুলে দিয়েছেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ হতাশ করেননি। পুরস্কারস্বরূপ কেরিয়ার সেরা ৯০/৮ বোলিং পারফরমেন্স। ভারতীয় দল নির্বাচনে তাঁর প্রতি অবিচারের জবাবও দিলেন। প্রশ্ন এরপর কি বরফ গলবে? সামিকে নিয়ে অবস্থান বদলাবেন আগরকাররা?

গতকালের ১৯৮/৫ স্কোর থেকে এদিন খেলা শুরু করে জম্মু ও কাশ্মীর। দিনের প্রথম স্পেলেই গতকালের দুই অপরাজিত ব্যাটার কানহাইয়া ওয়াধাবন (২৯) ও আবিদ মুস্তাককে (২৭) ফেরান সামি। তাঁর পেস-সুইংয়ের জবাব ছিল না বনসাজের (৩) কাছেও। তবে ২৩১/৮ থেকে দলের স্কোরকে তিনশো পার করে দেন দুই পেস অলরাউন্ডার আকিব নবি (৪৪) ও যুধাবীর সিং (৩৩)। শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙার দায়িত্ব নিতে হয় সেই সামিকেই। যদিও ব্যাটিং ভরাডুবিতে দিনের শেষে হারের আশঙ্কা নিয়ে ফিরতে হল বাংলাকে।

‘বন্ধু’ ইমরানের জন্য আর্জি সানি-কপিলের

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভারত-পাকিস্তান বৈরিতা দূরে সরিয়ে রেখে ‘বন্ধু’ ইমরান খানের জন্য আবেদন জানালেন সুনীল গাভাসকার, কপিল দেবরা। ইমরানের স্বাস্থ্যের প্রতি চিন্তা ব্যক্ত করে পাক সরকারের কাছে চিঠি লিখেছেন বিশ্ব ক্রিকেটের একঝাঁক প্রাক্তন তারকা। সেই তালিকায় রয়েছেন ভারতের দুই কিংবদন্তি।

দীর্ঘদিন ধরে জেলবন্দি পাকিস্তানের বিশ্বজয়ী অধিনায়ক তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় ভুগছেন। বর্তমানে তা গুরুতর। যার প্রেক্ষিতেই ইমরানের পাশে দাঁড়িয়ে গাভাসকার, কপিল সহ মোট ১৪ জন ক্রিকেটার

পাক সরকারকে চিঠি প্রাক্তনদের

পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে চিঠি লিখেছেন।

সানি-কপিল ছাড়া বাকি ক্রিকেটাররা হলেন গ্রেগ চ্যাপেল, মাইকেল আথারটন, অ্যালান বর্ডার, মাইক ব্রিয়ারলি, ইয়ান চ্যাপেল, বেলিন্ডা ক্লার্ক, ডেভিড গাওয়ার, কিম হিউজ, নাসের হুসেন, ক্লাইভ লয়েড, স্টিভ ওয়া, জন রাইট। বাইশ গজে গ্রেগ, সানিদের প্রতিপক্ষ ছিলেন ইমরান। মাঠের বাইরে অবশ্য বন্ধু। প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কপিল-সানিকে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন ইমরান। সেই বন্ধুত্বের টানে চিঠি।

চিঠিতে গাভাসকাররা লিখেছেন, ‘আড়াই বছর ধরে জেলে রয়েছে। ইমরানের দৃষ্টিশক্তি খারাপ হওয়ার খবর সামনে আসছে। আমাদের মতে ইমরানের মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আচরণ করা উচিত। পাকিস্তান সরকারের কাছে অনুরোধ, ইমরানের জন্য দ্রুত ও যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের জন্য আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুক সেদেশের প্রশাসন।’

আড়াই বছর ধরে জেলে রয়েছে। ইমরানের দৃষ্টিশক্তি খারাপ হওয়ার খবর সামনে আসছে। আমাদের মতে ইমরানের মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আচরণ করা উচিত।

-সুনীল গাভাসকার

ইমরানের প্রতি পাক সরকার যে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে, চিঠির ছত্রছত্রে তারও প্রতিফলন। গাভাসকাররা দাবি করেছেন, পরিবারের সঙ্গে ইমরানের নিয়মিত সাক্ষাতেরও ব্যবস্থা করার। পাশাপাশি ইমরানের শারীরিক অবস্থার হালহকিকতও নিয়মমাফিক জানানোর আর্জি জানিয়েছেন। পাশাপাশি চিঠির শুরুতে ইমরানের ক্রিকেটীয় সাফল্যের কথা মনে করিয়ে দেন পাক সরকারকে।

প্রাক্তনরা লিখেছেন, ‘পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইমরান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা চিন্তিত। ক্রিকেটের প্রতি ইমরানের অবদান অনস্বীকার্য। অধিনায়ক হিসেবে ১৯৯২ বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন দেশকে। আমরা অনেকেই ওর প্রতিপক্ষ ছিলাম। কিন্তু বিপক্ষ দলে খেললেও ইমরানের প্রতিভা, দক্ষতা, লড়াকু মানসিকতার প্রতি আমরা প্রত্যেকেই শ্রদ্ধাশীল ছিলাম।’

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন ইমরান। রাজনৈতিক মনোভাব বা বর্তমান পরিস্থিতি যাই থাকুক, পাক রাজনীতিতে ইমরান বড় নাম। বর্তমান পাক সরকারের যা অবজ্ঞা করা উচিত নয়, তা চিঠির বয়ানে ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন সানি-কপিল-গ্রেগরা।

বল এখন পাকিস্তান সরকারের কোর্টে। ভারত-পাক নিয়ে বরাবর সরব পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ ক্রিকেট বিশ্বের যে দাবিকে কতটা গুরুত্ব দেন, সেটাই আপাতত দেখার।

সুপার এইটে ভারতের সূচি

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

২২ ফেব্রুয়ারি
ভারত বনাম **দক্ষিণ আফ্রিকা**
সন্ধ্যা ৭টা, আহমেদাবাদ

২৬ ফেব্রুয়ারি
ভারত বনাম **জিম্বাবোয়ে**
সন্ধ্যা ৭টা, চেন্নাই

১ মার্চ
ভারত বনাম **ওয়েস্ট ইন্ডিজ**
সন্ধ্যা ৭টা, কলকাতা

ভলিবলের সই ২১, ২২ তারিখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ভলিবল লিগের জন্য খেলোয়াড়দের সই করানোর দিন রেখেছে। সচিব কুন্তল গোস্বামী এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, দুইদিন বিকাল ৪টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত সই প্রক্রিয়া চলবে ক্রীড়া পরিষদের দপ্তরে। গতবারের মতো এবারও ভলিবল লিগে ৮টি দল অংশ নেবে।

রানের খোঁজে মরিয়া অভিষেক
-খবর এগারোর পাতায়

বিশ্বকাপে প্রথম জয় নেপালের

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল দুই দলেরই। মঙ্গলবার গ্রুপ ‘সি’-র ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে এবারের বিশ্বকাপে প্রথম জয়ে পেল নেপাল। একইসঙ্গে টি২০ বিশ্বকাপে ১২ বছর ধরে চলা তাদের জয়ের খরাও কাটল। টসে হেরে স্কটল্যান্ড ৭ উইকেটে ১৭০ রান করে। মাইকেল জোনস ৪৫ বলে রেখে এসেছেন ৭১ রান। সোমপাল কামি ২৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে নেপাল ১৯.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭১ রান তুলে নেয়। তিনটি উইকেটই নিয়েছেন মাইকেল লিস্ক (৩০/৩)। কুশল ভুরতেল ৪৩ রানে আউট হয়েছেন। দীপেন্দ্র সিং আইরি ৫০ ও গুলশন ঝা ২৪ রানে অপরাজিত থাকেন।

উইনিং শট নিয়ে নেপালের গুলশন ঝা।